2 5 SEP 1980

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৩ আষাঢ়-১৩৮৭

॥ সূচী ॥


| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় | ৭৫ |
| পরলোকে চারুকুমার সেন | ৭৬ |
| শোকসভা—বিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় | ৭৯ |
| চারুকুমার সেন স্মরণ সভা | ৮১ |
| সংবাদ কণা | ৮৩ |
| চারুদা দাদা : শ্রদ্ধাঞ্জলি—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় | ৮৬ |
| গ্রন্থ পরিচিতি—অনেক | ৯০ |
| পুস্তিকা কথা | ৯৯ |
| গ্রন্থাগার সংবাদ | ৯৯ |

756.3
008/15

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৩ | সম্পাদক : অরুণ রায় | আষাঢ় ১৩৮৭

# সম্পাদকীয়

## বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উন্নয়নে সরকারী উদ্যম

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজও সার্থক হয়ে ওঠে নি। তার প্রধান কারণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যথোচিত গুরুত্ব না দিয়ে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বেশি মাতামাতি করা হয়েছে। অনেকটা যেন গাছের গোড়ায় না ঢেলে ডগায় জল দেবার মত। একই ছবি চোখে পড়ে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে। সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিবর্তে দায়িত্বের সিংহভাগ উচ্চ স্তরের গ্রন্থাগারই এযাবৎকাল পেয়ে এসেছে। কি সাধারণ শিক্ষা, কি গ্রন্থাগার উন্নয়ন, উভয়ক্ষেত্রেই সঙ্কল্পোক্ত ভিত না গেঁথে বহুতল বাড়ি তৈরীর চেষ্টা হয়েছে।

আশার কথা যে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান রাজ্য সরকার প্রচলিত শিক্ষানীতির গলদটা গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ধরতে পেরেছেন। তার প্রমাণ হল সরকার গঠনের অনতিকাল পরেই সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাবতীয় উন্নয়নমূলক বিধিব্যবস্থার সূত্রপাত। এবিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। গ্রন্থাগার উন্নয়নের দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ স্তরে রাজ্য সরকার সময়োচিত দৃষ্টিদান করেছেন সেটি হল পূর্বোক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বর্তমান নিবন্ধে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সরকারি উদ্যমের বিস্তারিত পর্যালোচনার আগে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সাধারণভাবে কয়েকটা পুরনো কথা একটু স্মরণ করা যেতে পারে।

একথা আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি যে শিক্ষা ব্যবস্থা যে কোনো ধরণেরই হোক না কেন, তার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত গ্রন্থাগারে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। পূর্বতন ইউ কি সি চেয়ারম্যান মেলভূয়ের ভাষায় শিক্ষায়তনের মস্তিষ্ক হলেন শিক্ষকেরা, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তার দেহ গঠিত এবং হৃৎপিণ্ড হল গ্রন্থাগার। বাস্তবে গ্রন্থাগার একটা লেজুড় কিংবা অলঙ্কারের মত; দেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়।

শিক্ষায়তনে যদি গ্রন্থ বাতিরেকে শিক্ষা বিস্তার কিংবা অর্জনের চেষ্টা হয়, তাহলে সে-শিক্ষার বলিষ্ঠ বুনিয়াদ গড়ে ওঠে না। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থ তথা গ্রন্থাগারের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক না থাকলে ছাত্রছাত্রীদের নোটনির্ভর হয়ে পড়াটা অনিবার্য। সুযোগের অভাবে ছোটবেলা থেকেই মননের স্বাধীন বিকাশের অবকাশ ঘটে না। স্বাধীন চিন্তার পরিবর্তে আপ্তবাক্যে নির্ভরের প্রবণতা দেখা দেয়। সদ্যলব্ধ যুক্তি-বোধের পরিমার্জনার পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস ও নির্বিবেক আবেগ ছোটবেলা থেকে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। একথা রবীন্দ্রনাথ জনৈক শিক্ষাবিদকে লিখেছিলেন, "বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে অন্যের মনন শক্তির সজীবতা হারাই - বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস দ্বারা না করে তাদের চিত্ত

কোন কালে সফল হয় না। তোমরা গরুদার কাজ ছেড়ে রাখালের কাজ কোরো।"

দ্বিতীয়ত, গ্রন্থাগার ব্যবহারের আধুনিক রীতিনীতি জানা ও আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের কৌশল শেখার সুযোগ না পেলে উত্তরকালে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ মুস্কিলে পড়তে হয়। আনাড়ি ব্যবহারে কার্ড ক্যাটালগ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা অনেক সময়ে চোখে পড়ে। অভিধান, কোষগ্রন্থ কিংবা মানচিত্র দেখতে গিয়ে বহু ছাত্রছাত্রীকে নাজেহাল হতে হয়। পরিণত জীবনে ছেলের টাইম টেবল কিংবা টেলিফোন ডাইরেক্টরি দেখতে তাদের বিড়ম্বনা ঘটে।

তৃতীয়ত, গ্রন্থের গগনচুম্বি মূল্য যোগানো আজকাল সমস্তিসম্পন্ন অভিভাবকদের কাছেও বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বারো ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদেরও ছুটতে দেখা যায় ব্রিটিশ কাউন্সিল কিংবা আমেরিকান লাইব্রেরিতে, বিশেষ করে যারা ভাল রেজাল্টের প্রত্যাশী। ব্যয়বহুল নামী বিদ্যালয়ে সমস্যাটা কম। যথা ও নিয়বিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সুযোগসুবিধা পাবে না কেন?

মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নকল্পে ভারত সরকার নিযুক্ত মুদালিয়ার কমিশন ১৯৫৩ সালে বলেছিলেন যে "...it has become a matter of the highest priority to promote the desire and the habit of general reading amongst our students. This means, in effect the establishment of really good libraries in schools and the provision of an intelligent and effective Library Service."

ইতিমধ্যে গঙ্গায় অনেক জলই গড়িয়ে গেছে, কিন্তু এই রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারের যথার্থ সুযোগ সুবিধা থেকে ছাত্রছাত্রীরা আজও বঞ্চিত। খুব জোর দু'খানের বিদ্যালয়ে প্রকৃত অর্থে গ্রন্থাগার দেখা যায়। অর্থাৎ শিক্ষা-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় স্বতন্ত্র স্থানে কিছু বাজেট বরাদ্দ রেখে গ্রন্থাগার চালানো হয়। অবশ্য খাতাকলমে দেখা যাবে সমস্ত বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার রয়েছে। আইন রক্ষার্থে সেখানে অফিসঘরে কিংবা প্রধান শিক্ষকের কামরায় কিছু বইপত্র রাখা হয়। কোনো শিক্ষক কিংবা সাধারণ কর্মচারী বইগুলি নাড়াচাড়া করেন, তার জন্যে হয়তো কিছু অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের এযাবৎকালের নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে এইসব বিধিব্যবস্থা নিয়মরক্ষার নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র।

একথা অস্বীকার করিনা যে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির আর্থিক অসাচ্ছল্যের জন্যেই সেখানে গ্রন্থাগার বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু বর্তমানে সরকারি অনুদান বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক অসুবিধা অনেকাংশে দূর হয়েছে।

রাজ্য সরকার যে এই অচলাবস্থার অবসানে উদ্যোগী হয়েছেন সেজন্যে যে কোনো গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষ সাধুবাদ জানাবেন। সরকারি নির্দেশপত্র সম্পর্কে যা কিছু দ্বিমত থাকুক না কেন, অবস্থাটা যেখানে 'যোটে যা গুঁথে না, তাঁর তপ্ত আর পান্তা' গোছের সেখানে প্রাথমিক উদ্যম হিসাবে নির্দেশপত্রটিকে আমরা নির্দ্বিধায় স্বাগত জানাচ্ছি। দ্বিমত-সূত্রে বলা দরকার যে প্রারম্ভেই সরকার নির্দেশপত্রটিতে অন্তত এমন একটি ভুল করেছেন যার ফলে ভবিষ্যতে বিশেষ জটিলতা দেখা দেবে।

সরকারি নির্দেশপত্রে (৫.১২.৭৯) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পর্কে তিনটি দিক আছে, যথা (১) পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী সংবলিত যেসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭৫০ এবং গ্রন্থের সংখ্যা অন্যূন দু'হাজার সেসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হবেন, (২) গ্রন্থাগারিকের প্রাক-স্নাতক সাধারণ শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার শিক্ষণে সার্টিফিকেট থাকলেই চলবে, (৩) গ্রন্থাগারিকের বেতনহার ২২০০-৩৫০ টাকা।

প্রথম ও তৃতীয়টি সম্পর্কে মৌলদ্বিমত থাকলেও প্রারম্ভিক উদ্যম হিসাবে তা আপাতত মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতার সিদ্ধান্তটি বাস্তিক কাজের মান ও পূর্বোক্ত গুরু দায়িত্বের নিরিখে অকার্যকর হবে বলে আমরা মনে করি। বিশেষ করে ভবিষ্যতে নানা জটিলতা ও অস্থিরতার কারণ হবে, যেমন হয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। ভবিষ্যতে যখন নতুন বেতনবিন্যাস

হবে তখন যোগ্যতার প্রশ্নটি স্বাভাবিক উঠবে। যদি শিক্ষাগত যোগ্যতার মান উঁচু করার সিদ্ধান্ত হয়, তখন দেখা যাবে যে যাঁরা এখনকার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, তখন সেইসব কর্মীদের বেতনক্রম নির্ধারণ ও অসন্তোষ সমগ্র পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে।

ক্লাসে যা পড়ানো হয়ে থাকে, তার পরিপূরক হিসাবে পাঠ্যবস্তু ছাত্রদের গোচরে আনা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের প্রধান দায়িত্ব। ছাত্রছাত্রীদের পাঠস্পৃহাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের উপর বর্তায়। গ্রন্থাগারিকের টেকনিক্যাল কর্তব্যকর্ম ছাড়াও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব থাকে বিস্তর। তাছাড়া বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যবহার কেবল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমিত নয়। পূর্বোক্ত মুদালিয়র কমিশন ও পরবর্তী কালে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত কোঠারি কমিশন (১৯৬৪) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে শিক্ষকদের উপযোগী বিধিব্যবস্থার উপরও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কাজের মান ও দায়দায়িত্বের দিক থেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা তাই কমপক্ষে স্নাতক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের বেতন ও পদ-মর্যাদা উল্লিখিত যুক্তিতেই শিক্ষকদের সমতুল হওয়াটা কাম্য। বিদ্যালয়ে আমরা যে ধরণ ও মানের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে মনে করি, তার দায়িত্ব শিক্ষাগত নিম্নমানের ব্যক্তি কিংবা একজন কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন ডাক্তারের কাজ কমপাউণ্ডারকে দিয়ে করানো যায় না। অন্যান্য উন্নত দেশের বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের যথোচিত সুযোগ-সুবিধা ও উপযুক্ত গুণসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করে থাকে। এ বিষয়ে অবহিত হয়েই পূর্বোক্ত শিক্ষা কমিশন ( কোঠারি ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিমত প্রকাশ করেন যে "the status of pay for librarians should also be related to those for teachers."

বিদ্যালয়ে যদি গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা শিক্ষকের সম-পর্যায়ভুক্ত বলে নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয় তাহলে উভয়ের যোগ্যতা ও বেতন সমতুল হওয়া সমীচীন। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা হল স্নাতক ও বি টি। গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে অনুরূপ স্নাতক ও বি লিব এল সি হওয়া যুক্তিযুক্ত। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বি টি ডিগ্রি অর্জন সাপেক্ষ বার্ষিক বেতন-বৃদ্ধি স্থগিত থাকে। গ্রন্থাগারিক নিয়োগকালে তেমনি বি লিব এল সি সম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া না গেলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে স্নাতকসহ সার্টিফিকেট সম্পন্ন প্রার্থী গ্রহণযোগ্য। বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি বি লিব এলসি ডিগ্রি অর্জন সাপেক্ষ স্থগিত রাখার অনুরূপ নিয়ম প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

উল্লিখিত যুক্তিতর্ক সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। বিনা বিলম্বে বিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক নিয়োগের সম্ভিধার প্রতিবন্ধক হিসাবে ব্যয়ভার বৃদ্ধির আশঙ্কাই সম্ভবত সরকারকে যোগ্যতার প্রশ্নটিকে স্থগিত রেখে কাজে নামতে প্ররোচিত করেছে। আশু কর্তব্য কর্মের সমাধান হিসাবে সরকারের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু অচিরেই যে জটিলতা ও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে সে-সম্পর্কে আমরা সরকারকে অবহিত করে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিকে অন্তত: পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি।

# পরলোকে চঞ্চলকুমার সেন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক ও গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক চঞ্চল কুমার সেনের আজ (১৬/৬/৮০) বেলা দশটায় নবঘনশ্যামপুরের বাড়িতে জীবনাবসান ঘটে।

সুদীর্ঘ দিন তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে যুক্ত ছিলেন এবং সকল নেতৃত্বও দিয়েছেন।

সরল, সদালাপী, নিরহংকার ও কর্মপ্রাণ চঞ্চল কুমার পরিচিত সকলের অকুণ্ঠ ভালবাসা অর্জন করেছেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রন্থাগার জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়।

যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশ) ১৩৩৮ সালে চঞ্চলকুমারের জন্ম হয়। পিতা নির্মল কুমার সেন আদর্শ শিক্ষক। খুলনা শহরের বি কে ইউনিয়ন স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও দেশবিভাগের পর কলকাতায় চলে আসেন। তারপর আশুতোষ কলেজ থেকে তিনি বি এ পাশ করেন এবং Bengal library Association এর Certificate Course এ National Libraryতে ভর্তি হন। সেই সময় থেকেই তার জীবন গ্রন্থাগারের কাজে নিবেদিত হয়। কর্মসূত্রে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু তার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিলো বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই পরিষদে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদের অন্যান্য যোগ্যতার সংগে পরিচালনা করেছেন। পরিষদের গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদনা, পরিষদের সম্পাদনা, পরিষদের নিজস্ব অট্টালিকা নির্মাণ পরিচালনা, বার্ষিক গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠানের পরিচালনা Trainig Sub Committee পরিচালনা ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই তার অবদান অবিস্মরনীয়।

গ্রন্থাগার জগতের এমন কোন কর্মী নেই যে চঞ্চল কুমারের সহচর্যা ও সান্নিধ্যে আনন্দ লাভ করেন নাই।

চঞ্চলকুমার অবিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ পিতা, মাতা, খুল্লতাত ভ্রাতা, ভগ্নি বৃন্দ ও অনেক অনুরাগী রেখে গেলেন।

# শোকসভা

## বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু কিন্তু সংবাদ বড়ই নিষ্ঠুর নিদারুণ, অবিশ্বাস্য।
মন মানে না
যায় না।
সেদিনও সংবাদ ছিল
চঞ্চল অসুস্থ খুব।
অফিসে আসছে না
আসতে পারছে না।

সকলেরই প্রশ্ন ছিল
কি অসুখ ?
দেখছে কে ?
এখন কেমন ?
আপনি কি গেছেন দেখতে ?
দীর্ঘ দিন অফিস কামাই।
প্রশ্ন ছিল,
এ অসুখ, সারবে কি
সারবে না ?

সবই সত্যি কথা
বাস্তব ঘটনা।
কিন্তু তারও আগে,
সুস্থ ছিল একদিন
আমাদের প্রিয় বন্ধু।

পাঞ্জাবীর সাদা রং
ভেতরে সবুজ গেঞ্জী
খদ্দরের,
পকেট ওয়ালা
মুখে পাতলা, ক্ষীণ হাসি,
সাবধানী
মৃদু কথা,
অতি
সাধারণ ধুতি।
বাবুগিরি চঞ্চলের
মোটেও ছিল না।
আমাদের সহকর্মী
দীর্ঘ দিন
সুস্থ ছিল একদিন।
লোকে বলে
চঞ্চল অজাত শত্রু।
চঞ্চলের শত্রু ছিল কিনা
আমি জানিনাকো
আমার অজানা।

সম্মেলনে, সম্মেলনে
চঞ্চল হাজির থাকে
সকলেরই খোঁজ নেয়,
সব নির্বিশেষে।
গায়েতে কতুয়া পরে
সকালে সন্ধ্যায় ঘোরে।
যুক্তি, তর্কে, কিংবা গল্পে
ব্যস্ত অনেকে ব্যস্ত।
চঞ্চল ওসবে নেই।
ধীর, স্থির শান্ত সর্বদাই
চঞ্চল,
চঞ্চল হল,
তর্কে ব্যস্ত,
কেউ দেখল না।

হঠাৎ একদিন
চঞ্চল অসুস্থ হল।
আমি বলব হঠাৎই
একদিন।
আমরা,
বন্ধুরা তার
সহকর্মীর দল
কেউ কেউ বাড়ী গেছি
একবার
দুবার।
কি করেছি তার জন্যে
আর?
একাই লড়েছে চঞ্চু।
বাঁচবার
আপ্রাণ করেছে চেষ্টা
ভেবেছিল
হার মানবে না।

আমরা
কিছুই করিনি তার।
করতে পারিনিকো
এমনই সমাজ।
সকলেই ব্যস্ত খুব
যৌবাড়ির মত
সকলেরই কাজ

সকলেরই পয়সা কড়ি
এত কম
সময়েরই মত,
সকলেই অতি বেশী
মিতব্যয়ী
কৃপণের মত।
ভালবাসা,
সহানুভূতি,
খুব জোর,
ঈশ্বর বিশ্বাসী যারা
তার জন্যে
ঈশ্বরের কাছে
করেছে
প্রার্থনা।
এ সবেও কিছুই হল না।

অবশেষে
সংবাদ পাঠিয়ে গেল
চঞ্চল জীবিত নেই
অবিশ্বাস্য
নিষ্ঠুর
সংবাদ।

এ সংবাদ শোনামাত্র
প্রথম থেকেই
মন
গেছে ভেঙে চুরে।
এই মন জুড়বে কি
আর?
চঞ্চলের উজ্জ্বল উপস্থিতি
একান্ত বাস্তব
আমাদের সকলের মনে।
চঞ্চল নেই
একথা বিশ্বাস করা
ভার।
মৃত্যুর পরেও যদি
আত্মা থাকে
সকলেরই মুখে
তার
শান্তির কামনা।
এইতো সমাজ।
মৃত্যুর পর
সাদা ফুল,
শোক সভা।
শান্তিমন্ত্রের
অবসান ঘোষণা।
হরিনামে
সমাপ্তি।
ব্যাস
আমাদের
আর
করবার
কিছুই থাকে না।

# চঞ্চলকুমার সেন স্মরণ সভা

বিগত ২৮শে জুন '৮০ পরিষদ-ভবনে চঞ্চলকুমার সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক সভার আয়োজন করা হয়। পরিষদের সভাপতি ফণিভূষণ রায় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রবীর রায়চৌধুরী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার দত্ত, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ চঞ্চলকুমারের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সকলে তাঁর বিনম্র, সদয় ব্যবহার ও পরিবেশের কাজে আন্তরীকতার কথা উল্লেখ করেন। গভীর আবেগ পূর্ণ পরিবেশে সভায় পরিষদের পক্ষ থেকে সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা নিম্ন লিখিত শোকপ্রস্তাবটি পাঠ করেন ও সকলে ২ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান।

এই সভায় চঞ্চলকুমারের পরিবারের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা চঞ্চলকুমারের নিজের লেখা কবিতা ও আবৃত্তির টেপ বাজিয়ে শোনান।

"আজ ২৮শে জুন ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভা গ্রন্থাগার আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের প্রাক্তন শিক্ষক এবং গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক চঞ্চলকুমার সেনের ১৬ই জুন অকাল বিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করছে। তাঁর মৃত্যুতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপূরনীয় ক্ষতি হল। এই সভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পিতা মাতা, ভ্রাতাভগ্নী ও অন্যান্য পরিজন বর্গের উদ্দেশ্যে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।"

চঞ্চলকুমার সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণ যে সমস্ত শোক পত্র পাঠিয়েছেন আমরা সেগুলি প্রকাশ করছি :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া জেলা শাখা

৬ জুলাই ১৯৮০ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। "এই সভা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব চঞ্চলকুমার সেনের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করিতেছে। এই সভা তাঁর আত্মীয় পরিবার পরিজনবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছে।"

ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাবলিক লাইব্রেরী
এমপ্লয়িজ এসোসিয়েসন, হাওড়া শাখা

৩রা জুলাই '৮০ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে দুঃখ পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে প্রয়াত চঞ্চলকুমার সেনের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় পরলোকগত সেনের অমর আত্মার শান্তি কামনা করে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সম্পাদক অশোককুমার দাস বলেন চঞ্চলকুমার সেন ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ও অভিভাবক। তাঁর মৃত্যুতে অপূরনীয় ক্ষতি হল। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি ও সুবীর ঘোষ

অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই আমি রোগশয্যায় থেকে আমাদের সর্বজন প্রিয় চঞ্চলকুমার সেনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুবই মর্মাহত হয়েছি। ভাবতেই পারছি না যে তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। আন্তরিক হাসি ও দরদী মন নিয়ে তিনি আর আমাদের মধ্যে আসা যাওয়া করবেন না।

অপরিনত বয়সে তাঁর জীবনাবসানে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেলো। বন্ধু বৎসল, সদালাপী ও তাঁর মধুর ব্যবহারে প্রয়াতসেন বয়োমধ্যের উর্দ্ধে সকলকেই তাঁর কাছে টেনে নিতে পেরেছিলেন। শান্ত ও নিয়মনিষ্ঠ কর্মসাধনায় তাঁকে আমি আমার পরিচয়ের দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে ব্যাপৃত থাকতে দেখেছি। নামের বৈপরীত্যে তাঁর ধীর স্থির স্বভাব চরিত্রের মাধুর্যকে ছুটিয়ে তুলতো।

স্মরণ সভায় তাঁকে লক্ষ্য রেখে আমরা যেন এই অঙ্গীকার করতে পারি যে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁর কর্ম সাধনাকে আমরা সিদ্ধির সাফল্যে এগিয়ে নিয়ে যাবো। তবেই তাঁর স্মৃতিকে আমরা চির-অম্লান করে রাখতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস।

তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি ব্যক্তিগত ভাবে ও আমার সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করছি। তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হোক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের, আজীবন সদস্য, প্রাক্তন কর্ম সচিব, গ্রন্থাগার আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী, চারুকুমার সেনের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি এবং শোকগ্রস্ত পরিবার বর্গের উদ্দেশ্যে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী, হুগলী ও ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য, একনিষ্ঠ কর্মী ও প্রাক্তন কর্ম সচিব, চারুকুমার সেনের অকাল জীবনাবসানের সংবাদে আমরা স্তম্ভিত ও মর্মাহত। এই দুঃসংবাদ আমাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এবং অকল্পনীয়। তাঁর মৃত্যুতে কেবলমাত্র পরিষদেরই বিরাট ক্ষতি হ'লো তাই নয়, সমগ্র গ্রন্থাগার সমাজ একজন সুযোগ্য কর্মীকে হারালো। এই ক্ষতি অপূরণীয়।

প্রয়াত চারুকুমার সেনের উদ্দেশ্যে আমি আমার নিজের, ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখার পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি, তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের ২৮.৬.৮০ তাং এর মিলিত সভা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম একনিষ্ঠ কর্মী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য এবং প্রাক্তন কর্মসচিব চারুকুমার সেনের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছে।

এই সভা আরো মনে করে চারুকুমার সেনের পরলোক গমনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে অপূরণীয় ক্ষতি হোল তা সহজে পূরণ করা সম্ভব নয়।

রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

যুগান্তর পত্রিকায় ২২।৬।৮০ তারিখে আমাদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম আজন্মতোলা কর্মী তথা প্রাক্তন সম্পাদক চারুকুমার সেনের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা মর্মাহত এবং গভীর শোকাভিভূত হইয়াছি। পরিষদ তথা দেশের সেবায় ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁহার সক্রিয় কর্মোদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রণিধান যোগ্য ছিল। বজ্রাহতের ন্যায় আমরা সংবাদ পাই এবং তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের সেবকবৃন্দ তথা পাঠকবৃন্দের সমভিব্যাহারে ২৩।৬।৮০ তারিখ অপরাহ্নে ৫টায় একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করিয়া দুই মিনিট সকলে নীরবে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করেন। শোকার্ত পিতা মাতার নিদারুণ দুঃখে আমাদের সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাইতেছি। এই সভা গভীর দুঃখ, বেদনা ও শোক প্রকাশ পূর্বক অমরধামে পরলোক গত আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং পিতামাতা ও শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় সংকর্তৃক তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম নিষ্ঠার কথা আলোচিত হয় এবং তাঁহার অভাব পূরণ সম্ভব নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

নির্মল ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা

আপনারা আমাকে ঐ কালো রেখায় ঘেরা পত্রটা না পাঠালেই পারতেন। আমি মনে করতাম চারুদা ঐ আগের মতন আস্তে আস্তে কথা বলছেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চালে কাজ করে চলেছেন। আমার খারাপ লাগে।

জীবনের চলার পথে কিছু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যাঁদের ব্যবহারে কথা বার্তায় সঙ্কুচিত না হয়ে পারা যায় না। চঞ্চলদা সেই জাতের মানুষ। ভুলতে গেলেও ভোলা যায় না হারিয়ে গেলেও হারিয়ে যেতে দিতে ইচ্ছে করে না। তবুও মানতে হয়। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা।

আমি সভায় উপস্থিত থাকতে পারছি না। তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম।

বিশ্বনাথ সিংহ, ঘুণী, কৃষ্ণনগর

চঞ্চলকুমার সেনের জীবনাবসানের সংবাদ আমি প্রথম শুনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের কাছ হতে। চঞ্চলবাবুর সঙ্গে আমাদের-একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। সেটা হচ্ছে চঞ্চলবাবুর বাবা আমার মাষ্টার মশাই মাষ্টার মশায় নির্মল সেন আবার আমার বাবারও মাষ্টার মশায় ছিলেন। আমি মাষ্টার মশায়ের কথা চিন্তা করে খুবই কাতর হচ্ছি। চঞ্চলবাবু ছিলেন খাঁর স্থির অমায়িক ব্যক্তি। চঞ্চলবাবুর অকাল মৃত্যুর গভীর দুঃখবোধ করছি :

**Manik Roy, Howrah**

I become astonished when I come to know Mr. Chanchal Sen is no more with us. I came to know his existence when I met him in 1976 and from that very day I came to know also that he is of supreme nature. No person could be comparable with him for his beautiful and evergreen behaviour. I am praying to God heartily to offer his family a strenth that would be useful to withstand the shock of his death.

---

# সংবাদ-কণা

## নতুন দিল্লীর জঙ্গল মহলে ফোটো গ্রন্থাগার

সফদরজঙ্গ স্মৃতি মন্দিরের সামনের অংশটি, যা "জঙ্গল মহল" নামে জনপ্রিয়, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংস্থার "ফোটো গ্রন্থাগারে" রূপান্তরিত করা হ'বে।

প্রায় ১০০ ব'ছর বা তা'রও পুরোনো বিভিন্ন মুহূর্তের তোলা ৪০ হাজারের কাছাকাছি নেগেটিভ বর্তমানে ঐ সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত আছে। এই সংগ্রহের বেশীর ভাগই কাঁচের ওপর মাউন্টিং করে, বিশেষ ভাবে তৈরী কাঠের বাক্সে সারি বদ্ধ ভাবে বর্তমানে রাখা আছে, ময়লা, ধুলো-বালি এবং বাদুরের উৎপাতে ভর্তি "সফ্‌দরজঙ্গ স্মৃতি মন্দিরের" মাটির নিচের তলার করিডরে। স্থান এবং উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে, এই সংস্থার দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান এই রেকারেন্স তথা নির্দশনগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হতে চলেছে। অবশ্য সংস্থাটির ফোটোগ্রাফ সংগ্রহের অপর এক অংশ ন্যাশনাল মিউজিয়ামের মাটির নীচের কক্ষে রক্ষিত আছে।

বর্তমানে "জঙ্গল মহল" অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। ঐ অংশটি এয়ারকণ্ডিশন ক'রে, সমস্ত ফোটো-গ্রাফগুলিই সেখানে সংরক্ষণের প্রস্তাব আনা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারটি উদ্বোধনের পরই, অন্যান্য উৎস হতেও দুষ্প্রাপ্য এবং প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতি যুক্ত ফোটোগ্রাফ সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে।

সংবাদ দাতা—নন্দ দুলাল বসাক
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্কাইভ, গ্রন্থাগার
কলিকাতা ৩৫

সংবাদ-সূত্র—হিন্দুস্তান টাইমস্, নয়াদিল্লী
২০শে মে ; ১৯৮০
পৃ. ৩ কলম ৩-৫

# চঞ্চল দাশ : শ্রদ্ধাঞ্জলি

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

১৯৫৮ থেকে ১৯৭৮—প্রায় দুই দশক পরিষদের বিভিন্ন কাজে যে অক্লান্তকর্মী নিজেকে স্বেচ্ছায় ব্যাপৃত রেখেছিলেন সেই চঞ্চলকুমার সেন গত ১০ই জুন চলে গেছেন এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে, পিছনে ফেলে রেখে অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধুজন আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-ছাত্রী, পরিষদের কর্মী ও পরিচিত পরিমণ্ডলী। যদিও চঞ্চল তেমন বড় একজন কেউ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডলী খুব ছোটও ছিল না। শোকসভায় লোক ভেঙে পড়েছিল। গত ২৮শে জুন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তাকে, পরিষদের সেই ঘরেই চঞ্চলের স্মৃতিতে শোকসভা হয়েছিল যেখানে ক্লাসঘরে চঞ্চল ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছেন ঐ তাগাদ থেকেই। এই ঘরেই পরিষদের কত সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয়েছে, যে-সব সভায় তিনি খুব কমই অনুপস্থিত থেকেছেন; এখানেই বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি পরিষদের বার্ষিক সভায় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে পরিষদের কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছেন। আসলে চঞ্চল ছিলেন আমাদের খুবই কাছের মানুষ এবং একান্ত আপনজন। চঞ্চলের শোকসভায় চঞ্চল ছিলেন শারীরিক ভাবে অনুপস্থিত; কিন্তু উপস্থিত সকলের মনে তিনি উপস্থিত ছিলেন প্রবলভাবে। সেই সারাসিধা, হাসোজ্জ্বল, মধুর স্বভাব, বন্ধুবৎসল ও ছাত্রছাত্রীদের বন্ধু "চঞ্চলদাদা" আর কোনদিনই যে এ পরিষদে আসবেন না একথা ভাবলে কষ্ট হয়।

প্রায় বৎসরাধিক কাল তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর অসুখের সংবাদ পেয়ে অনেকেই তাঁদের নিউ ব্যারাকপুরের বাড়ীতে তাঁকে দেখতে যান। গত বছর জুন-জুলাই মাসে যখন তাঁর উরুর হাড়ের কোন গোলমালের জন্য মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে 'রে' দেওয়া হয়েছিল তখন চঞ্চলের রোগসম্পর্কে অনেকের মনেই খুব আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছিলেন 'রে' খুব ভাল কাজ করেছে। এরপর তাঁর অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছিল এবং চঞ্চল কিছুদিন অফিসে যাতায়াতও করেছিলেন। অবশ্য খুব কষ্ট করেই যাতায়াত করতেন। ব্যথা-বেদনা এবং শারীরিক অসুবিধা তাঁর ছিলই এবং সম্পূর্ণ সুস্থও তিনি হয়ে ওঠেন নি। এ বছরের জানুয়ারী মাসে আবার তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। পরে অবস্থা এমন হয় যে ওঠাবসা তো দূরের কথা, পাশ ফিরে শোয়াও তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। গত বৈশাখ মাসের গোড়াতেই তাঁর ডান পাটি উরু থেকে আয়ত করে পায়ের পাতা পর্যন্ত খুব ফুলে যায় এবং মৃত্যুর সপ্তাহ কাল আগে থেকেই তাঁর অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। চঞ্চলের অসুস্থতা যদিও দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিল, কিন্তু এত অকস্মাৎ যে মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তা কেউ ভাবিনি। ছোটবেলা থেকেই তিনি কয়েকটি বড় রকমের অসুখে ভুগেছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে চৌরঙ্গীর একটি নার্সিং হোমে তাঁর অপারেশন হয়েছিল এবং চঞ্চল তাঁদের জয়ানীপুরের বাসায় বেশ কিছুকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। বাড়ীতে চঞ্চল ছিলেন বড়ই আদরের এবং সকলের প্রিয়। বাবা-মা দাদারা, ভাই বোন এবং অসংখ্য আত্মীয় স্বজনদের। চঞ্চল ছিলেন অকৃতদার, কিন্তু পারিবারিক বন্ধনমুক্ত ছিলেন না। তাঁদের জয়ানীপুরের বাসায় কয়েক বছর আগে কিংবা নবব্যারাকপুরের বাড়ীতে রোগশয্যায় তাঁর সেবা যত্ন বা চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতি ঘটা সত্ত্বেও মানুষ যে কত অসহায় তা চঞ্চলের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। যেখানে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের আর কিছু করার থাকে না—বোধ হয় চিকিৎসকেরও না। একই ঘরে চঞ্চলের পাশে আর এক তক্তপোষে শুয়ে চঞ্চলের আশী বছর বয়সের বৃদ্ধ পিতা; চঞ্চলের সেবায় অচঞ্চলা বৃদ্ধা মাতা, চঞ্চলকে ঘিরে ছিলেন বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু। অসাধারণ মনোবল ছিল চঞ্চলের

এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত তা ছিল অটুট। অসুস্থ দেহ এবং আধি-ব্যাধি অগ্রাহ্য করেই তাকে কাজ করতে দেখতাম। রোগ শয্যায় নিতান্ত অসহায় অবস্থায়ও তিনি মনোবল হারাননি। কিন্তু মৃত্যুর ঠিক কিছুকাল আগে চঞ্চল বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর শেষ ঘনিয়ে এসেছে। নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বাবা-মা এবং অন্যান্যদের। সে দৃশ্য এমন মর্মস্পর্শী! চঞ্চল চলে গেলেন। তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তিনি কাজ করতেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনের সামনে—যে পরিষদ ছিল তাঁর খুবই প্রিয়, যেখানে দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন নানা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে—তাঁদের ভবানীপুরের বাসায় এবং এই শেষযাত্রা সমাপ্ত হল কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছানমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসসমূহ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অফিস বন্ধ হয়ে যায়।

নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও মানুষের কর্ম থেকে যায়। তাঁর স্মৃতি থেকে যায়। আমরা তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করি। সুকর্মের স্মৃতি অমর করে রাখতে চেষ্টা করি। মানুষ তো একদিন মরবেই, কিন্তু শুধু তাকে অমর করে রাখে তার কর্ম।

চঞ্চল বাংলা ১৩০৮ সালে যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে মাতুলালয় "কমল কুটিরে" জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্কুল-জীবন কাটে খুলনা শহরে এবং কলেজ জীবন কলকাতায়। খুলনায় বি. কে. ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁর পিতা নির্মলকুমার সেন। দেশ বিভাগের পর তাঁর পিতা পরিবারের সকলকে নিয়ে চব্বিশ পরগণার নব-বারাকপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই নব-বারাকপুর 'কলোনী বয়েজ হাই স্কুলে'র প্রধান শিক্ষকরূপে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। চঞ্চল তাঁর তৃতীয় পুত্র।

চঞ্চল ১৯৫৮ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাথমিকেট কোর্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময় থেকেই হাজরা লেনে পরিষদের নাম্বা কার্যালয়ে চঞ্চলের আনাগোনা শুরু হয়েছিল এবং প্রথম থেকেই তাঁর কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিক ব্যবহার এবং কর্তব্য-পরায়ণতা সমলাময়িক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অল্পকালের মধ্যেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি আশুতোষ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকও হন।

চঞ্চল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ, পরিষদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পরিষদের মুখপত্র গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক, পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্সের শিক্ষক ও উক্ত শিক্ষণ সমিতির কর্মসচিব প্রভৃতি পদে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হয়ে বিশেষ যোগ্যতা সহকারে কাজ করেছেন। সম্ভবতঃ পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদ দুটিই কেবল তিনি অলঙ্কৃত করে যেতে পারেন নি। বেঁচে থাকলে তাও হতেন নিশ্চয়। পরিষদের তিনি আজীবন সদস্য ছিলেন।

দীর্ঘ কুড়ি বছর যেভাবে তিনি পরিষদের কাজ করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোধ হয়, 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ', পরিষদের সব কাজই প্রয়োজন হলে তিনি নীরবে করে যেতেন। এই দীর্ঘ সময়ে অনুষ্ঠিত পরিষদের খুব কমই সভা, সমিতি বা সম্মেলনে চঞ্চল অনুপস্থিত থেকেছেন। তাঁর সঙ্গে জীবনে একবার যাঁদের যেসব সুযোগ হয়েছে তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, চঞ্চল সম্পর্কে যে-সব কথা লেখা হল, তার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। সাধারণতঃ কারও মৃত্যুর পর তাবাবেগবশতঃ আমরা তাঁর গুণাবলী অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করে থাকি। চঞ্চলের ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রকৃত গুণাবলীর কথাই যদি আমরা স্মরণ করি তবে দেখব যে তাঁর সবগুলি আমরা হয়তো উল্লেখ করে উঠতে পারিনি। চঞ্চলের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে অনেক দিনের অনেক ঘটনা, অনেক কথা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। এখানে তার কিছু কিছু উল্লেখ করে চঞ্চল কিরকম চরিত্রের মানুষ ছিলেন তা আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি।

চঞ্চল আমার থেকে প্রায় চার বছরের ছোট ছিলেন। তবু আমি কেন তাঁকে "চঞ্চল দাদা" বলতাম সে সম্পর্কে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা আছে। অনেক বছর আগের ঘটনা। চঞ্চল উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদের একটি ছাত্রকে আমার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠালেন, 'দাদা, এ ছেলেটি বি এল এর সার্টিফিকেট কোর্স পড়তে এসেছে অত দূর থেকে কিন্তু এর থাকার ব্যবস্থা নেই। আপনি এর জন্য একটা জায়গা ঠিক করে দেবেন এবং তা না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব হলে একে নিজের বাসাতে রাখবেন।'

আমাদের বাসাটা তখন ছিল শিয়ালদা স্টেশনের। কাছেই। তখন বি এল এর ক্লাস হত কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। কাজেই সেখান থেকে ক্লাস করা ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক। ছাত্রটির বয়সও কম নয় এবং তখনই সে কয়েকটি সন্তানের পিতা। তার দীর্ঘ দেহ, টকটকে লাল চোখ দেখে প্রথমে আমাদের বাসার সবাই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তার বিনীত এবং ভক্তি নম্র ব্যবহারে সে আমার বাবা-মার মন জয় করে নিয়েছিল। এই ছাত্রটি বিদায়ের সময় ভাঙা ভাঙা বাংলায় বারবার 'চঞ্চল দাদা'র উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিল। যদিও পরীক্ষায় সে পাশ করতে পারেনি কিন্তু বহুকাল চিঠিপত্র লিখে আমাদের খোঁজ খবর করত এবং তার চিঠিতে বারবার 'চঞ্চল দাদা'র উল্লেখ থাকত। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব একটা হাসাহাসি হত এবং এর পর থেকেই আমি চঞ্চলকে 'চঞ্চল দাদা' বলে ডাকতে শুরু করি।

এই ঘটনা থেকে ছাত্রছাত্রীদের বন্ধু চঞ্চলের চরিত্রের একটি পরিচয় মেলে। এমন আরও অনেক ঘটনাই আছে। আমার একটি আত্মীয়া এম এ পরীক্ষা দেবে কিন্তু রেওলার স্টুডেন্ট নয় বলে তার খুব অসুবিধা হয়েছিল। চঞ্চলকে বলতেই সে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং ২।১ জন রেওলার স্টুডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। আমার এই আত্মীয়াটি পরে বলেছিল, 'চঞ্চলদাদার মত লোক হয় না।' এরকম সাহায্য তিনি প্রতি বছরই বহু ছাত্র ছাত্রীকে করতেন। শুনেছি, নিজের পকেট থেকে পরীক্ষার ফি দিয়ে চঞ্চল অনেক দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করেছেন। বই-টই জোগাড় করে দেওয়া তো ছিলই।

চঞ্চল কি রকম বন্ধু বৎসল ছিলেন তা আজও তাঁর বন্ধুদের স্মৃতিতে ম্লান হয়ে যাওয়ার কথা নয়। বন্ধু বান্ধবদের মজলিসে চা-পান ইত্যাদির পর বিল দেওয়ার সময় আমরা যখন পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করি, চঞ্চল উপস্থিত থাকলে কিন্তু আগ বাড়িয়ে নিজে বিলটি নিয়ে নেবেন। অনেক সময় আমরা কেউ বিল দিতে উদ্যত হলে তাকে হাত ধরে থামিয়ে দিয়ে চঞ্চল বলতেন, থাক্, আমি দিচ্ছি। চঞ্চল বা আমরা কেউই বড়লোকের ছেলে ছিলাম না অথবা বড় বড় চাকুরী করতাম না। এরকম বেহিসেবি খরচ করার জন্য চঞ্চলকে আমরা বকাবকি করতাম এবং পরবর্তী-কালে চঞ্চলকে নিবৃত্ত করার জন্য সকলের পকেট থেকে বিলটা তাড়াতাড়ি করে দেওয়ার বেওয়াজ করেছিলাম। উদার হৃদয় এবং বন্ধু বৎসল চঞ্চল ছিলেন সকলের প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন। পুরানো বন্ধুদের দেখে যে অকৃত্রিম আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত তা স্মরণ করে মনে হবে আমরা কি হারিয়েছি। তাঁর আন্তরিকতা, ভদ্র ব্যবহার এবং খানদানি স্বভাবের কথাও; তাঁর কর্মে নিষ্ঠা, দীর্ঘ রোগ সত্ত্বেও রোগ-যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করে সাহস সহকারে তাঁর কাজ করে যাওয়া এবং সর্বোপরি তাঁর প্রশান্ত মুখচ্ছবি আমাদের চোখের সামনে অনেকদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে ভঁজহরি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা। বয়সে অবশ্য তিনি চঞ্চলের অনেক বড় ছিলেন। চঞ্চলের সঙ্গে তাঁর স্বভাবের অনেকটা যেন মিল ছিল। সদাপ্রসন্ন মুখ ছিল তাঁর। নামে চঞ্চল হলেও প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন মৃদুভাষী শান্তস্বভাব, ধীর ও স্থির। ধুতি পাঞ্জাবী পরা, আধ ময়লা কখনো বা দু'একদিনের দাড়িও থাকত চঞ্চলের মুখে, কিন্তু চঞ্চল গ্রাহ্য করতেন না। তাঁর পাঞ্জাবীর বুক পকেট এবং অন্যান্য পকেটগুলি সব সময়ে ভর্তি থাকত নানারকমের কাগজপত্রে। দেখা যেত তা থেকে বের হচ্ছে বি.এল. এর চিঠিপত্র, কেউ টাকা জমা

দিয়েছে, বা অন্য কিছু। বিভিন্ন লাইব্রেরীতে চঞ্চল কখন যেতেন কিংবা গ্রন্থাগার জগতের বিভিন্ন লোকের কাছে, তিনিই ছিলেন বি এল এ। বি এল এর সব কাজেই যেমন তিনি লাগতেন—বি এল এর বাইরেও বহু লোকের বহু কাজে আসতেন তিনি। যে কোন কাজে তাঁর গলদ নির্ণয় করা যেত। যে কোন কাজে তিনি যেমন সময় দিতেন, সমস্যা সমাধানের জন্য সত্যিকারের চেষ্টা করতেন, তা সে গ্রন্থাগার আর গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়েই হোক বা অন্য কোন বিষয়েই হোক, তা রীতিমত বিস্ময়কর। তিনি সব সময়েই বিনয়ী ছিলেন, কিন্তু নিজের মতামতের ব্যাপারে দৃঢ়ও হতে পারতেন এবং তার সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকতেও তাকে দেখেছি। আমরা বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে প্রকৃতিতে চঞ্চলের চেয়ে আলাদা ছিলাম, এমনকি, বিপরীত ধর্মীও ছিলাম, কিন্তু সত্যিকার বন্ধুত্ব স্থাপনে বিলম্ব হয় নাই। সেটা যে প্রধানতঃ চঞ্চলের গুণেই তা বলাই বাহুল্য। নিজ কর্মস্থল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে চঞ্চল তাঁর কাজকর্মের জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য যাঁরা গেছেন, চঞ্চল তাঁদের কাউকেই নিরাশ করেন নি। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা তো বটেই, তাছাড়া নিজের প্রচেষ্টায় তাঁর কাছে তিনি যেমন দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠেছিল। এমন একজন দক্ষ কর্মীকে হারিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হল তা বলাই বাহুল্য। সর্বোপরি তিনি যা পেয়েছিলেন তা হল সহকর্মীদের অজস্র ভালোবাসা। এমন ভালোবাসা তো সবাই পায়না—তাই এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

সৌম্য, শান্ত প্রকৃতির অন্তরালে একটু কৌতুক প্রবণতাও তাঁর ছিল। এসব প্রকাশ পেত বন্ধু বান্ধবদের আড্ডায়। সাহিত্যের প্রতি যেমন ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ তেমনি খেলাধুলার প্রতিও ছিল তাঁর সমধিক আগ্রহ। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় তাঁর বহু যুক্তিপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া অন্যত্র অন্য ধরণের রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। 'গ্রন্থাগার'-এর পুরাণো ফাইল খুঁজলে তাঁর লেখা একাধিক টুকরো কবিতাও চোখে পড়বে। কাজের অবসরে, কোন বিরল অবকাশে কিংবা কলকাতার বাইরে কোন উপলক্ষে যাত্রার সময় পথে চঞ্চলকে অনেক ইংরেজী-বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন কবির। এরকম বহু কবিতাই ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ছিল তাঁর খুব প্রিয়। বাচ্চাদের সঙ্গে পরিচয়ের অনতি বিলম্বেই তাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে যেতে দেখেছি। আমার চার বছরের ভাইঝি একবার মাত্র চঞ্চলকে দেখেছিল। তারপর সে দিল্লী চলে যায়। প্রায় দেড় বছর বাদে কলকাতায় ফিরে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'চঞ্চল কাকু আর আসে না?'

যদিও চঞ্চলের অনেক আগেই আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম কিন্তু পরিষদের কাজে কর্মে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছিলাম অনেক পরে। ১৯৫২ সালে পাড়ার একটি পাঠাগারের সূত্রে আমি প্রথম এসে ছিলাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুজুরীমল লেনের অফিসে। সেই সময়ে পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে যেতাম; অনুরুদ্ধ হয়ে পরিষদের কাজে কর্মে এক-আধটু হাতও লাগাতাম-এর বেশী কিছু নয়। চঞ্চল কিন্তু গোড়া থেকেই গভীর ভাবে পরিষদের কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই হিসেবে আমি পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম চঞ্চলেরও পরে। বিযুক্ত ও হয়েছিলাম আবার 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক পদ ত্যাগ করার কয়েক বৎসর পরেই। পরিষদের দৈনন্দিন কাজে কর্মে আমি আর ছিলাম না। আমি তখন আর একটি গ্রন্থাগার পরিষদের দৈনন্দিন কাজ কর্মে যুক্ত হয়ে পড়েছি। চঞ্চল কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে অচঞ্চল হয়েই ছিলেন সেই ১৯৫৮ সাল থেকেই। সর্বদা কাছাকাছি না থাকলেও আমাদের বন্ধুত্বে ছেদ পড়ে নাই। আমাদের বেশীরভাগ সময় নানা উপলক্ষে—সভা-সমিতি-সম্মেলনে, দু'জনের কর্মস্থলে, দুই গ্রন্থাগার পরিষদে, কখনো বা পরস্পরের বাড়ীতে। চঞ্চলের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা বা ক্ষুদ্রতা কখনো দেখিনি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইন্ডিয়ান লিব্রারি

এই দুটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরই সদস্য ছিলেন। বেশ কয়েকবার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত এই দুই গ্রন্থাগার পরিষদের সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করতে যান। ইয়াসলিকের গৃহনির্মাণ তহবিলে তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে পঁচিশ টাকা দান করেন। গ্রন্থাগার পরিষদের জন্য এই দরদ এবং চিন্তা ক'জন গ্রন্থাগার কর্মীর আছে?

পরিষদের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা, পরবর্তীকালে দেশের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি কিছুকাল আগে কোন এক সভায় সম্ভবতঃ দুঃখ করেই বলেছিলেন, পরিষদের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে কিন্তু সে তুলনায় এর সাফল্যের পরিমাণ খুবই নগণ্য। একথায় পরিষদ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি সে সময় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন চঞ্চল ও। কথাটা কিন্তু গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল অনেককেই। তাহলে বিগত পঞ্চাশ বছরে এত লোকের এত পরিশ্রম, এত ত্যাগ স্বীকার তা কি ব্যর্থ হয়েছে। পরিষদের কর্মিদের ও এর পরিচালকমণ্ডলীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রতি দুর্বলতা আছে এঁদের বিচারে অনেক সময় নির্মোহ দূরদর্শিতা ও আত্মসমালোচনার অভাবও থাকে। যেমন স্রষ্টা যেমনা বোধ করেন নিজের সৃষ্টিকে ছোট করে দেখতে; সন্তানের প্রতি থাকে পিতামাতার দুর্বলতা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ব্যাপী বাংলাদেশে তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। এই দীর্ঘ ইতিহাসে যেমন আছে নানা গৌরব জনক অধ্যায়, তেমনি আছে বিফলতা ও নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি। অতীতে এই পরিষদ কত বিভিন্ন ধরণের লোককে আকর্ষণ করেছে, বর্তমানেও করে এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও করবে। কত কর্মী এই পরিষদে এসেছিলেন অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবার তাঁদের অনেকে চলেও গিয়েছেন। এই পরিষদের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিগত পঁচিশ বছরের ঘটনাই ঘটেছে আমাদের চোখের সামনে। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত নানা সূত্রে পরিষদের বহু নেতৃস্থানীয়, ছোট-বড়-মাঝারী কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। গোড়ার যুগের সুনীল দেব রায় মহাশয়, সুশীল ঘোষ এবং আরও অনেকে কীভাবে এই পরিষদের কাজ করতেন দেখি নাই; কিন্তু তিনকড়ি বসুকে দেখেছিলাম। পরিষদের জন্য তিনি যে আদর্শের বীজ বপন করেছিলেন তা যে বৃথা যায় নাই একথা জোর দিয়েই বলতে পারি। তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে যাঁরা পরিষদে এসেছিলেন, তাঁরা আকর্ষণ করেছিলেন আর একদল লোককে; আবার তাঁদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন আর একদল লোক; এইভাবে যাঁরা পরম্পরায় কর্মীরা এসেছেন বলেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পঞ্চাশ বছরে উত্তীর্ণ হয়েছে। কোন ব্যক্তিবিশেষ নিশ্চয়ই পরিষদের চেয়ে বড় নন। পরিষদের কাজ করতে এসেছেন আত্মসেবা ও আত্ম-প্রচারের মোহে এমন ব্যক্তির সংখ্যাও হয়তো পরিষদের ইতিহাসে বিরল নয়। পরিষদের বিবর্তনের ইতিহাস এবং তার অবদানের সঠিক মূল্যায়ন হয়তো আজও হয়নি। তার অতীত সাফল্য ও বিফলতার অনেকখানিই যে নির্ভরশীল ছিল তৎকালীন পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজ-নৈতিক অবস্থা ও সাধারণভাবে জনসাধারণের মানসিকতার ওপর একথা ভুললে চলবে না। অন্তরঙ্গভাবেই পরিষদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তবেই আমরা এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তির সঠিক ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারব। এইসব ব্যক্তি অনেকের বিবেচনায় হয়তো তেমন বড় কিছু করতে পারেন নি কিন্তু তাঁরা যে আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী পরিষদের সেবা করে গেছেন একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে পরিষদকে তাঁরা ভালবেসে-ছিলেন: পরিষদের কাজকে ভালবেসেছিলেন। এঁদের কেউ কেউ আমৃত্যু পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই নিষ্ঠাকেও আমরা কখনো ছোট করে দেখতে পারি না। তাই ছোট-বড় কোন কর্মীর কর্মই উপেক্ষা করবার নয়। এঁরা এঁদের চরিত্রবল এবং নিষ্ঠা দিয়ে পরিষদে অন্যদের আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। কয়েক বৎসরের ব্যবধানে বাণীদি ও শুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন চলে গেলেন তখন দেখা খুব মনে হয়েছিল, চঞ্চলের মৃত্যুতেও সেই কথাই মনে হচ্ছে। এঁদের মৃত্যুর পরে এঁদের কর্মের কি কোন

চিহ্নই থাকবে না? ওঁদের চলে যাওয়ার পরই ওঁদের কর্মের কথাও কি আমরা ভুলে যাব? বর্তমানে গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীদের মধ্য দিয়েই কি ওঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ পাবে না? আগামী দিনের কর্মীরা কি এঁদের স্মরণ করবেন? আমরা কিন্তু অনুভব করি এঁদের মূল্যায়ন আজও পূর্ণ হয়নি। এই পরিষদের ইতিহাসে এঁদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এঁদের কর্মের মূল্য ছিল অপরিসীম। চকলকুমার সেনও সেই ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। অকালে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত না হলে তিনি এই পরিষদকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারতেন তাঁর পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা দিয়ে। ভবিষ্যতে পরিষদের কর্মীদের মধ্যে পরিষদের প্রতি তাঁর ভালবাসা, তাঁর নিষ্ঠা দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকবে; আর তাঁদের মধ্য দিয়েই যে চকল বেঁচে থাকবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

---

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট ও বি লিব উত্তীর্ণ সকল চাকুরী প্রার্থী ব্যক্তিদের অনতিবিলম্বে এ্যাম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যোগাযোগ করে নাম তালিকাভুক্তির জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত জানান যাচ্ছে যে কলকাতা ও ২৪ পরগণায় শীঘ্রই বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ হবে বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারে।

২১।৮।৮০

কৃষ্ণপদ মজুমদার
সম্পাদক
ছাত্র সংযোগ উপসমিতি

# গ্রন্থ সমালোচনা

## অনেক

**আলোচ্য গ্রন্থের বিবরণ :**

ব্যবহারিক ক্যাটালগিং। মোহম্মদ নিয়ামত উল্লাহ। প্রকাশক মালেকা পারভীন। রাজশাহী, বাংলাদেশ। ১৯৭৯। মূল্য বার টাকা।

**গ্রন্থের আয়তন :**

মোট ৫০ পৃষ্ঠায় বই। তার মধ্যে পাঠ্যাংশ ৪৩ পৃষ্ঠা, বাকি ৭ পৃষ্ঠায় আছে শব্দ সংজ্ঞা, সাহায্য গ্রন্থের তালিকা এবং নির্ঘণ্ট।

**বাংলায় লেখা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা :**

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কেও গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুবই কম। আমরা সকলেই চাইছি যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হোক। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থটি ছোট এবং ওপার বাংলায় প্রকাশিত হলেও বাংলায় লেখা বলেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বিশেষ করে এখন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা কাঙ্খিত পরিবর্তন আমাদের মধ্যে হতে চলেছে এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুমতি পাওয়া গেছে।

**গ্রন্থকার পরিচিতি :**

গ্রন্থের লেখকের গ্রন্থাগারে কাজের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে। শুধু তাই নয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পাঠক্রমে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদানের অভিজ্ঞতাও আছে। লেখক নিজে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা অনুভব করেছেন। সূচীকরণের একটি সহায়িকা গ্রন্থ হিসাবে গ্রন্থটি কাজে লাগুক এমন একটি উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচিত।

**গ্রন্থে আলোচিত বিষয় :**

মোটামুটি ভাবে সূচীকরণের বিভিন্ন দিক এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। যেমন—গ্রন্থাগার ক্যাটালগ; ক্যাটালগের কার্য্যাবলী, স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য; ক্যাটালগের বৈহিক গঠন; ক্যাটালগের প্রকার ভেদ; পাঠোপাদান রূপ করা হইতে পাঠ কক্ষে পাঠানো পর্যন্ত করণীয় প্রক্রিয়া; ব্যবহারিক ক্যাটালগ প্রয়োগ ও পরীক্ষা; কার্ডে ইণ্ডেন্টেশন এবং ব্যবধান; লিখনের প্রয়োজনীয়তা ও শ্রেণী বিভাগ—নিয়মাবলী এবং নমুনা সহ বিভিন্ন প্রকারের লিখন; পুস্তকবাদে বিশেষ সংগ্রহ সমূহের ক্যাটালগ—ক্যাটালগিং সমস্যা—প্রস্তুত প্রণালী; সেলফ্ লিষ্ট এবং কাইলিং ইত্যাদি

**বাংলা প্রতিশব্দের সমস্যা :**

বাংলায় গ্রন্থ রচনার মূল সমস্যা ইংরাজী শব্দের পরিবর্তে উপযুক্ত বাংলা প্রতি শব্দের ব্যবহারে। আমাদের দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য কিছু কিছু বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হই। ফলে কিছু প্রতিশব্দের সৃষ্টি এবং চলন ইতিমধ্যে হয়েছে। যে সব ইংরাজী শব্দের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়নি সেই সব ক্ষেত্রে আমরা ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করে থাকি। নতুন কোন বাংলা শব্দ ব্যবহার করলে যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় এইজন্যে সেই শব্দের সঙ্গে ইংরাজী শব্দটিও আমরা বন্ধনির মধ্যে দিয়ে দিই। বর্তমান লেখকও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যেমন :—

(ক) বাংলা প্রতিশব্দের সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী শব্দের ব্যবহার

| | বাংলা শব্দ | ইংরাজী শব্দ |
|---|---|---|
| (১) | ছাপা ক্যাটালগ | (Printed catalogue) |
| (২) | পুস্তক আকার ক্যাটালগ | Book catalogue) |
| (৩) | লেখক ক্যাটালগ | (Authour catalogue) |
| (৪) | অভিধান ক্যাটালগ | (Dictionary catalogue) |
| (৫) | শ্রেণী বা বর্গ ভিত্তিক ক্যাটালগ | (Classified catalogue) |
| (৬) | বর্গীকরণ | (Classification) |
| (৭) | তালিকাকরণ | (Cataloguing) |

| | | |
|---|---|---|
| (৮) | মলাটের নাম | (Cover title) |
| (৯) | নামের পাতা | (Title page) |
| (১০) | চলতি বা পাতার শীর্ষক নাম | (Running title) |
| (১১) | ঝাপ | (Indention) |
| (১২) | তাক্ তালিকা | (Shelf list), ইত্যাদি |

(খ) যেসব ইংরাজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ লেখক ব্যবহার করেন নি

| | বাংলা হরফে লেখা ইংরাজী শব্দ | ইংরাজীতে লেখা ইংরাজী শব্দ বন্ধনীর মধ্যে |
|---|---|---|
| (১) | ক্যাটালগ | (Catalogue) |
| (২) | ক্যাটালগিং (গ্রন্থের নামেও ব্যবহার করেছেন) | (Cataloguing |
| (৩) | কার্ড ক্যাটালগ | (Card catalogue) |
| (৪) | শীফ ক্যাটালগ | (Sheaf Catalogue) |
| (৫) | এক্সেসনিং | (Accessioning) |
| (৬) | ফাইলিং | (Filing) |
| (৭) | ইউনিট কার্ড | (Unit Card) |
| (৮) | কোলেশন | (Collation) |
| (৯) | কর্পোরেট | (Corporate) |
| (১০) | ট্রেসিং | (Tracing) |

জোর করে বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি না করে লেখক যখন কোন ইংরাজী শব্দের উপযুক্ত বাংলা শব্দ খুঁজে পাননি তখন বিনা দ্বিধায় ইংরাজী শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থ শেষে কিন্তু একটি শব্দকোষ (glossary) দিতে লেখক ভুল করেননি এবং শব্দকোষে এমন কোন কোন ইংরাজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে যে বাংলা শব্দগুলি পাঠ্যাংশে ব্যবহার করেননি। লেখক যখন বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করবার দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলায় গ্রন্থটি লিখেছেন (বাংলা গ্রন্থের গ্রন্থাগারের যা করা উচিৎ) তখন তিনি একটু কষ্ট করে কিছু কিছু ইংরাজী শব্দ যেগুলির উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দের সৃষ্টি হয়েছে এবং কিছুকাল যাবৎ ব্যবহৃত হচ্ছে এমন শব্দগুলি পাঠ্যাংশে ব্যবহার করলে ভাল করতেন। যেমন গ্রন্থের নাম করলেই বেশ ধাক্কা খেতে হয়। বইটির নাম ব্যবহারিক ক্যাটালগিং। যদি Practical অর্থে ব্যবহারিক শব্দটি ব্যবহার করা সম্ভব হয় ক্যাটালগিং অর্থে তালিকাকরণ বা সূচীকরণ শব্দটি ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। বিশেষ করে যখন লেখক নিজেই তাঁর শব্দকোষে ৪৫ পৃষ্ঠায় ক্যাটালগিং এর বাংলাপ্রতিশব্দ তালিকাকরণ শব্দটি দিয়েছেন। সুতরাং Catalogue অর্থে সূচী বা তালিকা এবং Cataloguing অর্থে সূচীকরণ বা তালিকাকরণ বহুল ব্যবহৃত দুটি প্রতিশব্দের সঙ্গে আমরা বাঙালীরা সকলেই বিশেষ পরিচিত। এমন আরও উদাহরণ দেওয়া যায় যে সবক্ষেত্রে লেখক শব্দ কোষে বাংলায় প্রচলিত প্রতিশব্দের উল্লেখ করেছেন কিন্তু পাঠ্যাংশে ব্যবহার না করে ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করেছেন।

প্রতিশব্দের জন্য এবং সংজ্ঞার জন্য লেখক যে সব গ্রন্থাদি ব্যবহার করেছেন সেইসব গ্রন্থের তালিকায় রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান' গ্রন্থটির উল্লেখ আছে। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বাধিক গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব রাজকুমারবাবুর। বিশেষ করে অভিধানটি রচনায় প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনিই পথীকৃতের কাজ করেছেন। নিয়ামত উল্লাহ মহাশয় এমন একটি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েও কেন যে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের দিকে যথাযথ নজর দেননি তিনিই ভাল জানেন।

## নমুনা সংলেখ ও সূচীকরণের নিয়মাবলী (Code)

ব্যবহারিক সূচীকরণের কোন গ্রন্থ প্রণেতাকে অবশ্যই বিভিন্ন সংলেখ বোঝাবার জন্য নমুনা সংলেখ করে দেখাতে হয়, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক (Text book) বা সহায়িকা গ্রন্থ Hand book) জাতীয় গ্রন্থে নমুনা সংলেখের ব্যবহারের ফলে এই সব গ্রন্থ ব্যবহারিক সূচীকারকদের বিশেষ কাজে লাগে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক কিছু কিছু নমুনা সংলেখ দিয়ে ভালই করেছেন। কিন্তু সংলেখ প্রস্তুত করার জন্য কোন্ নিয়মাবলী (Code) ব্যবহার করেছেন গ্রন্থ ভূমিকায়

তা বলে দেওয়া উচিৎ। যদিও লেখক তা বলেন নি নমুনা সংলেখ বিচার করে মনে হয় ১৯০৮ সালের Anglo American Code ব্যবহার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৪৯, ১৯৬৭ এবং ১৯৭২ সালে আমরা যথাক্রমে ALA Code, AACR-1 এবং AACR-2 পেয়ে গেছি। তবুও নতুন কোন ব্যবহারিক সূচীকরণের গ্রন্থে যা ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত কেন যে ১৯০৮ সালের নিয়মাবলী অনুযায়ী সংলেখ প্রস্তুত করা হয়েছে তার সপক্ষে লেখক তাঁর বক্তব্য আমাদের জানান নি। হয়ত লেখক বাংলাদেশে যে সব অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে পরিচিত এবং যে সব পাঠক্রমের সঙ্গে জড়িত সেই সব গ্রন্থাগার এবং পাঠক্রমে এখনও AA Code এর প্রচলন আছে এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি রচিত করেছেন।

## চিত্রণ (Illustrative matters)

ইংরাজীতে চিত্রণের বিষয়গুলির (Illustrative matters) আলাদা আলাদা নাম আছে। বাংলায় লেখা সূচীকরণের গ্রন্থে প্রতিটির বাংলা প্রতিশব্দ বলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ১৫ পৃষ্ঠায় লেখক যেখানে 'কোলেশন' সংক্রান্ত নিয়মের উল্লেখ করেছেন সেখানে বাংলা প্রতিশব্দগুলি বলে দেননি। লেখক একথাও উল্লেখ করেন নি যে যদি চিত্রিত বিষয়গুলি একাধিক একলজে কোন গ্রন্থে থাকে সেক্ষেত্রে কি নিয়মে ৩টিটি বিষয়কে সংলেখে লিখতে হবে। তিনি 'Illustration' অর্থে 'চিত্রিত' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'Map' অর্থে 'ম্যাপ'ই ব্যবহার করেছেন। মানচিত্র ব্যবহারে আপত্তি কি ছিল? এবং নমুনা সংলেখে দুই বা ততোধিক চিত্রিত বিষয়ের উল্লেখ এড়িয়ে গেছেন।

## লিখনের প্রধান অঙ্গ (Body of the Entry)

বাংলায় সূচীকরণের আর এক সমস্যা লিখনের প্রধান অঙ্গে গ্রন্থনামের পর গ্রন্থকারের নাম কি ভাবে লেখা হবে। ইংরাজীতে আমরা লিখি Title, by Author. আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিভিন্ন নমুনা সংলেখে এই সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন সমাধান দিয়েছেন হয়ত অজ্ঞাতসারেই। যেমন :—

উদাহরণ ১ : ১৮ পৃষ্ঠা — কামিনীমোহন সাহা ও অন্যান্য উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান, কৃত কামিনীমোহন সাহা; আবদুল কালাম ও মনিরুদ্দিন প্রামাণিক।

উদাহরণ ২ : ২০ পৃষ্ঠা — হাণ্টার, উইলিয়ম।
দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, আবদুল মওদুদ অনূদিত।

উদাহরণ ৩ : ২৭ পৃষ্ঠা — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
নূরজাহান ও সাজাহান, মনিরুজ্জমান সম্পাদক।

প্রথম উদাহরণে 'কৃত' কথাটি ইংরাজী 'By' শব্দের মত গ্রন্থনামের পরেই ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণের মত গ্রন্থকারের নামের পরে ব্যবহার করলে একই নিয়ম (uniform rule) সবক্ষেত্রেই দেখান হোত। সূচীকরণে যা অবশ্যই করণীয়।

## সংক্ষিপ্ত শব্দ তালিকা (List of abbreviated terms)

সংলেখে কোন কোন শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করার নিয়ম আছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সংক্ষিপ্তরূপের ব্যবহারও করেছেন। যেমন—

| সম্পূর্ণ রূপ | সংক্ষিপ্ত রূপ |
|---|---|
| সম্পাদক | সঃ |
| অনুবাদক | অনুঃ, ইত্যাদি। |

যেসব কিছু শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করবার বিধি সূচীকরণ নিয়মাবলীতে আছে। বাংলার সেই সব শব্দের মধ্যে যেগুলির ক্ষেত্রে শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করলে ভাল হয় এই গ্রন্থের লেখকের কাছে আশা করা অনুচিত নয়। এই ধরনের একটি তালিকা গ্রন্থে থাকলে ভাল হোত।

## পুস্তকভিন্ন অন্যান্য বিশেষ সংগ্রহের সূচীকরণ (Cataloguing of non-book materials)

গ্রন্থছাড়া অন্যান্য বিষয়ের সূচীকরণের সমস্যা আরও

জটিল। সেইসব সমস্যাও লেখক অতি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন মাত্র ৯ পৃষ্ঠায়। এত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সূচীকরণের জন্য সূচীকারকের কতখানি কাজে লাগবে জানি না। এই বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থে লেখক বিষদভাবে আলোচনা করলে ভাল করবেন।

উপসংহার

আরও নানাবিষয়ে আলোচনা করে দেখান যায় কি কি করলে গ্রন্থটি আরও মূল্যবান হোত এবং সত্যিকারের একটি সহায়িকা গ্রন্থ হিসাবে সূচীকারকদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগতে পারত। আশা করি পরের কোন সংস্করণে লেখক নিজেই উপযুক্ত পরিমার্জন ও পরিবর্তন করে গ্রন্থটিকে সূচী-কারকদের একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থে পরিণত করে তুলবেন। কোথাও কোথাও ভাষার যে আড়ষ্টতা আছে আশা করি পরবর্তী সংস্করণে তা থাকবে না। যেমন ৪২ পৃষ্ঠায় তার তালিকার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে লিখেছেন "ইহা—কোন একটি নির্দিষ্ট বইয়ের জন্য যে তার সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইতে।"

লেখকের প্রথম উদ্যোগ হিসাবে গ্রন্থটির আমরা বহুল প্রচার ও ব্যবহার কামনা করছি। এবং লেখকের এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমাদের এই বঙ্গের হিসাবে গ্রন্থটির ১২ টাকা দাম একটু বেশী বলেই মনে হয়েছে। আরও কম দাম হলে হয়ত যাদের দিকে চেয়ে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে তাঁরা ব্যক্তিগত সংগ্রহে গ্রন্থটি রাখতে আগ্রহী হতেন।

---

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ৮০ ( রবিবার ) বেলা ১২ ঘটিকায় ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার শাখা কমিটির জেলা সম্মেলন বেলঘরিয়া প্যারিমোহন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার, ৮৭ কিডার রোড, বেলঘরিয়া ; ২৪ পরগণা ( কলিকাতা-৭০০০৫৬ ) অনুষ্ঠিত হ'বে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আলোচ্যসূচী :—

১। ২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা।
২। এ্যাড-হক কমিটির বার্ষিক বিবরণ ও হিসাব পত্র।
৩। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ২৪পরগণা জেলা কমিটি গঠন।
৪। বিবিধ প্রস্তাব।
৫। বিবিধ।

[ প্রস্তাবগুলি অন্ততঃ ২২-৯-৮০ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাতে হবে। উপস্থিত সদস্যগণকে আহার বাবদ জন প্রতি ২·০০ টাকা দিতে হবে ]

বিনীত—
গুরুশরণ দাশগুপ্ত
সম্পাদক
২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার
শাখা কমিটি।

# পরিষদ কথা

## শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতি

গত ১০ই এপ্রিল '৮০ সন্ধ্যায় শান্তিদেব ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতির সভা পরিষদ-ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

উপসমিতির কর্মসচিব অশোক বসু বলেন, শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতির জেলাস্তরেও সাব-কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই কার্যক্রম পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত। তিনি আরও জানান যে বেসরকারী কলেজেও সম্বর UGC বেতনক্রম চালু করা হবে।

সভায় শশাঙ্ক বাগচী ও সুরেন সরখেল উত্তরেই সরকারী ও বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে UGC বেতনক্রম চালু করার ব্যাপারে সরকারী দীর্ঘসূত্রতার তীব্র সমালোচনা করেন, এবং এও বলেন যে, আমরা এ ব্যাপারে পূর্বে যে অবস্থায় ছিলাম এখনও সেখানেই আছি, কোনভাবেই অগ্রসর হওয়া যায় নি। আমাদের অত্যন্ত সহায়ক সরকার হলেও এই গড়িমসি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

আবদুল মোমিন মিঞা বলেন, বিভিন্ন কলেজের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন যে কলেজগুলির ক্ষেত্রে BLA-র যথাযথ কর্তব্য ঠিকমত করা হচ্ছে না, এবং বিভিন্ন কলেজ গ্রন্থাগারিকরা BLA-র বর্তমান ভূমিকায় নিন্দা করে বলেও সভায় তিনি জানান। Standard বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রচলনের ব্যাপারে এখনি উদ্যোগ নেবার প্রয়োজন বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিভুক্তগণ কর্মীদের কেন Academic staff বলে গণ্য করা হবে না?

১০ই মার্চ ১৯৮০ পর্যন্ত কর্মসচিব রামরঞ্জন সাহা UGC-র বক্তব্যের খেলা করেন। ঐ বক্তব্য তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, গ্রন্থাগারিকদের তাঁরা শিক্ষকদের সমতুল ভাবছেন না, যদিও পূর্ববর্তী পরিকল্পনা বছরগুলিতে শিক্ষকদের সমতুল বলে গণ্য করা হোত। সাহা সভায় কাছে তাঁর এই Report রাখেন।

সরকারী বেসরকারী কলেজে অনতিবিলম্বে UGC বেতনক্রম চালু করার ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা এখনি গ্রহণ করা হোক :—

(১) রাষ্ট্রপতি কমিটির কাছে অবিলম্বে একটি Deputation দেওয়া।

(২) শিক্ষামন্ত্রীর নিকট ও পুনরায় Deputation দেওয়া ও অনতিবিলম্বে সরকারী নির্দেশ কলেজগুলিতে পাঠাবার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পরিষদ অনুরোধ জানানো।

(৩) কলেজে কলেজে দাবী সপ্তাহ পালন করার জন্য BLA থেকে অনুরোধ জানানো।

(৪) জেলাস্তরে জেলা শাসকদের সাথে দেখা করে আমাদের মনোভাব জানিয়ে দেওয়া, যাতে সরকারের নজরে পড়ে।

মিঞা পুনরায় বলেন, স্বার্থপ্রতিম সংগঠনগুলোকে নিয়ে BLA-র মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিভুক্তগণ কর্মীদের সংগঠিত করে একটি সংগঠনের মাধ্যমে UGC বেতনক্রম, মর্যাদা ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সামগ্রিক ভাবে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। যাদবপুর, কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের পদগুলিও দীর্ঘদিন খালি পড়ে আছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। শূন্য পদ পূরণের জন্য দাবী জানাবার কথা তিনি বলেন।

সভাপতি ভট্টাচার্য বলেন, কোন কলেজকে Affiliation দেবার সময় visiting team-এ কোন বৃত্তিভুক্তগণ গ্রন্থাগারিক থাকেন না, এই ব্যাপারে CU Statute এ যাতে অবশ্যই Provision (সংস্থান) থাকে তার জন্য চেষ্টা চালানো হোক।

Ploytechnic কলেজগুলিতে Staff Pattern-এর

ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে এই সভা অনুরোধ জানাচ্ছে।

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, বর্তমানে যেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বৃত্তিভুক্তশ্রেণী গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিভিত্তিক পদনাম দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরেও অত্যন্ত জরুরী এই বৃত্তিভিত্তিক পদনাম না হওয়ায় চক্রবর্তী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গতঃ গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ বলেন এই পদনামের জন্য বর্তমানে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে UGC বেতনক্রম প্রবর্তনের জন্য BLA দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে তার থেকে সরে আসার কোন প্রশ্নই আসে না। সভায় গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ বলেন Officers'দের সাথে এক করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকস্তরে যে বেতনক্রম চালু করা হয়েছে তা UGC ১০০০-১৩০০ থেকে বেশী। সুতরাং যাঁরা স্থানীয় ১০০০-১৬০০ বেতনক্রমের সুবিধা ভোগ করছেন তাঁরা কি এখন ১০০০-১৩০০ নিতে রাজী হবেন?

সভাপতি বলেন—শিক্ষক সমস্যা থেকে যে বিচ্যুতি ঘটেছে তাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বিবিধ (১) আগামী সম্মেলনের পর June এর মাঝামাঝি থেকে বৃহত্তর কোন আন্দোলনের জন্য কার্যকরী সমিতি যাতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা নিতে এই সভা অনুরোধ জানাচ্ছে।

(২) বঙ্গবাসী কলেজের ব্যাপারে সমীর লালদার লিখিতভাবে জানালে সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে,

(৩) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বৃত্তিভুক্তশ্রেণী ও অবৃত্তি ভুক্তশ্রেণী কর্মীদের Job allocation হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলে সভাপতি ভট্টাচার্য মৃদুভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন।

(৪) সভায় প্রদীপ চৌধুরী বলেন UGC বেতনক্রমের ব্যাপারে আমরা একটা শেখানো বুলির মতই এটাকে আওড়ে যাই পক্ষান্তরে পরিষদের দীর্ঘ ইতিহাসে এ ধারার চূড়ান্ত পরিণতির দিকটা অপূর্ণ থেকে গেছে। বর্তমানে এই বিষয়ে আমাদের ভেতরও নানা মত পার্থক্যের কথা শোনা যায়। এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

চৌধুরী আগামী ৩৬তম সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের সপক্ষেও বক্তব্য রাখেন।

## সাধারণ গ্রন্থাগার কমিটি

বিগত ২৬শে মে, ১৯৮০ সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় পরিষদ ভবনে সাধারণ গ্রন্থাগার কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্বেন্দু প্রামাণিক। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পর্ষৎ এর পরিকল্পনা অনুসারে কলিকাতা জেলায় সাধারণ ও স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগারগুলির স্থাননির্ণয় এবং উন্নতিকল্পে আর্থিক অনুদান প্রদান। সভায় কলিকাতা ও অন্যান্য জেলা থেকে মোট ১২৫ জন যোগদান করেন। প্রথমে উক্ত কমিটির আহ্বায়ক বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় সভার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। পরিষদ সচিব রামকৃষ্ণ সাহা বিগত কয়েক বৎসরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। পরিষদের সহঃ সভাপতি প্রবীর রায় চৌধুরী রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষৎ এর কর্মসূচীর পূর্বাপর বিবরণ রাখেন। সভায় ভাষণ রাখেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল শেঠ, প্রবীরকুমার সাহা, বিশ্বনাথ ব্যানার্জি, নিমাই ঘোষ, নির্মল ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্র আচার্য, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোতোষ ঘোষ, উৎপল সাহা, শ্যামল গুপ্ত, প্রভৃতি—গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব, গ্রন্থাগারিকও অন্যান্য কর্মী নিয়োগ, খোলার সময়, হিসাব রাখার পদ্ধতি, টেকনিক্যাল গ্রন্থাগার, সহকারী কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা অনুদান ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশ্ন ও আলোচনা করেন। প্রশ্নগুলির উত্তর দান ও আলোচনা করেন প্রবীর রায় চৌধুরী। সভা শেষে সভাপতি এবং পরিষদ সচিব উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

### হাওড়া জেলা শাখা

গত ২৪ মে আমতা পাবলিক লাইব্রেরী ভবনে হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাধীন্দ্রকুমার কোলে এম এল এ জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিবপদ সেনগুপ্ত এবং গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

### দার্জিলিং জেলা শাখা

শিলিগুড়িতে অবস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সাব ডিভিশনাল লাইব্রেরীতে ৪র্থ বার্ষিক জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২৯ মে।

সম্মেলনের সূচনায় বীরেন চন্দ সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট-এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানানো হয়, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য। রিপোর্ট-এ আরো বলা হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে দীর্ঘদিনের আন্দোলন, তার এক ঐতিহাসিক জয় সূচিত হয়েছে এই আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে। সামান্য সংশোধন সহ সম্পাদকীয় রিপোর্টটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

### পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা

বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩য় বার্ষিক জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২১ জুন। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি সুজিতকুমার রায়। এই সম্মেলনে পর্যবেক্ষকরূপে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব রামকৃষ্ণ সাহা ও যুগ্ম কর্মসচিব অশোক বসু। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেন। সম্মেলনে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

### মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

কান্দী সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে কান্দী পৌর সদনে জেলা শাখার ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২৯ জুন। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী। জেলা শাখার সভানেত্রী কণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পরিষদের সাধারণ কর্মসচিব রামকৃষ্ণ সাহা। বিভিন্ন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর গঠনমূলক আলোচনা করেন।

# গ্রন্থাগার সংবাদ

## সবুজ গ্রন্থাগার, হাওড়া

২৭ এপ্রিল গ্রন্থাগার পরিচালিত 'শিশু উৎসব' উপলক্ষে 'কবাডি' প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের পাঠ্যপুস্তক বিভাগের উদ্বোধন উক্ত দিবসের একটি বিশেষ উল্লেখ্য বিষয়। উদ্বোধন করেন অরুণনাথ পাল।

১৮মে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়।

## শ্রীরামপুর তরুণ সংঘ পাঠাগার, বর্দ্ধমান

গত ৮মে গ্রন্থাগারের ২৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয়। গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মহাদেব ঘোষ এই গ্রন্থাগারের জনসেবার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। ৩৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কার্য-বিবরণী বিশেষ গুরুত্ব সহ এই সভায় আলোচিত হয়।

## সুবার্বণ লাইব্রেরী ও নলিনী স্মৃতি ক্লী রিডিং রুম কোলকাতা

গত ২৭শে মে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ১৯৮০-৮১ সালের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে অরবিন্দ রায় ও সিদ্ধার্থ ঘোষ।

## তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন, মেদিনীপুর

গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২০মে। সভাপতি ও সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হয়েছেন যথা-ক্রমে রামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ ভৌমিক।

## তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর

রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী পালিত হয় গত ২৯ জুন। সভায় পৌরোহিত্য করেন বসিরুদ্দিন সরকার।

গত ১ জুলাই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। জেলা গ্রন্থাগার অধ্যক্ষ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য উভয় মনীষীর ওপরেই জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

## তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার, ২৪ পরগণা

গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগারিক নারায়ণপ্রসাদ সুর চঞ্চলকুমার সেনের প্রয়াণে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবকে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন।

পরিষদকথা ও গ্রন্থাগার সংবাদ সংকলন করেছেন
অসীমকুমার ঠাকুর

## ॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচনের সূত্র পান।

### বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : শেষ মলাট | ৩০০ | ৪০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট | ২৫০ | ৩৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | ১২৫ | ২০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ | ২০০ | ৩০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | ১০০ | ১৫০ |
| ¼ পৃষ্ঠা : ঐ | ৫০ | ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি. ৭৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

ফোন : ৩৯-৩৫৬৬

## ॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ড: বিমল দত্ত— রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—৫·০০

ড: অনিতা ওহদেদার— গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য— ৪·০০

বাণী বসু (সঙ্কলন)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১। মূল্য—৫·০০ [ বাঁধানো ১০·০০ ]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদক ও গৃহীত প্রস্তাব সমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম—৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

Annual Price Rs. 20·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO, WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 30 : No. 3

June-July, 1980

# GRANTHAGAR

*( The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal )*

CENTRAL LIBRARY

8 S SEP 1980

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

*Published by* : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association: Central Library, Calcutta University, Cal—73

*Printed by* : Sourendramohan Gangopadhyay at the Bangabasi Ltd. 20, Patuldanga Street, Calcutta—700 009

*Editor* : Arun Ro[illegible]

*If undelivered please return to*
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪ | সম্পাদক : অরুণ রায় | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮৭

## সূচী

সম্পাদকীয় ১৮
ইয়াসলিক ইতিবৃত্ত—গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১
গ্রন্থাগার শিক্ষান সম্বন্ধে অভিনব উদ্যোগের প্রশ্নের জবাবে—সুধাংশুলাল চক্রবর্তী ১০২
রেকারেন্স মেটিরিয়ের প্রকৃতি এবং প্রয়োগ কৌশল—দীপককুমার রায় ১০৫
ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারের সার্বজনীনতা ও ব্যাপক বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?—অরুণকুমার সরকার ১০৯
গ্রন্থাগার ও বিচিত্র রুচির পাঠক—বীরেন্দ্রকুমার চন্দ ১১১
পরিষদ কথা ১১৪
চিঠিপত্র ১১৫
স্কুলের গ্রন্থাগারিক সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশনামা ১১৭

CALCUTTA

# গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

## বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সে অধ্যাপক ( অবৈতনিক ) পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। নিম্নলিখিত তথ্যসহ আবেদন পত্র কর্মসচিব, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির নিকট ১৫ নভেম্বর ১৯৮০ এর মধ্যে পাঠাইতে হইবে। ন্যূনতম যোগ্যতা (ক) গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা ( প্রথম শ্রেণী বাঞ্ছনীয় ) এবং (খ) গ্রন্থাগারে কাজের ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

১। নাম

২। ঠিকানা

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা ( শ্রেণী ও শতকরা নম্বর )

৪। বৃত্তিগত যোগ্যতা ( - - - )

৫। অন্যান্য যোগ্যতা (Extra curricular activities)

৬। গ্রন্থাগারে কাজের অভিজ্ঞতা
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম
(খ) পদ (Post)
(গ) সময় দীর্ঘ (Duration)

৭। কোন গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য কিনা
(ক) পরিষদের নাম
(খ) সদস্যপদ গ্রহণের তারিখ

৮। প্রকাশিত বৃত্তিগত রচনার তালিকা

হিরণ কুমার দত্ত
কর্মসচিব, শিক্ষণ উপসমিতি

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪ · সম্পাদক : অরুণ রায় শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮০

# সম্পাদকীয়

আগামী ২৩ থেকে ২৬ শে অক্টোবর '৮০ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীস এণ্ড ইনফরমেশন (IASLIE) সেণ্টারস্ তাঁদের নবম সেমিনার অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছেন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এই সেমিনারে আলোচ্য বিষয় দুইটি :

(১) প্রযুক্তি বিদ্যা গবেষণাতে তথ্যকেন্দ্র সমূহের ভূমিকা।

(২) ভারতে গ্রন্থাগার উন্নয়নে জাতীয় ও প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের ভূমিকা।

ইয়াসলিকের পক্ষে তথা গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। ইয়াসলিকের এবার ২৫ বৎসর পূর্ণ হবে। ঘটনা ক্রমে নাগপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগও এবার ২৫ বৎসর পূর্ণ করবে। উক্ত সেমিনারের শেষ দিন, অর্থাৎ ২৬ শে অক্টোবর সেজন্য বিশেষ ভাবে নির্ধারিত করা আছে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে বিগত ২৫ বৎসর ভারতে বিশেষ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইয়াসলিক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মত বিনীময় ও পরিচিতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আজ ইয়াসলিকের প্রতিনিধিত্বের ডাক আসে। ভাবতে ভাল লাগে ইয়াসলিকের সম্পাদক যখন বলেন—মালদহের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অনুষ্ঠিত চিন্তা বিকশিত হয়ে মেদিনীপুর ঘুরে পটাশপুরে বিশেষ ভাবে বড় বড় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে। আবার একথা শুনে যখন কতিপয় নিন্দক একে ইয়াসলিক সম্পাদকের ঢাক পেটান বলে, তখন তারা ভুলে যায় যে : (১) ইয়াসলিকের বর্তমান সম্পাদক একদা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও সম্পাদক ছিলেন ; (২) এখনও অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন ; (৩) মূলত এই যোষনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিজয় ঘোষনা।

যাই হোক কথায়তে ফিরে আসা যাক। এসময়ানেত হয়ে ডি এল আই ঘুরে কলেজ ষ্ট্রীটে এলবার্ট হলের ঘরটি থেকে যে সংগঠন যাত্রা শুরু করেছিল, কিছু কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে আর ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিকতায় সেই সংগঠন আজ নিজস্ব ত্রিতল ভবনে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলতে পেরেছে এটা গ্রন্থাগার বৃত্তিজীবী সকলেরই আনন্দের বিষয়।

আজ দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে সর্বভারতীয় অপর সংস্থাটি আছে, তার প্রতিশ্রুত ভূমিকা আশানুরূপ নয়। ফলে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে

কোন ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস লক্ষিত হয় না। দীর্ঘকাল ধরেও প্রত্যাগার আন্দোলনের পরেও মাত্র ৭টি রাজ্যে প্রত্যাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। ইয়াসলিক এযাবৎকাল যদিও মুখ্যত প্রত্যাগার আন্দোলনের ও তদ্বগত উন্নতির প্রয়াসই করে এসেছে, তবুও এযাবকার সেমিনারের দ্বিতীয় বিষয়টির অংশ বিশেষ প্রত্যাগার আন্দোলনে সার্বিক ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার উপর। ভবিষ্যতে যদি ইয়াসলিকের নেতৃত্বে সারাভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সহ সার্বিক প্রত্যাগার আন্দোলন গড়ে তুলা যায়, অন্তত পক্ষে বিশেষ প্রত্যাগারগুলিকে ও যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনের সূত্রপাত করা যায় তবে নূতন দিক নির্দেশ হতে পারে।

ইয়াসলিকের রজত জয়ন্তী বর্ষে আমরা আশা করে থাকব সেই দিনের দিকে চেয়ে যেদিন এই সংগঠন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা করে প্রত্যাগার আন্দোলনকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রতী হবে। আজ ইয়াসলিক প্রাথমিক আঘাত কাটিয়ে উঠে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গীয় প্রত্যাগার পরিষদের সঙ্গে এই সংগঠনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে হবে। এই দুই সংগঠনের মিলিত প্রয়াস ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় স্তরে প্রত্যাগার আন্দোলনকে প্রসারিত করে নিয়ে যেতে পারবে অভিষ্টের দিকে। ইয়াসলিক দীর্ঘজীবি হোক।

---

## "মস্কো" এনসাইক্লোপিডিয়া—

"মস্কো" হচ্ছে একটা একখণ্ডের রেফারেন্স বই। প্রকাশ করছেন, সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশন ভবন। এঁদের অধুনাতি এনসাইক্লোপিডিয়াগুলির মধ্যে এটি একটি নজিরবিহীন প্রকাশন। এর আকার "গ্রেট সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়ার মত হবহু এক, আর এটির বিষয় বস্তু হ'ল পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম রাজধানী এবং তাঁর অধিবাসী-বৃন্দ।

৪,০০০টি নিবন্ধ, ১২০০টি ছবি, এবং সর্বসাকুল্যে প্রায় ১০০টি ম্যাপ ও চার্ট এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিবন্ধগুলির এক-তৃতীয়াংশজুড়ে সহরটির সাধারণ, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রার উপর ভিত্তি করে রচিত।

এরপর আসছে, বর্ণানুক্রমিক ধারায় পরিবেশিত, বিভিন্ন সড়কগুলির উপর লিখিত প্রবন্ধগুলি। এটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হ'ল বিখ্যাত মস্কোবাসীদের সম্বন্ধে।

Source :
Moscow News
No. 20(2904) : May 18, 1980
Page 14

—নন্দদুলাল বসাক

(বিশেষ গ্রন্থাগার উপসংখ্যা)

# ইণ্ডাসলিক ইতিবৃত্ত

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার জগতে ইণ্ডাসলিক একটি অন্যতম নাম। শিল্প, বিজ্ঞান, গবেষণার উন্নতির জন্য ও জ্ঞানের চাহিদা মেটানোর জন্য এই সংস্থার জন্ম হয় ১৯৫৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ১২৫ জন সদস্য নিয়ে কিছু উৎসাহী গ্রন্থাগারিকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় (এর মধ্যে ১৮টি ছিল প্রতিষ্ঠানিক সদস্য।) ইণ্ডাসলিকের পুরো নাম ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীস অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেন্টারস (Indian Association of Special Libraries and Information Centres), সংক্ষেপে যার নাম ইণ্ডাসলিক। বর্তমানে সমস্ত বিশিষ্ট গ্রন্থাগারগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দশজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি এই সংস্থার সম্মানিত সদস্য। বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মী ইণ্ডাসলিকের সাধারণ সদস্য অথবা আজীবন সদস্য।

৩১ জন নির্বাচিত সদস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাউন্সিলের (Council) উপর ইণ্ডাসলিকের কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া আছে। এই কাউন্সিল-এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী নির্ধারণ করে। কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাতজন কর্মকর্তা ও চারজন সদস্য নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি ও একটি আর্থিক সংস্থা গঠিত হয় যারা সেই কর্মসূচী কার্যকর করেন। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কাউন্সিলের নির্ধারিত কার্যাবলীকে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভাগগুলি হল—তথ্যায়ন বিভাগ (Documentation)—শিক্ষা প্রকাশন ও প্রচার বিভাগ, গ্রন্থাগার ও সংবাদ সরবরাহ বিভাগ, ডকুমেন্টারী ফি-প্রোডাকশন বিভাগ ও অনুবাদ বিভাগ—বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা ও সংযোগ বিভাগ।

কলকাতায় ২৯১ সি আই টি ফিফ নম্বর ৬ এম, ক্যামুক স্ট্রীট কলকাতা ৪৯তে এর প্রধান কার্যালয়—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেটের কাছে রামকৃষ্ণ সমাধী রোড, ভাকঘরের পিছনে।

এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের কাজ করে—বই, পত্রিকা, পুস্তিকা, অধিবেশনের কার্যবিবরণ প্রকাশ করে। এর উল্লেখযোগ্য প্রকাশন হল—ধারাবাহিক প্রকাশন: যেমন,—

(১) ইণ্ডাসলিক বুলেটিন (Iaslic Bulletin) এটি ত্রৈমাসিক প্রকাশন। এই বুলেটিনে গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান ও তথ্যায়ন এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ওপর আলোচনা ও প্রবন্ধাদি থাকে এবং এটি সদস্যেরা বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন।

(২) ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী সায়েন্স এ্যাবষ্ট্রাক্ট (ISLA) এটিও ত্রৈমাসিক প্রকাশন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান ভাষায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সে সবের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৩) ইণ্ডাসলিক নিউজলেটার (Iaslic Newsletter) এটি মাসিক প্রকাশন। সদস্যেরা বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য নানা ঘটনা এতে লিপিবদ্ধ হয়।

ইণ্ডাসলিকের কিছু বিশেষ প্রকাশন আছে। এখন পর্যন্ত ১৭টি এরূপ বিশেষ প্রকাশন বেরিয়েছে। ১৯৫৭ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে তথ্যায়ন (Documentation) ও গ্রন্থবিদ্যা (Librarianship) বিষয়ক প্রায় ৩০টি বিভিন্ন সভার ওপর আলোচনা ও তাদের ওপর আয়োজিত সভার বিবরণ এগুলিতে পাওয়া যাবে।

এগুলি ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনের মধ্যে রয়েছে A. K. Mukherjee-র লেখা Fundamentals of special

Librarianship and Documentation (1969) নামে একটি Manual এবং A Directory of Special and Research Libraries in India (1962) নামে একটি Directory, কিছু পুস্তিকা, প্যাম্পলেট Pamphlet) ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিশেষ কিছু লেখাও প্রকাশিত হয়েছে।

Documentation-reproduction service এবং Technical translation খোলা হয় ১৯৫৮ সাল থেকে এবং গবেষকদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত তথ্যের ইংরাজী অনুবাদ Microfilm ও Photo কপিও করা হয় কোন লাভ না রেখে।

রুশ্যান, জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষাদান ব্যবস্থা ও কয়েক বছর ধরে Special Librarianship ও Documentation-এর স্নাতকোত্তর কোর্স চালু ছিল। শিক্ষণ বিভাগ উপযুক্ত স্থানাভাবে বন্ধ থাকে। ১৯৭৩ সালে British Council-এর সহযোগিতায় ছ' সপ্তাহের জন্য একটি Indexing course চালু হয়েছিল। গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থা যথাসময়ে চালু করার কর্মসূচীও এর আছে।

ইন্সটিটিউট প্রতিবছর অন্তত একটি সেমিনার ও কনফারেন্স-এর আয়োজন করে। গ্রন্থাগার ও তথ্যাগমের বর্তমান সমস্যা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা এখানে হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত ৭টি সেমিনার ও ১১টি কনফারেন্স দেশের বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশেষ গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত বিষয়ের আলোচনার প্রতি বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ১৯৭৭ সালে ৫ দিনের জন্য ১০০তম আলোচনাচক্র (Study circle) কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই সংস্থা শুধু যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কাজের মান উন্নয়নের চেষ্টা করছে তা নয়—গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নতির জন্যও বিশেষভাবে চেষ্টা করছে। এই জন্য স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গভর্নমেন্ট, বাণিজ্যিক সংস্থা ও গবেষণাগারে নিযুক্ত সব গ্রন্থাগারিক ও তথ্যপরিষেবকদের ইন্সটিটিউটে একত্রিত করা হয়। এইভাবে এই সংস্থা গ্রন্থাগার বৃত্তিকে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করছে।

এই প্রতিষ্ঠানের আয় প্রধানত: নির্ভর করে সদস্যদের দেয় চাঁদা ও প্রকাশনের বিক্রয়লব্ধ অর্থের ওপর। এ ছাড়া Department of Culture, Department of Science and Technology, Govt. of India এবং State Govt.-এর কাছ থেকে কোন বিশেষ কর্ম-পরিকল্পনার (Project) জন্য অনুদান পেয়ে থাকে। গত ২৩ বছর ধরে এই সংস্থা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে এসেছে এবং দীর্ঘদিনের কর্ম-পরিকল্পনা ও প্রকাশনের ব্যয়ভার নিজেই বহন করে এসেছে। এ ব্যাপারে সরকার অথবা অপর কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পায়নি।

আর্থিক ও সাংগঠনিক নানাবিধ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ইন্সটিটিউট এগিয়ে চলেছে তার উদ্দেশ্যের দিকে বিভিন্ন ধারায়। এর প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তানায়কদের চিন্তাধারা ও তাদের কলাকৃতিকে একত্র করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিকের সামগ্রিক উন্নতি করা। এই উদ্দেশ্যে ইন্সটিটিউট যাঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁদের প্রত্যেককে ইন্সটিটিউটের পতাকার তলায় আসতে আহ্বান জানাচ্ছে।

# গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতিপয় উন্নাসিকদের প্রশ্নের জবাবে

মুকুন্দ লাল চক্রবর্তী

কিছু কিছু লোককে বলতে শুনেছি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আবার বিজ্ঞান কোথায় আর এতে শেখার বা কি আছে? শুনতে বিস্ময় কর বলে মনে হলেও এই ভ্রান্ত ধারনা যেন কিছু লোকের মধ্যে বর্তমান। অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকের মধ্যে এ ধারণা সীমাবদ্ধ থাকলে বলার কিছু থাকত না, কারণ তাদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ধারনা বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সমাজে উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন বলে পরিচিত কিছু লোকের মুখেও এ কথা শুনতে পাওয়া যায়। ওঁদের মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বড় জোর একটা ব্যবহারিক বা হাতুড়ে প্রনালী (rule of thumb technique)। বিজ্ঞান বলতে যা বুঝায় তা নাকি এর ধারে কাছেও আসে না। অবাক হওয়ার অবশ্য কিছুই নেই। এই সেদিনও কতিপয় বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি উদ্ভিদ বিজ্ঞানকে লতাপাতা ও ফুলবিজ্ঞান বা পূর্তবিজ্ঞানকে কায়িগরী বিদ্যা বলে উপহাস করতেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে এ জাতীয় উন্নাসিকতা আজও আছে। বিংশ শতাব্দীতেও এই জাতীয় মধ্যযুগীয় মানসিকতার পশ্চাতে আছে শুধুমাত্র উদ্যমতার অভাব নয়, আছে হীনমন্যতা। গ্রন্থাগারিক আজ আর শুধু বইয়ের তত্ত্বাবধায়ক বা জিম্মাদার নন। উনবিংশ শতাব্দী থেকে গণতন্ত্র যুগ যুগান্তরে এগিয়ে চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে গণতন্ত্র বিকাশের মাধ্যম—বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই পশ্চিম দুনিয়ায় বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় গ্রন্থাগার সমাজ চেতনার প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠে। গ্রন্থাগারিকের কাজও তখন থেকেই আর বই দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই সীমিত থাকে না; তার কাজ আজ সুদূর প্রসারী।

তাই গ্রন্থাগারিকের একদিকে যেমন দরকার শিক্ষাগত উৎকর্ষ, তেমনি দরকার বৃত্তিগত কুশলতা। এই দুই এর সমন্বয় হলেই তিনি হবেন যোগ্য গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্বন্ধে মনীষী কার্নেগী যে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করছি—"I believe one of the greatest services Public libraries render is that they provide librarians who are both competent and willing to advise the serious students." গ্রন্থ নির্বাচন ক্ষেত্রে তিনি আরও বলেছেন, "When you want to learn something about a subject in which you are interested, do not turn to the first volume which you have heard named, or which professes by its title to deal exhaustively with the subject. Consult your teacher or any well-read friend, or the librarian of the nearest public library." এরপর গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

এখন দেখা যাক্ কেন আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলছি, আর কেনই বা একে হাতুড়ে বা ব্যবহারিক প্রণালী বলছি না। বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। যে জ্ঞান পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা নির্ণীত সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান। কাজেই বিজ্ঞান বহু পরিচিত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এরূপ একটি শৃঙ্খলিত জ্ঞান, এটি একটি বিজ্ঞান সম্মত বিষয়। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এরে কেন আমরা বিজ্ঞান বলছি। গ্রন্থবিদ্যার উপবিষয়গুলি যেমন বৈশেষিক গ্রন্থবিদ্যা (Analytic Bibliography), বিষয়মূল গ্রন্থপঞ্জী (Subject Bibliography ইত্যাদি আবার বর্গীকরণ (classification), বর্ণানুক্রমিক সূচী (Index) প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক। তাছাড়া বিজ্ঞানের মত এসব বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট আছে। শুধুমাত্র গ্রন্থাগারে কয়েক মাস শিক্ষানবিশি করে এসব বিদ্যা অর্জন করা যায় না।

কলকারখানায় শিক্ষানবিসি করে একজন বুদ্ধিমান লোক মোটামুটিভাবে প্রযুক্তি কৌশল অর্জন করতে পারেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনও যন্ত্র ঐ ভাবে কাজ করে কেন, আবার কেনই বা কখনও কখনও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদির কারণ তার পক্ষে কেবলমাত্র হাতে কলমে কাজ করে শেখা সম্ভব নয়। এসব জানতে হলে তাকে ঐসব বিষয়াঙ্গিক তত্ত্ব ও (theoretical knowledge) জানতে হবে। একজন বিজ্ঞানের ছাত্র যেমন একদিকে শেখে তার বিষয়াঙ্গিক তত্ত্ব তেমনি শেখে কিভাবে তা প্রয়োগ করতে হয়। তাই পরীক্ষাগারে বা গবেষণাগারে সে তা প্রয়োগ করে। একজন ভাবী গ্রন্থাগারিককেও তেমনি করেই শিখতে হয়। শুধুমাত্র গ্রন্থাগারে শিক্ষানবিসি করে সব শেখা সম্ভব নয়। তাই তাকে আসতে হচ্ছে কোনও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রে এবং যথারীতি বৎসরাধীককালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও মূল নীতিগুলি অনুশীলন করতে হয় ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও শিখতে হয়। যে কারণে ভাবী যন্ত্রশিল্পী বা যান্ত্রশিল্পীগণ যান যন্ত্রবিজ্ঞান বা পূর্তবিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রে, ঠিক সেই কারণেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা আসে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিদ্যালয়ে। কাজেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শুধুমাত্র হাতুড়ে প্রণালী নয়। অবশ্য কোনও কোনও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে তত্ত্ব বা মূলনীতি শিখবার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আবার কোনও কোনও কেন্দ্রের ঝোঁক ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর, দুইই ত্রুটিপূর্ণ।

আরও একটি কথা প্রায়ই শুনতে পাই কিছু কিছু উন্নাসিক লোকের মুখে যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে নাকি জ্ঞানের আধেয়, বা knowledge content কিছু নেই। তাই তাঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চমানের ডিগ্রী দেওয়ার বিরুদ্ধে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চমানের আধেয় অর্থাৎ knowledge content আছে কিনা দেখা যাক্। প্রথম ধরা যাক বর্গীকরণ, বর্গীকরণ মানে কি শুধুই বর্গীকরণ? তার পিছনে কি কিছুই নেই? বর্গীকরণের সূত্রপাত কখন কোথায় হয় এবং কেনই বা হয়; কি ভাবেই বা এর এত দ্রুত উন্নতি বা সম্প্রসারণ হল তাকি একজন গ্রন্থাগারিককে জানতে হয় না? তারপর ধরা যাক গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) লিখন কিভাবে এবং কেনই শুরু হয়েছিল, লক্ষাক্ষর ও মুদ্রাক্ষরের ক্রমবিকাশ, বইয়ের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, কলমের ইতিহাস, মুদ্রণ শিল্পের সূচনা ও উত্তোরত্তর উন্নতি কি শিক্ষার আধেয় হতে পারে না? শিক্ষার ইতিহাস (history of education), রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস, গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস বা ইতিহাসের ইতিহাস ও ইতিহাস নিয়ে যদি উচ্চশিক্ষার আধেয় হতে পারে তবে এ কেন হবে না? দৃষ্টান্ত আরও ভূরি ভূরি দেওয়া যায়। তারপর স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে আবার বিভিন্ন কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, মুদ্রিত রচনাদির নিরীক্ষণ (litiature survery) ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব কি knowledge content-এর আওতায় পড়ে না?

ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন চলে আসছে বহুদিন থেকে। বহু মনীষীর নাম ও এর সঙ্গে জড়িত। ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা এই আইন প্রণয়ন করেছি মাত্র কয়েকমাস আগে। কাজেই গ্রন্থাগারিকের কাজের দায়িত্ব ও শিক্ষাগত যোগ্যতা কি হওয়া উচিত তা কারুরই অজানা থাকার কথা নয়। তবু যদি কেউ এ জাতীয় প্রশ্ন তোলেন তবে বলবো যে তা হয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বা অজ্ঞতাপ্রসূত।

আবার কেউ কেউ ভুলে যান যে গ্রন্থাগারিক হবেন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী। ভাবটা যেন বর্তমানে যে সকল গ্রন্থাগারিক আছেন তাদের বৃত্তিগত কুশলতা থাকলেও পাণ্ডিত্য একেবারেই নেই। পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রন্থাগারিক হবেন তাতে আপত্তি করার কি আছে? তবে যত বড় পণ্ডিতই তিনি হন না কেন তার বৃত্তিগত কুশলতা না থাকলে তিনি গ্রন্থাগারিক হবেন কোন যুক্তিতে? পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমরা চিরদিনই শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি। তিনি অধ্যাপক হন, তিনি গবেষণা করুন ও গবেষকদের পথনির্দেশ দিন—তাই তো সবাই চাই। তিনি যদি গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন করতে চান তাতে সবাই সুখীই হবে। তবে তাঁকে এই বৃত্তির কলাকুশলতাও শিখতে হবে ও ঐ বিদ্যায়

উপাধিলাভও করতে হবে। তাতে বোঝা যাবে তিনি তো এই বৃত্তি ভালোবাসেন।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সম্বন্ধে প্রান্ত ধারণা দূর করার একটা সহজ পথও আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যখন একটা সর্বজন স্বীকৃত জ্ঞানশাস্ত্র ও সমাজে গ্রন্থাগারিকের কিছুটা চাহিদা যেখানে আছে। এই বিষয়কে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করলে ভাল হয়। যারা ঐ বিষয়ে আরও পড়তে চাইবে তারা যাতে স্নাতক স্নাতক শ্রেণীতে এই ঐচ্ছিক বিষয়রূপে নতুবা সম্মানিক বিষয়রূপে পাঠ করতে পারে তার ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয়। এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে যথাক্রমে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও কলেজে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে শুধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ক্লাস। এই ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষকের যেমন কর্মসংস্থান হবে তেমনি হবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উত্তোরত্তর উন্নতি। গ্রন্থাগার আইনের বলে গ্রাম থেকে শহর ও রাজধানী পর্যন্ত বহু গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে। তাদের জন্য দরকার হবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ও দরকার হবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চমানের অধ্যাপক। এই ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সংশয় ও ভুল ধারণা কিছু লোকের মধ্যে আজও আছে তারও নিরসন হবে।

---

## পঞ্চাশটি ভাষার শব্দভাণ্ড লাইব্রেরী—

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (জি, ডি, আর), ড্রেসডেনে অবস্থিত টেনোগ্রাফিক লাইব্রেরীতে ৮৫,০০০টিরও বেশী শর্টহ্যাণ্ড লিপীর ইতিহাস, প্রণালী ইত্যাদির উপর প্রায় ৫০টিরও বেশী ভাষায় লিখিত বই আছে।

এর পৃথিবীখ্যাত সংগ্রহের মধ্যে আছে ১৬ শতকের শেষ দিকে ইংল্যাণ্ডে লিখিত টেনোগ্রাফিক বাইবেল, এবং একটি ১৬৪১ শতাব্দীর ইংরাজী শর্টহ্যাণ্ড বাইবেল।

১৮৫০ শতাব্দীতে এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় ৩,০০০ রকমের শর্টহ্যাণ্ড লিপী এখানে ইন্দোনেশিয়া, সিংহলী, উর্দু, গ্রীক ল্যাটিন এবং আরবী ভাষায় লিখিত বইগুলির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে।

Source
G.D.R. Reports
Vol. 22, No. 5 ; May, 1980
Page-14

—নন্দদুলাল বসাক

# রেফারেন্স সার্ভিসের প্রকৃতি এবং প্রয়োগ কৌশল

দীপককুমার রায়

রেফারেন্স সার্ভিসের সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে যাদের কথা সর্বাগ্রে আমাদের সামনে আসে, তারা হচ্ছেন পাঠকশ্রেণী। পাঠকশ্রেণীর সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী সমাধানের এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজনেই রেফারেন্স সার্ভিস দেওয়া হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, কীভাবে একজন পাঠক তার প্রয়োজনে গ্রন্থাগারে সাহায্য পাবে। বিভিন্ন পাঠকের অনুসন্ধানের বিষয় বিভিন্ন হওয়ায় গ্রন্থাগারিককে প্রয়োজন অনুসারে পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে অনুসন্ধানের বিষয়টি অনুধাবন করতে হয়। পদ্ধতি বিশ্লেষণ হ'ল সেই প্রাথমিক উপায়, যার সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকের ধারণা না থাকলে কোন পাঠককেই যথাযথভাবে রেফারেন্স সার্ভিস দেওয়া সম্ভব নয়। একথায় বলতে গেলে পদ্ধতি বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠকের যে কোন সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব এবং সেই সঙ্গে সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শন করাও সম্ভব।

রেফারেন্স সার্ভিস দিতে গিয়ে গ্রন্থাগারিককে বিভিন্ন ধরনের পাঠকের সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন পাঠকের মধ্যে দেখা যায় আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং এরা কিছুটা লাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে স্বভাবতঃই এ জাতীয় পাঠক, তাদের প্রশ্ন গ্রন্থাগারিকের কাছে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয় না। এই ধরণের পাঠককে তুষ্ট করতে গ্রন্থাগারিককেও কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হতে হয়। অন্য একধরনের পাঠককে গ্রন্থাগারে উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে ওখানে বইয়ের পাতা উল্টাতে দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ নিজেদের প্রয়োজন গ্রন্থাগারিককে জানাতে অনিচ্ছুক। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক পাঠক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে তাদের জিজ্ঞাসা সুনির্দিষ্টভাবে গ্রন্থাগারিকের কাছে উপস্থিত করে থাকেন। এবং এরা কখনও কখনও এমন প্রশ্নও গ্রন্থাগারিকের কাছে উপস্থিত করতে সমর্থ হন যা রেফারেন্স প্রশ্ন হিসাবে খুবই উচ্চমানের এবং দক্ষ গ্রন্থাগারিক এদের সার্ভিস দিতে গিয়ে যথেষ্ট আনন্দ পান। যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে এমন রেফারেন্স প্রশ্ন পাঠক, বই এবং গ্রন্থাগারিকের মধ্যে একটা সম্বন্ধ গড়ে তোলে, যার ফলে পাঠক ও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে কোন মানসিক দূরত্ব থাকতে পারে না। এক কথায় অর্থ এই দাঁড়ায় যে বুদ্ধিমত্তা একজন পাঠকও যেন গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ নির্দেশক, বিষয় শিরোনামা ইত্যাদি সহজে দেখবার রাস্তা পেয়ে যায়। পাঠকের ব্যক্তিগত, সাধারণ সমস্ত জিজ্ঞাসা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এবং মানসিক দৃঢ়তাকে নিয়ে সমাধানের চেষ্টা গ্রন্থাগারিককে করতে হয়। তথ্য কেন্দ্রিক প্রশ্নগুলো সমাধান করতে হবে অত্যন্ত সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে। এমনসব উচ্চস্তরের সমস্যা নিয়ে গবেষক পাঠকরা গ্রন্থাগারে আসতে পারে যার জন্যে প্রয়োজন অতি উচ্চস্তরের কলাকৌশল। গবেষক পাঠকরা গ্রন্থপঞ্জী এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তারা গ্রন্থাগারিকের সাহায্যে সেইসব তথ্যপূর্ণ উপকরণ পেতে চায় যেগুলো সম্পর্কে তাদের জানা নেই। এই সব পাঠকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে গ্রন্থাগারিককে গভীরভাবে অনুসন্ধানের কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে হয়। এছাড়া সম্ভাব্য প্রকরণ ও পাঠকের কাছে তুলে ধরতে হয়। সুতরাং দুপ্রকারের পাঠককে যে দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেফারেন্স সার্ভিস দেওয়ার কথা বলা হোল তাকে যথাক্রমে কম সময়ের রেফারেন্স সার্ভিস (Short range reference Service) এবং বেশী সময়ের রেফারেন্স (Long range reference) সার্ভিস বলা যেতে পারে।

রেফারেন্স সার্ভিসের প্রকৃতি এবং প্রয়োগ কৌশল কত রকমের হবে তা নির্ভর করে বিভিন্ন পাঠকের অনুসন্ধানের

বিষয় এবং প্রকৃতির উপরে। মোটামুটি অনুসন্ধানের প্রকৃতিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা তথ্য অনুসন্ধান বিষয়ক, (Fact finding), উপাদান ও উপকরণ বিষয়ক (Material finding), উপদেশ মূলক (Advisory Type) এবং গবেষণা বিষয়ক।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি আলোচনার পূর্বে মনে রাখা দরকার যে রেফারেন্স সার্ভিস নির্ভর করে রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক ও অনুসন্ধান, অনুসন্ধানের বিষয় ও তথ্য সরবরাহকারী উপকরণ ইত্যাদির উপর। এর একটিকেও বাদ দিয়ে রেফারেন্স সার্ভিস চলতে পারে না। এখন দেখা যাক্ রেফারেন্স প্রশ্ন বা অনুসন্ধান বলতে কি বুঝায়? গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের মতে রেফারেন্স প্রশ্ন হচ্ছে গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক পাঠকের নিকট থেকে বিশেষ তথ্য সরবরাহের জন্য এমন একটি অনুরোধ আসবে যা সে আশা করে যে মুদ্রিত উপকরণ বা সে রকম কিছুর মধ্যে পাওয়া যাবে অথবা এমন কোন কিছুর মধ্যে তার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে যা কেবল গ্রন্থাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

যদি গ্রন্থাগারের সমস্ত কাজকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, রেফারেন্সের কাজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং পাঠকের রেফারেন্স সার্ভিস পাওয়ার আগ্রহও ক্রমবর্ধমান। এই ক্রমবর্ধমান আগ্রহের মূলে রয়েছে পাঠকের প্রয়োজন।

আজকের যুগ, তথ্যের যুগ। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের তথ্যের চাহিদাই প্রধানতঃ রেফারেন্স সার্ভিসের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুবিধার্থে রেফারেন্স সার্ভিসকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে যেগুলি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। একে একে এই বিভাগগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যেই রেফারেন্স সার্ভিসের চাবিকাঠি নিহিত।

তথ্যবিষয়ক অনুসন্ধান—তথ্য অনুসন্ধানের কাজের মধ্যে পড়ে নাম, তারিখ, শিরোনাম অথবা লেখক সংখ্যাতত্ত্ব, কোন বিশেষ তথ্যের উপাদান, জীবনী মূলক তথ্য, ভূগোল সম্বন্ধীয় তথ্য এবং সাহিত্য, সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিষয় ইত্যাদি। তথ্য বিষয়ক বইপত্রই এসকল বিষয়ের উত্তরদানে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে আর যে জিনিষটি এসে পড়ে তা হল তথ্য সন্ধান প্রকৃতির অনুসন্ধান (Information buroux type) যা একান্তই ব্যক্তিগত এবং যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সমস্যার সম্পর্ক। এসব ক্ষেত্রে রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন বিশেষ হয় না। যা দরকার তা হল গ্রন্থাগারিকের জ্ঞান, হৃদবোধ এবং মানুষ ও তার কর্মধারার সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা ইত্যাদি।

কোন বেকার যদি গ্রন্থাগারে কোন চাকুরীর খবরা খবর পাওয়ার আশায় এসে উপস্থিত হয় তবে গ্রন্থাগারিকের অবশ্যই উচিত হবে অনুসন্ধানকারীকে সাহায্য করা।

উপাদান ও উপকরণ বিষয়ক কাজে (Material finding) রেফারেন্স কর্মীর কঠোর পরিশ্রমী হওয়া প্রয়োজন। কখনও গ্রন্থাগারে রেফারেন্স কর্মীকে দীর্ঘ সময় অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। এখন দেখা যাক্ কোন ধরণের প্রশ্নকে উপরিউক্ত গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায়। ধরা যাক্ একজন পাঠক জানতে চান ১৯৭৩ সালে কত জন ছাত্র বিজ্ঞান ও কৃষিবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হবে। স্বভাবতঃই গ্রন্থাগারে রেফারেন্স কর্মীকে কিছুটা পরিশ্রম করতে হবে। অন্যান্য কিছুটা শিক্ষা সম্বন্ধীয় নথি পত্র ঘাটতে হবে। আবার কেউ হয়তো কত তারিখে রবীন্দ্রনাথ ন্যায় উপাধী ত্যাগ করে ছিলেন জানতে চাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে হয়তো গ্রন্থাগারিকের হাতের কাছে যে সমস্ত বই বা নথিপত্র আছে তাতে ঠিক কত তারিখে রবীন্দ্রনাথ ন্যায় উপাধী ত্যাগ করেছিলেন তা নাও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় গ্রন্থাগারিককে ঠিক করে নিতে হবে কি পারিপার্শ্বিক ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে উপাধী ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাগারিক News Summaries জাতীয় Referencuee-এর সাহায্যে অবশ্যই পাঠকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

উপদেশ মূলক—এ ধরণের কাজে সাহায্য করতে হলে গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই নিজের গ্রন্থাগারের সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান এবং বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত

প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় পাঠক গ্রন্থাগারিকের কাছে উপদেশ চায়, কেমন করে সে তার বিষয়ের ভাল বই বাছাই করবে অথবা কোন বিষয়ের ভাল প্রবন্ধের হদিস পাঠক গ্রন্থাগারিকের কাছে চাইতে পারে। এসব বিষয়ে গ্রন্থাগারিককে উপদেশ দিতে হবে।

গবেষণা বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান—গবেষণা সম্পর্কে রেফারেন্স দিতে হলে মনে রাখতে হবে যে, গ্রন্থাগারিক নিজে একজন গবেষণা কাজের ধারক ও বাহক। এ বিষয়ে সবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধরণের যে রেফারেন্স কাজের মতবাদ রয়েছে তাকে লক্ষ্য হিসাবে সামনে রাখতে হবে। একথা বলে রাখা ভাল যে গ্রন্থাগারিক গবেষণার কাজে সহকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাকে প্রাথমিক তথ্য বা উপাদান দিয়ে এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিক কালের খবরা-খবর দিয়ে গবেষণাকে অগ্রসর করিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সর্বোপরি গবেষকের সামনে এমন সব উপাদান গ্রন্থাগারিক উপস্থিত করেন যা সহজে পাওয়া যায় না। এসব কাজের জন্য গ্রন্থাগারিককে মাইক্রো এবং ম্যাক্রো (Micro ও Macro) ধরনের উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হতে হবে, তা না হলে এ সমস্ত কাজ তার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া গবেষণার স্বার্থে গ্রন্থাগারের বই পত্রের মূল্যায়ন করাও মাঝে মাঝে প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সাময়িক পত্র পত্রিকা সংগ্রহ কোন পর্যায়ে রয়েছে ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। সর্বোপরি একটা অনুধাবন করতে হবে যে, কারীগরী রিপোর্ট, সরকারী নথীপত্র, সূচক বা নির্দেশক এবং প্রবন্ধাদী প্রভৃতির ভাণ্ডার গ্রন্থাগারটিকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে তাও দেখা দরকার। মনে রাখতে হবে গবেষণা কোন একটি বিষয়ের বা তথ্যের অন্বেষণ নয় বরং গবেষণা হচ্ছে বহু তথ্যের বা বিষয়ের অন্বেষণ।

একথা মনে রাখতে হবে যে, কোন গবেষকের প্রশ্নের বিশ্লেষণ করে গ্রন্থাগারিককে বুঝতে হবে কোন উদ্দেশ্যে পাঠক প্রশ্নটি করেছেন। অর্থাৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেকে উপনীত হতে হবে, প্রশ্নটির মধ্যে লুক্কায়িত সমস্যার গভীরতা কতটা রয়েছে এবং যে বিষয়ের প্রশ্নটি গ্রন্থাগারিকের কাছে উপস্থিত করা হোল তার গুরুত্ব সম্পর্কেও যথেষ্ট পরিমানে গ্রন্থাগারিককে অবহিত হতে হবে।

Louis Shores যে পদ্ধতির মাধ্যমে রেফারেন্স সার্ভিস দেওয়ার কথা বলেছেন তা আদর্শ হিসাবে সামনে রাখতে হবে।

ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্ন

(১) শব্দের মানে, বানান, উচ্চারণ, অপভাষা অথচ চলতি, শব্দের প্রয়োগরীতি, শব্দ সংক্ষেপ, চিহ্ন, উপভাষা এবং বিদেশী শব্দ ইত্যাদির জন্য ডিক্সনারী (Dictoirary) জাতীয় বইয়ের সাহায্য নিতে হবে।

(২) কোন বিষয় জানার প্রশ্নের ক্ষেত্রে (Encyclopeadia-র সাহায্যে উত্তর দান করতে হবে।

(৩) ট্রেনড (Trend) প্রশ্ন অর্থাৎ সারা বছরের খবর, গত বছরের ঘটনা এবং বর্তমান ঘটনা প্রভৃতির জন্য Year book এবং Almanac-এর সাহায্য নিতে হবে।

(৪) বাস্তব ঘটনা বা প্রকৃত খবর-কৌতূহল, পরিসংখ্যান, ডকুমেন্ট, পরোক্ষ উল্লেখ, কোন তারিখ, সাহিত্য বিষয়ক শব্দ, এবং কোন কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে Hand book এবং Mannual এর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

(৫) কোন ব্যক্তি, স্থান, সহায়ক কোন সংগঠন প্রভৃতি অর্থাৎ জীবনী, ঠিকানা, অবস্থিতি, ব্যবসা এবং বৃত্তি ইত্যাদির Biographical, Dictionary, Geographical উপাদান এবং Directories এর সাহায্য নিয়ে উত্তর দান করার চেষ্টা করতে হবে।

(৬) পুস্তক, সাময়িক পত্রাদির বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দানে Bibliography এবং Index অত্যন্ত সহায়ক হবে।

অবশেষে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সব ধরনের গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগে নিম্নলিখিত-ভাবে অনুসন্ধানের কাজ সাধারণ হয়ে থাকে।

ক) সরাসরি পাঠক রেফারেন্স ডেস্ক (Desk) অনুসন্ধান করে থাকে।

ঘ) সম্ভাব্য রেফারেন্স সার্ভিসদানের জন্য গ্রন্থাগারিকের প্রস্তুতি নিতে হয়।

গ) অনুসন্ধান আসতে পারে ডাকে (Post)

ঘ) টেলিফোনেও অনুসন্ধান আসতে পারে।

অনুসন্ধান আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে জিনিষটি গ্রন্থাগারিককে স্থির করতে হয়, সেটা হচ্ছে অনুসন্ধানের উত্তর কত তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব, অথবা আদৌ দ্রুত উত্তর দেওয়া সম্ভব কিনা? যদি কিছু সময় লাগে তবে তা অনুসন্ধান কারীকে জানিয়ে দিতে হবে। যদিও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রকৃতি প্রশ্ন আসতে পারে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দানের কৌশল একই ধরণের হবে। একটা ঠিক প্রশ্নের মানের তারতম্য হতে পারে। কারণ সাধারণ গ্রন্থাগারের রেফারেন্স সার্ভিসের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রেফারেন্স সার্ভিসের মান এক হতে পারে না।

Reference :

1. Foskett, D, J. Information srevice to Libraries. 1964.

2. Huchins, M. Introduction to Reference Work. 1944.

3. Katz, W. A. Introduction to Reference work. 2v. 1969.

4. Mukherjee, A. K. Reference work and its tools, 2nd Ed. 1971.

5. Ranganathan, S. R. Reference Service ; 2nd Ed. 1961.

6. Shores, Louis. Basic Reference Sources. 1951.

# ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারের সার্বজনীন ও ব্যাপক বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

অনুপকুমার সরকার

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সূত্রে একটি প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে আসিয়াছে যে, ভারতবর্ষের মত ব্যাপক স্বল্পশিক্ষিতের দেশে গ্রন্থাগারের সার্বজনীন ও ব্যাপক বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নাই? ভারতবর্ষে শতকরা ৭০ ভাগ লোক নিরক্ষর (১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী)। অবশিষ্ট শতকরা ৩০ ভাগ লোকের মধ্যে যথার্থ শিক্ষিতের সংখ্যা আরও অনেক কম এবং ইহার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক কোনক্রমে তাহাদের নামটুকু সই করিতে পারে মাত্র। এই বিপুল অশিক্ষিত জনগণের নিকট গ্রন্থ অর্থহীন; গ্রন্থের ভাব ও ভাষা তাহাদের নিকট অবোধ্য। সুতরাং ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারের সার্বজনীন ও ব্যাপক বিস্তার নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন এবং এই ধরণের প্রকল্প গ্রহণ দেশের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাহুল্যের সূচনা করিবে, এই যুক্তির সারবত্তা একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয় জীবনে পঠিত একটি সংস্কৃত শ্লোকের কথা মনে পড়িয়া যায়। শ্লোকটি হইল—

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি॥

পূর্বে উল্লিখিত যুক্তির সমর্থনে এবং এই শ্লোকের অনুকরণে অনুরূপ একটি শ্লোক রচনা করা যায়। যেমন,

যস্য নাস্তি অক্ষর জ্ঞানং গ্রন্থং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি॥

অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তির নিকট দর্পণের যেমন কোন মূল্য নাই, তেমনি অক্ষর পরিচয়হীন ব্যক্তির নিকট গ্রন্থের কোন মূল্য নাই। গ্রন্থ তাহাদের নিকট মূক।

আমরা জানি গ্রন্থ জ্ঞানের আকর। যে কোন বিষয়বস্তু কোন ভাষার বর্ণমালা তথা শব্দের মাধ্যমে গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করিবার জন্য, সর্বাগ্রে প্রয়োজন অক্ষরজ্ঞানের। সুতরাং অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত গ্রন্থের মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হইয়া কোন ব্যক্তি নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিতে পারে না, এই যুক্তি কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শুধুমাত্র এই যুক্তিতে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সার্বজনীন ও ব্যাপক বিস্তারের দাবীকে সরাসরি নস্যাৎ করিয়া দেওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারের সার্বজনীন ও ব্যাপক বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে কতকগুলি যুক্তি উত্থাপন করা যায়।

প্রথমতঃ অক্ষর পরিচয়হীন ব্যক্তির মনেও গ্রন্থের একটি নিজস্ব আবেদন আছে এবং সেই আবেদনের ফলস্বরূপ কোন স্থানে কোন সুগঠিত ও সুসজ্জিত গ্রন্থাগার অনেক নূতন পাঠক সৃষ্টি করিয়া থাকে; শুধুমাত্র শিক্ষিত জনের মনের খোরাক মিটানই ইহার উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আধুনিক কালে ব্যবসায়িক জগতে কোন দ্রব্যের বিপণনের সাফল্যের জন্য প্রচারকার্য হিসাবে বিজ্ঞাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। নানা ধরণের বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতাসাধারণের মনে ঐ সকল দ্রব্য আহরণ করিবার সুপ্ত বাসনা সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। এবং পরিণামে ক্রেতাসাধারণ ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হয়। অনুরূপভাবে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে এবং নূতন পাঠক সৃষ্টি করিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন স্থানে একটি যথার্থ গ্রন্থাগার গঠন করিতে পারিলে, ঐ গ্রন্থাগার একদিকে যেমন ঐ স্থানের শিক্ষিত লোকের মনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে, তেমনই অশিক্ষিত লোকের অবচেতন মনেও ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিবার বাসনা সৃষ্টি করে এবং ঐ বাসনার বশবর্তী হইয়া তাহারা শিক্ষিত হইবার প্রেরণা অনুভব করে এবং যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং গ্রন্থাগার পরোক্ষভাবে সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, যদিও 'গ্রন্থাগার' বলিতে গ্রন্থের 'আগার' বা 'গৃহ' বুঝায়, কিন্তু বর্তমানে 'গ্রন্থাগার' শব্দটি আরও ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগার শুধুমাত্র গ্রন্থের আগার নহে, ইহা ব্যবহারকারীদের (Users) ব্যবহারের নিমিত্ত গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য পঠিতব্য (Reading) এবং শ্রাব্য দর্শনীয় (Audio-visual) বস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিয়া থাকে। সংবাদপত্র, সাময়িকী, গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ রেকর্ড, তথ্যমূলক চলচ্চিত্র (Documentary film), মাইক্রোফিল্ম (Micro film) প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাগারগুলি সংবাদপত্র-পাঠ, পুস্তক-পাঠ, বক্তৃতা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র পরিবেশন প্রভৃতির আয়োজন করিয়া সমাজের অক্ষর পরিচয়হীন ব্যক্তিদের মধ্যে অতি সহজেই জ্ঞানের বিস্তার করিতে পারে। নিরক্ষর ব্যক্তিদের মনে এই সকল শ্রাব্য-দর্শনীয় (Audio visual) মাধ্যমের আবেদন অত্যন্ত ফলপ্রদ ও গভীর।

তৃতীয়তঃ, অত্যাধুনিককালে গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম কাজ হইল প্রত্যেক তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তিকে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করা। সমাজের অশিক্ষিত জনগণও যদি তাহাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রন্থাগার হইতে এরূপ সাহায্য পায়, তবে ভবিষ্যতে নিজেরাই তথ্যানুসন্ধানে সক্ষম হইবার জন্য সাক্ষর হইতে প্রবৃদ্ধ হইবে। কারণ অজানাকে জানা এবং অদৃষ্টকে স্বচক্ষে দেখিবার বাসনা মানুষের মজ্জাগত। তাহা না হইলে মানবসমাজ সেই অসভ্য যুগেই পড়িয়া থাকিত।

চতুর্থতঃ, দেশে সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যক্ষ ভূমিকা অপ্রতুল নহে। এই প্রসঙ্গে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি গ্রন্থাগারে বিশেষ করিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সংযুক্ত রাখা যাইতে পারে। এই সমস্ত কেন্দ্রে বয়স্ক অশিক্ষিত ব্যক্তিরা যাহাতে তাহাদের অবসর সময়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে এ যাবৎ বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, সদ্য সাক্ষর ব্যক্তিদের অনেকেই উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে অল্পদিনেই অক্ষর জ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। কারণ, বিভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি সদ্য সাক্ষরদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ যথাযথভাবে সরবরাহ করিতে পারে নাই। তাই গ্রন্থাগারগুলি শুধুমাত্র বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা করিবে তাহা নহে, সদ্য সাক্ষরদের পাঠোপযোগী, বিশেষতঃ তাঁহাদের বৃত্তি-বিষয়ক পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করিবে যাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে পুনরায় অক্ষর পরিচয়হীন না হইয়া পড়েন।

উপরোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলা যায় যে ভারতবর্ষের মত স্বল্প শিক্ষিতের দেশেও গ্রন্থাগারের সার্বজনীন ও ব্যাপক বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ কোন দেশের সার্বিক উন্নতির সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের প্রতিটি মানুষের জ্ঞানের যথার্থ উন্মেষ ও বিকাশ; যাহা বাস্তবায়িত করিতে হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত গ্রন্থাগারেরও অপরিসীম গুরুত্ব রহিয়াছে। গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে এই গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজন আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন। নতুবা গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রচেষ্টা তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার-এর মত গ্রন্থাগারের অপমৃত্যুর হারও নিতান্ত কম নহে। এতদ্ব্যতীত বহু গ্রন্থাগারও অসংখ্য পরিমাণে রহিয়াছে। ইহার কারণ দেশে সুসংবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট গ্রন্থাগার আইন এবং সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব।

# গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন রুচির পাঠক

বীরেন্দ্রকুমার চন্দ

ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ভাষায় সাধারণ পাঠক এক হিসেবে অসাধারণ। তার কোন বাঁধাধরা মতামত নেই। সে বই পড়তে ভালবাসে; সে পড়ে বিনয়ের সঙ্গে, বিস্ময়ের সঙ্গে। সমালোচকের ভূমিকা তার নেই। সে নির্ভর করে তার অনুভূতির উপর। আর পাঁচখানা বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সে তার ভাল লাগা না লাগার কারণ খোঁজে। এরাই হ'ল খাঁটি পাঠক। পাঠক হিসেবে এদের স্থান সব শেষের বেঞ্চিতে হলেও এরাই বলে ভারি।

এই নির্বিচার পাঠকদের মধ্যেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সাধারণ গ্রন্থাগারে বা পাবলিক লাইব্রেরীর পঠিত বইয়ের পাতা ওল্টালেই। দু' একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কোন একটি উপন্যাসের লেখক বইটি উৎসর্গ করেছেন তার 'মা ও বাবাকে', বাস! সেই উৎসর্গ পৃষ্ঠাটি জুড়ে শুরু হয়েছে পাঠকদের মন্তব্যের মিছিল। পাঠকের পর পাঠক লিখে গেছেন, ঠাকুরমা ও ঠাকুরদাকে, মাসী ও মেসোকে, মামা ও মামীকে, পিসী ও পিসেমশাইকে, ঠাকুরপো ও ঠাকুরঝিকে, বর ও বৌকে এবং পরিশেষে-শ্যালক ও শ্যালিকাকে।

একটি বাজার চলতি বহু পঠিত উপন্যাসের পাতায় জনৈক পাঠক অথবা পাঠিকা গুরুগম্ভীরভাবে সাধু ভাষায় তার মন্তব্য লিখেছেন—আজকে আমাদের দেশটা কি অবনতির পথেই না ধাবিত হইতেছে। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থায় বেকার যুবক-যুবতীরা কাগজ ক্রয় করিতে না পারিলে তাহারা যেন গ্রন্থাগারের পুস্তকের পৃষ্ঠাতেই প্রেমপত্র লেখা আরম্ভ করিয়া দেয়। ইতি— বিনীত—লেখক।

সুতরাং এই পাঠকদের রসবোধের তারিফ না করে পারা যায় না। এই আবেগতাড়িত কল্পনাবিলাসী পাঠক সম্প্রদায়কে অসাধারণ না বলেও উপায় নেই। আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন যারা নিজ বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ অথবা প্রচার ঘটাবার জন্য গ্রন্থাগারের বইয়ের পৃষ্ঠাকেই উপযুক্ত স্থান মনে করে এবং নির্বিবাদ বইয়ের মার্জিনে মন্তব্য করেন, 'অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ আছে।' অথবা কোন কোন পাঠক পাতায় পাতায় সমাজ বিপ্লবের ডাক দিয়ে স্লোগান লিখেই দেশোদ্ধারের মহান কর্মে ব্রতী হন।

আবার এমন পাঠকও আছেন যিনি নিজে সরকারী অফিসের সামান্য একজন কেরানী মাত্র। কিন্তু পাঠক হিসেবে আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রম, ইনি অনেক দূর থেকে টিফিন বাক্স সঙ্গে নিয়ে অফিসে আসেন এবং ছুটির পর গ্রন্থাগারের নিরিবিলি পাঠকক্ষে বসে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বই নিয়মিত পড়েন। যতক্ষণ গ্রন্থাগার খোলা থাকে। কোনো একজন মন্তব্য কণ্টকিত বইয়ের পৃষ্ঠায় লিখেছেন—বইয়ের পাতায় মন্তব্য লেখা রুচীহীনতার পরিচায়ক।' অন্য পাঠক তার পাশে লিখলেন, 'নিজের চরকায় তেল দাও।'

এ রকম উদাহরণ দেওয়া যায়। এইসব মন্তব্যগুলি যেমন পাঠকদের বিচিত্র রুচি ও মানসিকতার পরিচয় বহন করছে তেমনি কৌতুকের খোরাকও জোগাচ্ছে। কিন্তু এইসব বইয়ের পৃষ্ঠায় মন্তব্যকারী পাঠকেরা পাঠক হিসাবে নিম্নমানের এবং মাঝে মাঝেই তাঁদের শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যায়।

গ্রন্থাগারে পাঠক আসেন নানা রকমের ও নানা রুচির। সে রুচি বহু বিচিত্র পথগামী নিঃসন্দেহে। সস্তা সংবাদপত্রের আইন আদালতের শিরোনাম ঘনঘনকারী অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত উপন্যাসটির নাম হয়তো জিজ্ঞেস করছে কোন বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চদশী পাঠিকা। এর শুনে প্রৌঢ় গ্রন্থাগারিক হয়তো আঁতকে উঠলেন এবং অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন, বইটি ইস্যু হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে কোন কুড়ি বাইশ বছরের তরুণ ধর্মগ্রন্থের একনিষ্ঠ পাঠক অত্যন্ত তাত্ত্বিকের চালে মাঝে মাঝেই তার ঔপনিষদিক বাণী বিতরণ

করতো সুযোগ পেলেই। সম্ভবতঃ সে তার অকালপক্ক আচরণে সে এক ধরনের বাহবা প্রত্যাশা করতো—এটাই ছিল সকলের ধারণা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই স্বামীজী-স্বামীজীভাব বুকটি সকলের অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করে তার সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটাতে চলেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। অর্থাৎ গ্রন্থাগারে যাওয়া আসার মাধ্যমেই জনৈকা কলেজ ছাত্রী এবং গ্রন্থাগারের পাঠিকাকে সে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাদের সেই চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভের পর আর তাদের গ্রন্থাগারে দেখা যায়নি।

আরো আসেন কবি যশোঃ প্রার্থী কিছু যুবক। কবিতা পাঠ, কবিতা লেখা ও পত্রিকা প্রকাশ করেন তারা অদম্য উৎসাহে। এই কবিকুলের সঙ্গে কোনদিন হয়তো প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা হয়েছিল সৎ সাহিত্য ও অপসংস্কৃতি বিষয়ে। তার কিছুদিনের মধ্যেই গ্রন্থাগারিকের টেবিলে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি পত্রিকার কপি রেখে চলে গেলেন জনৈক কবি। অন্যমনস্কভাবে সেই পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যে জায়গায় দৃষ্টি থেমে যায়। পত্রিকার ভূমিকায় প্রায় যুদ্ধ ঘোষণার মতো তারা লিখেছেন চারদিকে, যাইকে অশ্লীল গান আর সিনেমার নগ্নতা দেখতে দেখতে অপসংস্কৃতির সজ্ঞা ভুলে গেছি। সৎ-সাহিত্যই বা কী? আমাকে কি আনাত পারেন? ইত্যাদি…।

কিছু আছেন ইনটেলেকচুয়াল পাঠক, তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টিতে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে মানিক, তারাশংকর, বিভূতি-ভূষণ ছাড়িয়ে বিষ্ণু দে, নারায়ণ চৌধুরী, অশোক মিত্র, মৈত্রেয়ী দেবী, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অসীম রায় পর্যন্ত বিস্তৃত। এরা বুদ্ধিদীপ্ত রচনার অনুরাগী পাঠক।

আবার বৃহৎ একটি পাঠকগোষ্ঠি যাদের কথা প্রথমেই বলা হয়েছে এরা বই পড়েন গল্পের টানে, এবং অজস্র বই পড়েন। তারা রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপীয়ার পড়েননি। কিন্তু শরৎচন্দ্র থেকে সুকের পর্যন্ত অনেক পড়েছেন। এরা তাদের অবসর সময়টা অন্যভাবে অপচয় না করে বা পরনিন্দায় ব্যাপৃত না হয়ে বই পড়েন নিয়মিত। কিন্তু পাঠক আছেন তারা আবার প্রাচীন পন্থী। গ্রন্থাগারের কোথায় পুরানো বই আছে তার অনুসন্ধান চালান। তাঁদের কাছে শরৎবাবু, শরীবচন্দ্র ও অনুরূপা দেবীর জুড়ি নেই বাংলা সাহিত্যে। আরো পাঠক আছেন যারা গ্রন্থাগারে নিয়মিত আসেন, কিন্তু তারা কিছুই পড়েন না। ঘন্টার পর ঘন্টা তারা বই-পত্র-পত্রিকা নাড়া চাড়া করেন কিন্তু পড়েন কদাচিৎ কিছু। শুধু মাত্র অভ্যাসের জন্যই সন্ধ্যাবেলাটা গ্রন্থাগারে কাটিয়ে যান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বই মানুষের অনুভূতির জগতে মার্জনা আনিয়া দেয়।" কথাটা অধিকাংশ সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। তাই বইয়ের পাতায় সিনেমার অশ্লীল গান ও মন্তব্য লেখার এই উৎকট মানসিকতাকে আর যাই বলা যাক না কেন মার্জিত আদৌ বলা যায় না। বার্ণার্ড-শয়ের ভাষায় মূঢ়তাই মৃত্যু। আমরা সেই মূঢ়তা থেকে মুক্তির জন্য গ্রন্থাগারে যাই। গ্রন্থাগার আমাদের সামনে সভ্যতার আগল খুলে দেয়। গ্রন্থাগারের কিছু অভিভাবক পাঠক গল্পের বইয়ের নামে আঁতকে ওঠেন এবং সন্তান-সন্ততিদের এর ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেন। মনে পড়ে, জনৈক ছাত্রের পিতার অনুরোধ, গ্রন্থাগার থেকে যেন তার ছেলের নাম কেটে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারে বই পড়ে বিদ্যালয়ের পড়ার কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু তারা ভুলে যান সৎ গল্প, উপন্যাস, নাটকই পৃথিবীতে শিক্ষা ও সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিল। ডিকেন্সের উপন্যাস ইংলণ্ডের শিক্ষা জগতে পরিবর্তন আনতে মানুষকে যেমনি সচেতন করে তুলেছিল, তেমনি ভিক্টর হুগোর নাটক ও ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাস ফরাসী ও রুশ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র না পড়লে সাহিত্য পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সাহিত্য শিল্পকলা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কোন্ আদি উৎস থেকে এর স্রোতের ধারা বাহির হয়েছে এক মুহূর্তে তা বোঝা যায় যখন সেই স্রোতে মন আপনার গা ভাসিয়ে দেয়। আজ সেই বাঁশীর সুরে যখন মন ভেসেছিল তখন বুঝেছিলেম বুঝিয়ে দেবার কথা এর মধ্যে কিছু নেই, এর মধ্যে ডুব দিলেই সব সহজ হয়ে আসে। নীলাকাশের ইশারা আমাদের প্রতিদিন চলছে, 'আনন্দধামের মাঝখানে

তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ'। গ্রন্থাগার কবি বর্ণিত সেই আনন্দধাম, "এখানে কত নদী-সমুদ্র-পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ আসিয়া পৌঁছিয়াছে-কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো, এখানে এসো, এখান অলোকের অমরসঙ্গীত গান হইতেছে।"

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আমাদের দেশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রন্থাগারমুখী জনসাধারণের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবু এই সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান বলা যায়। গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। এই নামটিকে সার্থক করে তোলার জন্য আমাদের সকলকেই এর সার্থক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের পাঠের অভ্যাসকে প্রসারিত করা একান্ত দরকার। কারণ, একমাত্র গ্রন্থাগারই পারে বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যের রত্নাবলী পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। সুতরাং গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন ও পরিশ্রমী পাঠকই এর যথার্থ ব্যবহার করতে পারে। আমরা সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি, তাঁর গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে ভাবলেও অবাক হতে হয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে শান্তিনিকেতনে সবাই যখন অতিষ্ঠ হয়ে ক্লান্তিতে আসছে দিবানিদ্রার ঘর, এমন কি গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও যখন আরাম কেদারায় নিদ্রামগ্ন তখনও রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে গ্রন্থাগারে এসে প্রয়োজনীয় বইটির খোঁজ করেন, গ্রন্থাগারিক প্রভাত-বাবুকে পর্যন্ত ডাকেন না।

তাই গ্রন্থাগারের নানা বইয়ের ভীড়ে, অধ্যবসায়ী পাঠক তার পছন্দমত বইটি খুঁজে পেয়ে প্রায় আবিষ্কারের আনন্দে মেতে উঠবেন। তিনিই হয়তো ভবিষ্যতের একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বা লেখক হয়ে ওঠবেন। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে প্রায় সব বিখ্যাত ব্যক্তিদেরই জীবনে গ্রন্থাগারের অবদান অনেকখানি। গ্রন্থাগার চিরদিনই সেই ভূমিকা নিঃশব্দে পালন করে চলেছে। গ্রন্থাগার আরোও সার্থক হয়ে উঠবে যখন সবাই এখানে এই আনন্দধামে সমবেত হবে, তখনই।

---

বিঃ দ্রঃ এই রচনাটি গত ৪.৪.৭৯ তারিখে 'আকাশ-বাণী' শিলিগুড়ি কেন্দ্রে প্রচারিত হয়েছিল।

# পরিষদ কথা

## কোচবিহার জেলা শাখা

১৭ আগস্ট কোচবিহার 'সাহিত্য সভা'র পরিষদের জেলা শাখার ৭ম জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন, কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক চিন্ময় ভদ্র। ১৯৭৯-৮০ সালের কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে এতদিন আন্দোলন করে এসেছে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগার সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের ফলে সেগুলি আজ সফল হতে যাচ্ছে। সম্মেলনে মোট ১৫টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিষদের ১৯৮০-৮১ সালের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে দীপেন চন্দ ও অমল মজুমদার।

## হুগলী জেলা শাখা

গত ৩১ আগস্ট প্রয়াত চারুচন্দ্র সেনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

## পল্লীশ্রী পাঠাগার, হাওড়া

১৪ আগস্ট পাঠাগার প্রাঙ্গণে ৩৪তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়।

## জোতরাম বাণী-মন্দির, বর্দ্ধমান

গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা জোতরাম বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ১০ আগস্টের এই সভায় সভাপতিত্ব করেনবর্দ্ধমান ব্লকের সমাজ শিক্ষা আধিকারিক, শ্যামনারায়ণ চৌধুরী। সভার প্রারম্ভে পরিচালক মণ্ডলীর সমস্ত প্রয়াত বিশ্বজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সম্পাদক তপনকুমার ভট্টাচার্য বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। এই গ্রন্থাগারটি এ বছর সরকার পরিচালিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের ইচ্ছানুযায়ী ১৪ বছর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত অবৈতনিকভাবে সভ্য করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

## তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ১১৭তম জন্মদিবস পালিত হয় গত ৩০ জুলাই। জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় দ্বিজেন্দ্রলালের ওপর একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্যামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

## পাবলিক লাইব্রেরী ( গভঃ স্পন্সর্ড ) কর্মীদের আলোচনা সভা

গত ৭ই সেপ্টেম্বর গঃ বঃ পাবলিক লাইব্রেরী (গভঃ স্পনসর্ড) কর্মচারী সমিতির, নদীয়া শাখার এক আলোচনা সভা কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভূতি বিশ্বাস. প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারীক এইচ. ভট্টাচার্য। জেলা গ্রন্থাগারিক বি. সিংহ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে ৩৬ জন গ্রন্থাগার কর্মী অংশ গ্রহণ করেন। জেলা সম্পাদক এম. মল্লিক কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত করলে সভায় আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সংকলন : অলীক ঠাকুর

# চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক সমীপেষু ২১।৯।৮০

'গ্রন্থাগার পত্রিকা'

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'অনেক'র ( অনৈক ? ) গ্রন্থ সমালোচনা কিছু ভাবনার উৎস খুলে দিয়েছে। বাংলায় লেখা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য বিজ্ঞানের মত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সর্বাংশে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দের সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য আমাদের সকলের চিন্তা করা উচিৎ। পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতির মত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাংলা প্রতিশব্দের সমস্যা মূলতঃ একই। কিন্তু ঐ সব বিজ্ঞানের জন্য বাংলা প্রতিশব্দ সৃজনে যে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলছে তা আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব সামান্যই দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে এই বিজ্ঞানের বাংলা ভাষায় যে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তা হয়ত গুণগত মানের দিক থেকে ইংরেজী পুস্তকগুলির সমকক্ষ নয় কিন্তু উৎসাহী পাঠকের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ। তবে শুধুমাত্র বাংলায় লেখার তাগিদে যেমন-তেমন করে একটা পুস্তক রচনা করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না এর সার্থকতা বিবেচিত হবে গুণগত ভিত্তিতেই। ছাত্রাবস্থায় আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে তাঁর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিখ্যাত ও বহুল প্রচারিত ইংরেজী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করতে বলায় তিনি তাতে তীব্র অনীহা দেখান। অথচ তিনি এই কাজটি করলে তা অনেকের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারত। তাঁর উক্ত বিষয়টির অনুবাদ বা বাংলায় মৌলিক গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের আন্তরিক আগ্রহ দেখেও তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহী হননি। কারণ হিসেবে তিনি জানান—১। পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ করলে ইংরেজী বইটির কাটতি কমে যাবে। ২। বাংলা বইয়ের বাজার সীমাবদ্ধ, ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান হওয়া যাবে না। ৩। সার্থক অনুবাদকের অভাব।

ঘটনাটির উল্লেখ করছি এই কারণে যে বাংলা গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে বিশিষ্টজনের মনোভাব কি তা জানানের জন্য। অন্যান্য বিজ্ঞানের প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির দিকে লক্ষ্য করলে অনুভব করা যায় উপরোক্ত তিনটি সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য নয়। যারা এই সমস্যার সমাধান করেছেন তাঁরাও উক্ত অধ্যাপকের মত জন-গণ অভিনন্দিত ইংরেজীতে বিজ্ঞানের পুস্তকের প্রণেতা।

এবার এ চিঠির মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বাংলা প্রতিশব্দের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিৎ। এই বিষয়ে একটি সেমিনার আহ্বান করে দ্রুত আলোচনার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বীকৃতি আদায় করে, প্রতিশব্দগুলিকে স্থায়ী তালিকাভুক্ত করে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। একই ইংরেজী শব্দের একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভ্রান্তি উৎপাদন করতে পারে। মোহনপুর নিয়ামত উল্লাহর গ্রন্থেই শুধু নয়, এপার বাংলার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থেও 'catalogue' অর্থে 'সূচী' বা 'তালিকা' এবং 'cataloguing' অর্থে 'সূচীকরণ বা 'তালিকাকরণ' ব্যবহার করতে দেখেছি। 'catalogue' অর্থে 'তালিকা' এবং 'cataloguing' অর্থে তালিকাকরণ প্রতিশব্দ হিসেবে মানানসই। কিন্তু 'সূচীকরণ' প্রতিশব্দটি সম্পর্কে ভাবনার অবকাশ থেকে যায়। 'Indexing'-র বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে? সূচীকরণ? 'Cataloguing' এবং 'Indexing' গভীর অর্থে সমধর্মী হলেও এরা এক নয়, উভয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দ থাকা দরকার। 'Documentation'-এর বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে? তথ্যায়ন। নথীকরণ! কোন শব্দটিতে বিষয়টির সঠিক ব্যঞ্জনা আনে?

ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন প্রণীত 'Classified' Catalogue Code'. এ দেবনাগরী হরফে প্রতিশব্দের একটি শব্দকোষ আছে। এটি কিন্তু বাংলা প্রতিশব্দ সৃজনের

সহায়ক হতে পারে। যদিও উক্ত তালিকার শব্দগুলিতে দক্ষিণী সংস্কৃত ভাষার প্রভাব প্রকট। কিন্তু বাংলা ভাষার উৎস ও অগ্রগতি সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তারা এ ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষার দাক্ষিণ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। তবে ঐ শব্দকোষই যে একমাত্র নিয়ামক হবে তা নয়, কারণ যাঁরা ডঃ রঙ্গনাথনের 'Canon of currency' সম্পর্কে অবহিত আছেন তাঁরা একটু সতর্ক হয়ে উপলব্ধি করবেন বাংলার ঐ শব্দগুলি গৃহীত হলে বহু শব্দই 'Canon of currency' নীতিতে বাতিল হয়ে যাবে। যেমন 'Reference'-এর প্রতিশব্দ করেছেন ডঃ রঙ্গনাথন 'অনুলয় সেবা' এটি সংস্কৃতজ শব্দ। দক্ষিণে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব জনগণের মধ্যে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে? পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকে কেউ কেউ (বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 'অনুলয় সেবার পরিবর্তে 'জিজ্ঞাসা বিভাগ' ব্যবহার করেছেন। 'জিজ্ঞাসা' শব্দটি 'অনুলয়ে'র চেয়ে অনেক বেশী উচ্চারিত, এবং প্রচারিত, সুতরাং Canon of currency নীতিতে অগ্রাধিকার পেয়ে বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করলে উক্ত 'অনুলয় সেবা[১] শব্দটি কি বাতিল হয়ে যায় না? এই রকম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দক্ষিত বহু বাংলা প্রতিশব্দের ক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশ আছে।

ইতিমধ্যেই যে সমস্ত বাংলা প্রতিশব্দ জনগণের মনে স্থানলাভ করেছে তার একটি সমীক্ষা হওয়া উচিৎ। বাংলা পুস্তক যাঁরা প্রণয়ন করবেন তাঁরা যদি একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃত শব্দকোষ থেকে প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন তবে একই ইংরেজী শব্দ নিয়ে একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ থেকে যে ভ্রান্তি উপস্থিত হয় তার নিরসন হবে। এই সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একত্রে কোন পরিকল্পনা নিতে পারেন না?

নমস্কারান্তে,

রণজিৎ কুমার মিত্র

মেঘবন্ধু পাড়া পোঃ+জিঃ জলপাইগুড়ি

---

[১] লেখক যে পুস্তক সমালোচনার বিষয়ে লিখেছেন, সেই সমালোচকের নাম অনেক অনৈক নয়। উক্ত শব্দটি ভুল নয়, অপ্রচলিত। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গীয় শব্দ কোষ, ২য় খণ্ড, ১২৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। বুদ্ধদেব বসু অনুদিত মেঘদূতের শুরুতেই 'অনেক' শব্দের ব্যবহার আছে। স.গ্র.

---

## ইউ. জি. সির সিদ্ধান্ত

গত ৩০.৮.৭৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপসমিতির সভায় কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত মান নির্দ্ধারনের জন্য কমিশনের ওয়ার্কশপের (খাণ্ডলা, মার্চ ১৯৭৯) সুপারিশগুলি গৃহীত হয়:—

(১) কলেজ বাজেটের শতকরা ৪ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করিতে হইবে।

(২) গ্রন্থাগার খাতের শতকরা ২০ ভাগ পত্র পত্রিকার জন্য এবং ৮০ ভাগ পুস্তক ও বাঁধাই এর জন্য বরাদ্দ করিতে হইবে।

(৩) হাজার প্রতি ৪ খানা বই হারানো উপক্ষণীয়।

(৪) গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য গ্রন্থাগারকর্মীগণ বই হারানোর জন্য দায়ী হইবেন না।

এ ছাড়া গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য অনুলয় সেবা, গ্রন্থাগার সংগঠন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, স্থান সঙ্কুলান এবং গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ মান ইত্যাদি সম্পর্কেও সুপারিশ গৃহীত হয়।

সূত্র:—আই. এল. এ. বুলেটিন; ভঃ ১৬

নং ১-২, জান-জুন, ১৯৮০, ১০৮-১১১ পৃঃ

( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশনামার অংশ বিশেষ )

Government of West Bengal

Education Department H. S. Branch

No 190-Edn. (H. S.)
3S-27/77

Dated Calcutta, the 5th December, 1979

From : Shri B. N. Chatterjee, I. A. S.
Special Secretary to the Govt. of West Bengal

To : The Director of Secondary Education, West Bengal

Sub : Sanction of whole-time teaching and non-teaching posts for the integrated H. S. Schools.

Ref. His U. O. No. 231-SC/HS dated the 18th December, 1978.

6. The Governor is further pleased to direct that non-teaching posts of the categories mentioned below may also be sanctioned for an integrated Higher Secondary School with class V to XII :

Librarian

| | |
|---|---|
| For Higher Secondary School with classes V to XII having a minunum enrolment of 750 and with 2000 books. | 1(one) Librarian in the scale of Rs. 25[illegible]-5-270-8-350/-<br>Minimum qualifications under graduate with Certificate of Libranionship. |

9. This order issues with the concurrance of the Finance Department vide their U. O No. Group B1646 dated the 27th July, 1979 and U. O. No. Group B. 2790 dated the 28th November, 1979.

Sd/- B. N. Chatterjee
Special Secretary

## ॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : বর্ষ মলাট | ৩০০ | ৪০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট | ২৫০ | ৩৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | ১২৫ | ১৫০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ | ২০০ | ৩০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | | ১৫০ |
| ¼ পৃষ্ঠা : ঐ | ৫০ | ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৯ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

৩৫, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৯

## ॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত— রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—২·০০

ডঃ আশিতা ওহদেদার— গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য— ৪·০০

বাণী বসু (সঃ)— বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১। মূল্য—৫·০০ [ বাঁধানো ১০·০০ ]

খ্যাতিমান বৃত্তিকুশলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৫০-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৭১ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদক ও গৃহীত প্রস্তাব সমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

৩৫ সি. আই. টি. স্কীম—৫২

কলিকাতা—৭০০০১৯

Annual Price Rs. 20·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO, WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 30 : No. 4

July-August, 1980

# GRANTHAGAR

*( The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal )*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

*Published by* : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

*Printed by* : Sourendramohan Gangopadhayay at the Bangabasi Ltd. 26, Pataldanga Street, Calcutta—700 009

*Editor* : Arun Ray

Please return to
Association
Scheme No. 52
4.

1 NOV 1980

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৮ · সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী · অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

## ॥ সূচী ॥


| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় | ১৭৩ |
| শিশু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা—অর্জুন দাশগুপ্ত | ১৭৬ |
| ইউ ডি সি সম্পর্কে দু'একটি কথা—অনিলচন্দ্র পাল | ১৮২ |
| সংবাদ কণা | ১৮৬ |
| গ্রন্থাগার সংবাদ | ১৮৮ |
| পরিষদ কথা | ১৮৯ |
| গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংবাদ | ১৯২ |

## ॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

"গ্রন্থাগার"

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারোন্নয়নকর্মীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

| কোন্ পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|---|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : | ৪র্থ মলাট | — ৫০০ | — ৪০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : | ২য় ও ৩য় মলাট | ২৫০ | — ৩৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : | ঐ | — ১২৫ | — ২০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : | সাধারণ | — ২০০ | — ৩০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : | ঐ | — ১০০ | — ১৫০ |
| ¼ পৃষ্ঠা : | ঐ | — ৫০ | — ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৩ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৬ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**
পি. ১০৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

ফোন : ৪৪ ৮১৬৬

## ॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০
মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—২·০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার - গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য—৪·০০

বাণী বসু (সম্পাঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০
১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২।
মূল্য—৫·০০ [ বাঁধানো ১০·০০ ]
খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩১-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদক ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**
পি. ১০৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৮ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | অগ্রহায়ণ ১৩৮৭

# সম্পাদকীয়

## জনমুখী গ্রন্থাগার ও কর্মীস্বার্থ

পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার জগতের সাম্প্রতিক একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান সপ্তাহান্তিক শিক্ষণের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রায় হাজার দুয়েক প্রার্থী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যা চাওয়া হয়েছিল, তার মাত্রা ছাড়িয়ে স্নাতকোত্তর ও এমনকি ডক্টরেট ডিগ্রিসম্পন্ন প্রার্থী পর্যন্ত ছিলেন।

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিকে যাঁরা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী তাঁদের আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। একথা আজ সুস্পষ্ট যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাম্প্রতিক সম্প্রসারণের ফলে সারা রাজ্যে বহু সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হবে। চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সামঞ্জস্য বিধানের কথা বিবেচনা করে পরিষদও শিক্ষণের প্রসারে যথোচিত তৎপর হয়েছেন। কিন্তু শিক্ষার্থী কিংবা সদ্য শিক্ষণপ্রাপ্ত যাঁরা, তাঁরা যেন একথা ধরে না নেন যে শিক্ষণের অভিজ্ঞানপত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা নিয়োগপত্র পেয়ে যাবেন। কর্মসংস্থানের রীতিনীতি ও বাস্তব পরিস্থিতির উপলব্ধি না থাকায় অনেক সময়ে ধৈর্যচ্যুতি ও হতাশার মনোভাব দেখা যায়।

শিক্ষণ সমাপ্তির দীর্ঘকাল পরেও বিগত দশকে দেখা গেছে অনেকের কর্মসংস্থান হয়নি। তার কারণ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার পরবর্তীকালে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের মন্থর গতি। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে সাম্প্রতিক উদ্যম গ্রন্থাগার অনুরাগী এবং কর্মপ্রার্থীদের মনে বিপুল আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। কর্মসংস্থানের কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু নিয়োগের জটিল রীতিনীতি ও দীর্ঘসূত্রিতার প্রার্থীদের মনে যাতে নৈরাশ্যের সৃষ্টি না হয় সেজন্যে দেশের সামগ্রিক বাস্তব পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক নিশ্চলতার সঠিক উপলব্ধি ও মানসিক প্রস্তুতি দরকার। বলা বাহুল্য বর্তমানে বেকার সমস্যা প্রায় সব ধরণের বৃত্তিতেই প্রবল।

একথা মোটামুটি সবাই জানেন যে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োগকর্তারা অন্ততঃ কিছুটা অভিজ্ঞ প্রার্থী খোঁজেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা যতই থাকুক না কেন, যোগ্যতার সঙ্গে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া গেলে

নিয়োগকর্তারা তাকেই নির্বাচন করেন। পূর্ববর্তী বিভিন্ন বছরে শিক্ষণপ্রাপ্ত যাঁরা স্থায়ী চাকরি না পেলেও ইতাবসরে হাতেকলমে কিছু কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা নিয়োগকালে স্বভাবতই অগ্রাধিকার পেয়ে যান।

এই পরিস্থিতিতে সদ্য শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নানা ধরণের কাজে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে সচেষ্ট থাকা ভাল। নিকটবর্তী কোনো গ্রন্থাগারে স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন অন্যতম একটি উপায়। এছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত পড়াশোনা, প্রবন্ধাদি লেখা কিংবা অনুবাদ, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট সংকলন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ পরিণামে কর্মসংস্থানের পক্ষে অনুকূল হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র সংযোগ উপসমিতির বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী, যেমন, আলোচনা সভা, পাঠচক্র ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ক্রমে পরিষদের অন্যান্য কাজকর্মে যুক্ত থাকলে একদিকে তাঁদের সৃজনসত্তা ও সংগঠনশক্তি বিকাশের সুযোগ পায়, অন্যদিকে অনেক সময়ে সম্ভাব্য কর্মস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে।

বেকারত্বের গ্লানি ঘুচে যাবার পরে দ্বিতীয় যে কারণে শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আশাভঙ্গ হয় তা'হল বেতনের পরিমাণ। এ ব্যাপারেও বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির আর্থিক স্বীকৃতি আজও কেন আশানুরূপ নয় সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। পূর্বাপেক্ষা এখন পারিশ্রমিকের পরিমাণ কিছু কিছু যে বৃদ্ধি পায়নি তা নয়, সাধারণভাবে অবশ্য বেতনের পরিমাণ অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় কম। আর যেটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তা আজকের দিনে জীবনযাত্রার পক্ষে উপযোগী নয়। ন্যায়সঙ্গত বেতন ও পদমর্যাদা আদায়ের প্রসঙ্গেও পরে আসছি।

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করতে আগ্রহী তাঁদের উল্লিখিত বাস্তব অবস্থা জেনে রাখা ভাল, আশু উন্নতির লক্ষণ না দেখে তাঁদের যেন নিরুদ্যম মনোবাধা ও কাজের বিঘ্ন না ঘটে। কারণ কাজের বিঘ্ন পরিণামে আত্মঘাতীর সামিল হবে।

গ্রন্থাগারিকতা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যতই অনাদৃত ও অবহেলিত হোক না কেন, মূলতঃ সেটা যে একটি সেবামূলক বৃত্তি সেবিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। পারিশ্রমিক আশানুরূপ না হলেও ত্যাগ ও সেবার মনোভাব থাকা গ্রন্থাগার কর্মীর একান্তই প্রয়োজন। গ্রন্থাগারকে অনেক সময়ে হাসপাতালের মত essential service বলে মনে করা হয়ে থাকে। সেই নিরিখে টাকার খতিয়ানে ডাক্তারবন্ধু রোগীকে যেমন অবহেলা করতে পারেন না, তেমনি গ্রন্থাগার কর্মীও পাঠক ও সদস্যের চাহিদাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। নিজেদের অসন্তোষ যদি কাজেকর্মে সদাই প্রতিফলিত হয়, তাহলে গ্রন্থাগার বৃত্তির ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। সেবামূলক অন্যান্য বৃত্তির মানুষ যেমন বর্তমান বিধিব্যবস্থার আর্থিক সুবিচার থেকে বঞ্চিত, সমাজের অন্যতম সেবাকর্ম গ্রন্থাগারিকতাও সেই সামাজিক অবিচার থেকে মুক্ত নয়। তবুও বলা প্রয়োজন যে কাজের দিকটাকে গৌণ রেখে যাঁরা প্রচলিত ধারার নিছক চাকুরির মেজাজে চলেন তাঁরা এই বৃত্তির পক্ষে অনুপযোগী।

তবে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে আমরা কর্মীদের শোষণের ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে কেবল ত্যাগ ও কর্তব্যের বাণী শোনাচ্ছি। দাবী ও অধিকারের প্রশ্নেও পরিষদ যুগপৎ সমধিক সোচ্চার। কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ব্যাপক আন্দোলন করা গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। যৌথ উদ্যম ও সুসংহত আন্দোলনের জন্যে বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত সবাইকার প্রাথমিক কর্তব্য হল পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ এবং তার যাবতীয় কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে সহায়তা করা। বৃত্তিতে যাঁরা প্রবেশ করেছেন কিংবা করতে চলেছেন তাঁদের স্মরণে রাখতে হবে যে

দাবি ও অধিকারের প্রশ্ন জোরদার হবে গ্রন্থাগারের সেবামূলক আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকলে, কারণ গ্রন্থাগারের উত্তরোত্তর ব্যবহার বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন জীবনে গ্রন্থাগারের স্থান লোকের কাছে ক্রমে অপরিহার্য হয়ে উঠলে কর্মীদের আর্থিক উন্নয়নের দাবি সহজেই অনুকূল জনমত ও সমর্থন অর্জন করবে।

গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত সবাইকার আজ উপলব্ধি করা দরকার যে জনচাহিদার নিরিখে এবং একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনচিত্তে গ্রন্থাগারের ভিত আজও শিথিল ও শক্তিহীন। সীমিত সংখ্যক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কিছু মানুষের কাছেই গ্রন্থাগারের যা কিছু চাহিদা। বর্তমানে যথেষ্ট চাহিদা না থাকার মূল কারণ পাঠস্পৃহার অভাব। ছোটবেলা থেকে পাঠস্পৃহা সৃষ্টির তাগিদ থাকে না অভিভাবকদের। স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ব্যবস্থা বেশীর ভাগ স্থানেই দেখা যায় না। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পরীক্ষার বৈতরণী পার হবার জন্যে ঠিক যতটুকু দরকার তার বাইরের পাঠ্যজগৎ ছাত্রছাত্রীদের কাছে অস্পৃশ্য, অদৃশ্য। আজকাল রেডিও, সিনেমা, টিভি গ্রন্থপাঠের প্রবণতাকে কমিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষাবিস্তার, তথ্যবিতরণ ও চিত্তবিনোদনে ঐসব মাধ্যমের উপযোগিতা যতই থাকুক না কেন, লিখিত মাধ্যমে তথ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব যে অনেক বেশী সেকথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। মানুষকে গ্রন্থমুখী ও গ্রন্থাগারমনা করাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগারের চাহিদা বৃদ্ধির সাথেই কর্মীদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ জড়িত।

গ্রন্থাগার বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করেছেন কিংবা করতে চলেছেন তাঁদের সামনে দ্বিতীয় আর একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব ও নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষার প্রশ্ন। যদি স্বাক্ষর ও শিক্ষিতদের মধ্যেই গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে গ্রন্থাগারের সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দাবি ধোপে টেকে না। সীমিত সংখ্যক শিক্ষিত মানুষের জন্যে রাজকোষ থেকে বিপুল অর্থব্যয়ের দাবি দুর্বল হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা আজ আর কেবল বইপত্রের লেনদেন মাত্র নয়। শিক্ষা আনন্দ জ্ঞান ও তথ্য বিতরণে সম্ভাব্য সকল মাধ্যমেই গ্রন্থাগার. গ্রন্থাগারের দরজা আজ স্বাক্ষর নিরক্ষর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকার কাছেই উন্মুক্ত। লেখাপড়া না জানলেও দরিদ্র নিরক্ষর মানুষেরও নিত্যজীবনে নানা খোঁজখবরের প্রয়োজন থাকে। এদেশে এই ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে পৌঁছতে না পারলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সার্থকতা সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। আর পৌঁছতে হলে প্রয়োজন যথোচিত মানসিকতা এবং দেশের অবস্থা ও সমস্যা অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন। মোটকথা সর্বস্তরের মানুষের কাছে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠার উপর গ্রন্থাগারের সর্বাত্মক জনপ্রিয়তা নির্ভর করেছে। যথার্থ জনমুখী গ্রন্থাগার পরিণামে কর্মীবাহিনীরও অনুকূল হবে।

# শিশু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

অর্জুন দাশগুপ্ত

## শিশুর প্রয়োজন

১৯৭৯ বৎসরকে "বিশ্ব শিশু বর্ষ" ঘোষণা করার জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বের বিকশিত ও বিকাশমান দেশগুলির কাছে শিশুদের বিষয়ে তাদের কর্তব্যের প্রতি আলোকপাত করা। জাতিসংঘের এই আহ্বান যেন শিশুদের জীবনে আবার নতুন ক'রে সুযোগ সুবিধার পুনরুদ্ধার করার চেষ্টাকে জাগিয়ে তুলেছে, কেবল মাত্র তাদের জগৎ সভায় আসন ক'রে দেবার জন্য নয়, তাদের পূর্ণ মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলার জন্যেও বটে। কি ভাবে শিশুদের মানসিক উন্নতি সাধনের প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং এই সব বিষয়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব কতটা—তাই বর্তমান প্রবন্ধে কিছুটা আলোচনা ক'রতে চেয়েছি।

সর্বপ্রথম আমাদের সামনে একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় যে আমরা সত্যি সত্যিই শিশুদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করি কি না। কয়েকটি পাঠচক্রের আয়োজন করা, কিংবা শিশু সাহিত্যের সৃষ্টিকে রূপ দেওয়া, বা শিশুদের বইএর মেলা বা শিশু চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধির আয়োজন করলেই কি আমাদের সব দায়িত্ব পালন করা শেষ হ'য়ে যায়? তা নিশ্চয় নয়। আমাদের এবিষয়ে আরও অনেক গভীর চিন্তার স্তরে উপনীত হ'তে হবে। শিশুদের মানসিক ক্ষুধা ও প্রবৃত্তিকে সুসংযত ভাবে বাড়ানোই হবে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ এবং এই ক্ষুধা মেটাবার জন্য ব্যবস্থা ক'রতে হবে উপযুক্ত পাঠাগারের এবং প্রয়োজনীয় পুস্তকের। কেবল মাত্র শিক্ষা, মাতা, শিশু-মনস্তাত্ত্বিক এবং শিশুদের শিক্ষকদেরকেই, শিশুদের মানসিক উন্নতি এবং জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তির কাজে এগিয়ে আসলে চলবেনা, সঙ্গে সঙ্গে আসতে হবে শিশু-সাহিত্যিক-দের, শিশু-শিল্পীদের, শিশুদের পুস্তক প্রকাশকদের এবং শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদেরও। প্রত্যেককেই পালন করতে হবে তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব। তবেই প্রকৃত ভাবে শিশুদের মানসিক উন্নতি হতে পারে, অন্যথা নয়।

## গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকেরা কিভাবে এবং কখন এই কাজে অংশ গ্রহণ করবেন এইবার সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা জানি বই এর সাথে শিশুর সংযোগ স্থাপন করাই গ্রন্থাগারিকদের অন্যতম দায়িত্ব। শিশুরা যখন বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারে পড়তে আসে তখন শিশু গ্রন্থাগারিকেরা তাদের সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দেখছেন। লক্ষ্য করছেন তাদের চলাফেরা, মতিগতি। এদের আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, এদের মনের মতন বই এদের সামনে তুলে ধরার জন্য গ্রন্থাগারিকদের উদ্যোগী হয়ে মিশতে হবে শিশুদের পিতা মাতার সাথে, শিশুমনস্তাত্ত্বিকদের সাথে, এবং শিক্ষকদের সাথে, তবেই সার্থক হবে শিশুর মানসিক উন্নতি সাধনের প্রয়াস।

আমাদের দেশে শিশু গ্রন্থাগারের প্রভাব আজও সুস্পষ্ট হয় নি। বর্তমানের অধিকাংশ শিশুগ্রন্থাগার তা-সে সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি অংশই হোক কিংবা

স্কুলের গ্রন্থাগারই হোক, কোনোটাই যতটা ফলপ্রসূ হওয়া উচিৎ-তা হয়নি। সেই কাজে যে সব বাধা আমাদের সম্মুখীন হতে হয়ে, সেই সব বিষয় কিভাবে আমরা কিছুটা অতিক্রম করতে পারি সে বিষয়ও আলোচনা করেছি এই প্রবন্ধে। বিশেষ করে পুস্তকের ক্ষেত্রে, পাঠকের দিক থেকে, এবং কর্মীর জন্য পৃথক পৃথক ভাবে এই অসুবিধাগুলি কিভাবে এসে দাঁড়ায় এবং কিভাবে সাধ্যমত পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই অসুবিধাগুলি দূর করা যায়, তারই একটা পর্যালোচনা এখানে করা হয়েছে।

## শিশু গ্রন্থাগার : অবস্থান ও গ্রন্থনির্বাচন

শিশুর মানসিক উন্নতির জন্য পুস্তকের অবদান বিরাট। জ্ঞান লাভের পথে "বই" হলো শিশুর শক্তি, যা সেই লভ্য বস্তুটিকে দেখা, শোনা ও স্পর্শ করার ক্ষমতা প্রদান করে। কিভাবে অতি সহজে এবং অসুবিধার সম্মুখীন না-হয়ে শিশুরা বই ব্যবহার করতে পারে সেটাই সর্বপ্রথম দেখা প্রয়োজন। এ বিষয় প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে শিশুর বাসস্থান থেকে গ্রন্থাগারের দূরত্ব কতটা। লোকালয়ের কেন্দ্রস্থলেই হওয়া উচিৎ শিশু-গ্রন্থাগারের অবস্থিতি। গ্রাম, নগর ও শহর—কোনো স্থান থেকেই কোনো শিশুর গ্রন্থাগারে পৌঁছাতে যা-তে কোনো অসুবিধা না হয় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যদি দূরত্বটা হাঁটা পথের বাইরে হয় তবে বাসস্থান থেকে গ্রন্থাগারে আসার যানবাহন সুবিধা থাকা দরকার। তা না-হলে শিশুদের গ্রন্থাগারে আনা সম্ভব হবে না তা-সে যতই আকর্ষণীয় গ্রন্থাগার হোক না কেন। কলিকাতার কোনো একটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগার এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেখানকার শিশু বিভাগে শিশুদের পক্ষে নিয়মিত যাতায়াত করা খুবই কষ্টসাধ্য। চিন্তাশীল বহু বিশ্ব মনীষী স্বীকার করেন যে শিশুদের গ্রন্থাগার তাদের বাসস্থান থেকে এক মাইল অথবা দুই মাইলের অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এই থেকে আমরা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি যে শিশু গ্রন্থাগারের সংখ্যা ভারতের গ্রামে এবং শহরে বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। প্রতিটি শিশুগ্রন্থাগার কোনো না কোনো সাধারণ গ্রন্থাগারের ( Public library ) সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার যাতে শিশু পাঠকদের সুবিধা অসুবিধা সর্বক্ষণ দেখাশোনা করা ও প্রয়োজন মত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়। কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছেন যে প্রতিটি গ্রামে অন্ততঃ একটি করে বিদ্যালয় থাকবে। এটা একটি আশাপ্রদ সংবাদ। আমরা সরকারকে অনুরোধ করবো যে সেই প্রতিটি গ্রামের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যেন একটি করে মোটামুটি ভালো শিশু গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকে।

শিশুদের পুস্তক ব্যবহারের জন্য আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হ'লো গ্রন্থাগার ব্যবহারের "সময়" নির্ধারণ করা। আমার মতে সকাল সাতটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত শিশু-গ্রন্থাগারের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কলিকাতার একটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগ খোলা থাকে দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। অন্য একটি গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে বিকাল চারটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। শিশুরা যখন স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে গ্রন্থাগারে আসবে তখন উপরোক্ত প্রথম গ্রন্থাগারটির দরজা বন্ধ হবার সময় হ'য়ে আসবে। বহু শিশু পাঠককে নিরাশ হ'য়ে সেখান থেকে ফিরে যেতে দেখা গেছে। দ্বিতীয় গ্রন্থাগারটি কেবল মাত্র খোলা থাকে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার সময়টাতে। অনেকেই দোটানায় প'ড়ে যায় - 'বিকেল খেলাটা খেলবে, না প'ড়বে, অনেকে গ্রন্থাগারে এলেও মনটা প'ড়ে থাকে খেলার মাঠে। দুপুরের ছুটিতে, বিকেলে স্কুলের পর, এমনকি ক্লাসের কয়েকটি "পিরিয়ড" বিশেষ ভাবে বিভিন্ন ক্লাসের

ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য নির্ধারণ করা দরকার। এতে খেলাধুলোর সঙ্গে সঙ্গে বইএর সঙ্গে সম্পর্কটাও নিবিড় হ'য়ে ওঠার সুযোগ পাওয়া যায়।

পুস্তক চয়ন করার নীতি নির্ধারণ পাঠকদের বয়সের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থির করা দরকার। বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদের প্রতি সুবিচার ক'রেই এই কাজে হস্তক্ষেপ ক'রতে হবে। সেয়ার্সের মতে শতকরা কুড়িটি পুস্তক নয় বৎসরের অনূর্ধ্ব বালক বালিকাদের জন্য, কুড়িটি তেরো বৎসর বয়সের উর্ধ্ব বালক বালিকাদের জন্য, এবং শতকরা বাট খানা বই নয় থেকে তেরো বৎসর বয়সের বালক বালিকাদের জন্যে থাকা উচিৎ। আমার মতে এ বিষয় কোনো কঠোরভাবে নিয়ম রাখার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েদের বই রাখার নীতি অবলম্বন করাই বাস্তব পদ্ধতি।

শিশু-গ্রন্থাগারের প্রতিটি পুস্তকের জন্য তার একটি পাঠক চাই। পাঠকহীন পুস্তক অনাবশ্যক অলঙ্কারের মতোই অশোভন হ'য়ে ওঠে। এই জন্য শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের সর্বদাই উপযুক্ত পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন খুবই বেশী। নতুন নতুন ভাবধারায়, নতুন লেখকদের জ্ঞান ও আনন্দদায়ক বই সময় মতো আনানোর ব্যবস্থা করা উচিৎ। অবশ্যই কিছু বিশিষ্ট লেখকদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বই-এর নতুন সংস্করণ শিশুদের সামনে তুলে ধরতে হবে। কলকাতার একটি গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগে গত কয়েক বৎসর যাবৎ কোনো পুস্তকই ক্রয় করা হয়নি। অথচ বড়দের বিভাগে সেই গ্রন্থাগারেই নিয়মিত নানান পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে। সেখানে শিশুদের ব'লতে শোনা গেছে—"একই বই আমরা আর কতবার প'ড়বো"। মোটামুটি একটা হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে শিশু গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলির কর্মময় জীবন দুই বৎসরের অধিক নয়। দুই বৎসর পরেই সেগুলির আকৃতি পড়ার অযোগ্য হ'য়ে ওঠে। তাই প্রতি দুই বৎসর অন্তর প্রয়োজনমত বই এর নব প্রকাশিত রূপ গ্রন্থাগারে আনা দরকার। বই কেনার ব্যবসায়িক যান মূল্যায়ণের জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

(১) পুস্তক পরিবর্তন (২) আবশ্যিক সংস্কার (৩) গ্রন্থাগারের আয়তন বৃদ্ধির পরিকল্পনা।

## পাঠক

শিশু পাঠক কারা? এখানে শিশু বলতে আমরা যারা বয়সে শিশু যারা বালক-বালিকা, যারা কিশোর-কিশোরী সকলের কথাই বুঝি। কারণ যারা কিশোর-কিশোরী অর্থাৎ যারা কিছুটা বড় হয়েছে তাদের জন্য পৃথক কোনো গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা নেই তাই তাদের সকলকেই আমরা শিশু গ্রন্থাগারের পাঠক বলেই ধরি। ঠিক কোন্ বয়সে একটি পড়ুয়া শিশু গ্রন্থাগারের পাঠক হবার যোগ্যতা অর্জন করে তা নির্ধারণ করা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। বিখ্যাত শিশু মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাপক হারলক্ (Harlock) মনে করেন দুই বৎসর বয়স থেকেই রঙচঙে ছবির বই, যাতে মানুষ, পশু, পাখী এমন কি বাড়ীর নানাবিধ আসবাবপত্রের ছবি আছে তাই দেখে শিশু ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদিও এই বয়সে শিশু বই পড়তে পারে না, এবং কেউ তা পড়লে বুঝতেও পারে না—কিন্তু তবু পড়ার সুর শুনে এবং পাঠরত মানুষের মুখের অভিব্যক্তি সে উপভোগ করে। ম্যাকৃকলভিন্ (McColvin) মনে করেন গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য শিশুদের কোনো নিম্নতম বয়স নির্ধারণ না-করাই ভালো। কলিন মনে করেন, একটি শিশুর মানসিক জ্ঞানবোধের অর্ধেক কাজ আরম্ভ হয় তার পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্বে। তা যদি হয়, তাহলে আমরা কি পাঁচ বৎসর বয়সের নীচের ছেলে মেয়েদের জন্য শিশু গ্রন্থাগারের দ্বার বন্ধ রাখবো? আমি এক বিখ্যাত

গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগে দেখেছি,—শুধু পাঁচ বৎসর বয়স থেকে চোদ্দ বছর বয়সের বালক বালিকাদের গ্রন্থাগারে যাবার অধিকার আছে। সেখানে বড়দের বিভাগে ছোটদের প্রবেশ নিষেধ। আঠারো বৎসর বয়সের পূর্বে তারা সেখানে যেতে পারে না। আমরা কি তাহলে অনুমান করতে পারি, পাঁচ বৎসর বয়সের কম এবং চোদ্দ বৎসর বয়সের অধিক (যারা তখনও বড়দের গ্রন্থাগারে প্রবেশ করার অনুমতি পায় নি) জ্ঞানপিপাসু সেইসব বালক বালিকাদের কি দুর্দশা? পাঁচ বছর বয়সের কম ও চোদ্দ থেকে আঠারো বৎসর বয়সের কুসুম-কলিরা তাহলে কোথায় যাবে? ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হবার সমস্ত শক্তি নিয়ে তারা কি জ্ঞান মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে শুধুই মাথা খুঁড়বে? এটা কি তাদের প্রতি ঘোর অবিচার নয়। যখন আমাদের কিশোর কিশোরী ও তরুণ তরুণীদের জন্য গ্রন্থাগারের পৃথক ব্যবস্থা নেই। তখন শিশু গ্রন্থাগারে দুই বৎসরের অধিক ও সতের বৎসর পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে দেশের সমস্ত পাঠকের প্রবেশের জন্য উদার ভাবে দ্বার মুক্ত রাখাই সমাজের ও জাতির পক্ষে কল্যাণময়। শিশু গ্রন্থাগারের পাঠকদের নিম্নলিখিত চার ভাগে ভাগ করলে গ্রন্থাগারিকদের সুবিধা হ'তে পারে। (১) দুই থেকে পাঁচ (২) ছয় থেকে নয় (৩) দশ থেকে তেরো (৪) চোদ্দ থেকে সতেরো

## কর্মী

শিশু গ্রন্থাগারে যাঁরা কাজ করেন, বিশেষ করে শিশু গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সহজ নয়। গ্রন্থাগারিক যে শুধু তাঁর গ্রন্থাগার বিদ্যায় পারদর্শী হবেন তাই নয়, তাঁর থাকবে শিশুদের প্রতি দরদ ও সহনশীলতা। হ্যারড্ (Harrod) মনে করেন যে শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের সাধারণ গ্রন্থাগারিকদের অপেক্ষা অধিকতর কর্মবোধ থাকা চাই। শিশুরা তাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে যে কোথায় তাদের সমাদর করা হচ্ছে, আর কোথায় তাদের কেবল মাত্র সহ্য করা হচ্ছে। বর্তমানে বিদেশে যেখানে শিশু গ্রন্থাগারগুলিতে School Media Centre গড়ে উঠছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হচ্ছে এই কেন্দ্রগুলিকে। আমাদের দেশে এই চিন্তাধারাকে আমরা গ্রহণ করলে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিই হবে। শিশু গ্রন্থাগারিকদের সাধারণ গ্রন্থাগারিক অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু শিক্ষার প্রয়োজন। কেন না তাঁরা জাতির "ভবিষ্যৎ নাগরিকদের" তৈরীর কাজে ব্রতী হচ্ছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক উপাধি লাভের পর তাদের ছয়মাস অথবা এক বৎসর কালের জন্য শিশু গ্রন্থাগারের কাজে বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন। একটি সুযোগ্য ও সফল শিশু গ্রন্থাগারিকের কতগুলি বিশেষ গুণ থাকার একান্ত প্রয়োজন যেমন।—(১) সাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, (২) অসীম ধৈর্য, (৩) অমায়িক স্বভাব ও ব্যবহারিক কাজের উপযুক্ততা। শিশু গ্রন্থাগারের কর্মীর সংখ্যা ঠিক কতটা হওয়া উচিৎ তা পাঠক সংখ্যার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। ছোটদের পাঠাগারে প্রতিটি পাঠকের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে। আবার যে কোনো গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজকর্মও সেই গ্রন্থাগারিককে করতে হয়। কলকাতার একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগে যেখানে দশহাজারেরও অধিক পুস্তক আছে এবং প্রতিদিন কুড়ি থেকে তিরিশ জন পাঠক পাঠিকা পড়তে আসে সেখানে মাত্র একজন মহিলা একটি নিম্নপদে নিযুক্ত আছেন। প্রতিটি শিশু গ্রন্থাগারের জন্য কর্মী নিযুক্তি প্রণালী (Staff formula) প্রচলিত করার আশু প্রয়োজন।

বর্তমানে শিশুদের পুস্তক-প্রীতি ক্রমবর্ধমান। তাদের সময়মতো ও সঠিক ভাবে পুস্তক ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। মাসের দু'য়ো নিয়মিত ভাবে কেমন ক'রে পুস্তক ব্যবহার

ক'রতে হয়, কিভাবে বই-এর শ্রেণী ভাগ করা হয়, আলমারিতে কিভাবে বই রাখার ব্যবস্থা করা যায়, কি ক'রে বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু ( একটু বড় পাঠকেরা ) লিখে নিয়ে যেতে পারে—এই সব বিষয় শিশু পাঠকদের সামনে আলোচনা করা দরকার। একটি শিশু গ্রন্থাগারে দেখেছি ছেলেমেয়েরা অতি আগ্রহ ভরে সুকুমার রায় বা এনিড্ ব্লাইটনের বই প'ড়ছে। একটি মেয়েকে দেখেছি পরের দিন যাতে আবার সেই পাতাটা সহজে খুলতে পারে সেই কারণে ব্লাইটনের বই-এর একটি পাতার কোন্ মুড়ে ভাঁজ ক'রে রেখে চ'লে যাচ্ছে। তাতে যে বইটার ক্ষতি হ'চ্ছে তা তারা বুঝতে পারছেনা। তার কারণ হ'লো পাঠকদের সঙ্গে পড়ার রীতিনীতি আলোচনা করার কোনো ব্যবস্থাই গ্রন্থাগারে নেই।

যে কোনো নির্দেশ শিশুদের ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া উচিৎ হবে না। "আমার মনে হয় এই বইটি তোমার খুব ভালো লাগবে।"

কিংবা—"আচ্ছা এই বইটা কিরকম হবে দেখো-তো!

এতে কিন্তু অনেক ভাল ভাল জিনিস সুন্দর ক'রে লেখা আছে।"—

এই ভাবে ব'ললে ছোটদের সেই আলোচনা কাজে লাগবে। গ্রন্থাগার—কর্মীদের মধ্যে যাঁরা পথ-প্রদর্শকের কাজ ক'রবেন তাঁদের প্রতিটি শিশুর পড়ার ক্ষমতার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনো কোনো শিশু ধীর গতিতে পড়ে এবং তা বোঝবার খুব চেষ্টা করে। আবার কেউ কেউ খুব দ্রুত গতিতে প'ড়তে পারে। এই সব ভিন্ন ধরণের পাঠক পাঠিকাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা ও উপদেশের প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিক মাঝে মাঝে শিশুদের নিয়ে গ্রন্থাগারের নানান বিভাগ ঘুরিয়ে আনা— ( যেখানে মূল্যবান পুঁথিপত্র রাখা আছে ) খুব দরকার। তাদের পড়ার সুবিধার জন্য কি কি কাজের ব্যবস্থা নেওয়া হ'য়েছে তা-ও তাদের বোঝানো উচিত।

শিশুদের নিয়ে আলোচনা সভায় যে সব কর্মসূচী নেওয়া যেতে পারে, তা হল :— (১) গল্প বলা (২) পুতুল নাচ দেখানো (৩) নতুন নতুন বই দেখানো এবং (৪) ভালো নতুন বই কিছু অংশ পড়ে শোনানো।

বই অবশ্য শিশুকে জ্ঞান-পথে বহুদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু রেডিও, গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডার, টেলিভিশন—ইত্যাদি audiovisual দ্রব্যাদির সাহায্যে শিশুমনের ওপর আরও গভীরভাবে রেখাপাত করা সম্ভব। বিভিন্ন শিশু গ্রন্থাগারে তাই এই ধরণের পরিসেবার ব্যবস্থা করা উচিৎ। আমাদের দেশের শিশু গ্রন্থাগারে এখনো সে রকম ভাবে এই ধরণের পরিসেবার প্রচলন হয়নি।

শিশু গ্রন্থাগারিকদের জন্য উচ্চমানের বেতনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাঁদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পরিমিত সংখ্যায় গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হওয়া উচিত, নইলে তাঁদের পরিশ্রম ও জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা সার্থক হবে না।

## উপসংহার

আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে একটি শিশুর মানসিক উন্নতি সাধনের প্রয়াসে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা সর্বতোভাবে পালন করতে পারা যায় যদি সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায়। বৈদেশিক কোনো একটি শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ব'লেছিলেন, "আমাদের গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রণালীর একটি শক্তিশালী অঙ্গ। যখনি আমরা কোনো বিষয়ে সুবিধাগ্রস্ত হই তখনি আমরা গ্রন্থাগারিকের শরণাপন্ন হই। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আমাদের এ বিষয় সাহায্য করেন। যখন কোনো বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, আমি সোজা গ্রন্থাগারিকের কাছেই চলে যাই"।

কোনোদিন হয়তো আমাদের দেশের শিশুদের

শিক্ষকেরাও জোর গলায় ঠিক এই ধরণের কথা আমাদের শিশু গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে বলবেন। সে দিনটি যত শীঘ্র আসে ততই আমাদের দেশের ও জাতির পক্ষে মঙ্গল।

গ্রন্থপঞ্জী


১ BRAGA (LJ). Learning and growing : a guide to child development. Newjersey : Prentice Hall, 1975

২. HARROD (LM). Library work with children with special reference to developing. countries. London : Andre Deutech, 1969.

৩. HURLOCK (EB). Child development. 4thed. Newyork : Mograw Hill, 1956.

৪ MCCOLVIN (LR). Public library service for children. Delhi : WBS, 1974.

৫ Ray (C). Library service to children. Newyork : K G Sam, 1978.

৬. SAYERS (WCB). A Manual of children's libraries. Banbery Mennktales, 1967.

৭. WILLIAMS (G) Children and thier book. London : Duchworks, 1970.


---


# বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

## ৩৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

## বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের সদস্য ও গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিদের জানানো হচ্ছে যে আগামী ৩৭ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মার্চ, ১৯৮১ তে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময় পরে বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো হবে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির হয়েছে।

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চাহিদা নির্ণয়ন।

(খ) গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ।

(গ) বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের ও কর্মীদের সমস্যা।

তৃতীয় বিষয়টি (গ) নিয়ে যে কোন গ্রন্থাগার কর্মী ও সংগঠক গ্রন্থাগার ও কর্মীর সমস্যা নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে পারেন। বক্তব্যের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তাকারে লিখিতভাবে পেশ করতে হবে। সাদা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠার মধ্যে সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পেশ করতে হবে। প্রথম দুটি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ সাদা ফুলস্কেপ কাগজের ৪ পৃষ্ঠার মধ্যে (১ পৃষ্ঠায় লেখা হবে) লিখতে হবে। প্রবন্ধ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১।

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৮০।

# ইউ ডি সি সম্পর্কে দু'একটি কথা

অনিলচন্দ্র পাল

০ গ্রন্থাগার জগতে বিষয়বস্তু বর্গীকরণের জন্য যে সমস্ত বর্গীকরণ পদ্ধতি রয়েছে তাদের মধ্যে এই ক'টিই হল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১. ডিউই ডেসিমেল বর্গীকরণ পদ্ধতি ( ডি ডি সি ) ১৮৭৬—
২. ইউনিভার্সাল ডেসিমেল বর্গীকরণ পদ্ধতি ( ইউ ডি সি ) ১৮৯৭—
৩ লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস বর্গীকরণ পদ্ধতি ( এল সি সি ) ১৯০১—
৪. বিবলিওগ্রাফিক ক্লাসিফিকেশন অব্ ব্রিস ( বি সি ) ১৯১০/১৯৩৫—
৫. কোলন ক্লাসিফিকেশন ( সি সি ) ১৯৩৩—
৬ লাইব্রেরী-বিবলিওগ্রাফিকেল ক্লাসিফিকেশন ( বি বি কে ) ১৯৬০—

## ১ ইউনিভার্সাল ডেসিমেল বর্গীকরণ পদ্ধতি

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের দু'জন বেলজিয়ামদেশীয় গ্রন্থাগারিক—পল অটলেট ও লা ফনতেন-এর অনুরোধে গ্রন্থ / পেরিওডিক্যাল সাহিত্য / গ্রাইক্রো ডকুমেন্টের বর্গীকরণের জন্য ডি ডি সি'র ব্যবহারের জন্য সানন্দে অনুমতিদান করেছিলেন। তাদের এই প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করেই ইউ ডি সি গড়ে ওঠে। ১৮৯৭ সালের মাঝামাঝি ইউ ডি সি'র ফরাসী সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বিষয়তালিকারও (schedule) বিস্তৃতিকরণ হয়েছিল। সাধারণ ও বিশেষ সহায়ক তালিকা বা সারণী (common and special auxiliary tables) সংযুক্তিকরণও হয়েছিল। প্রতীকী চিহ্নের নির্দেশনা ও তা ব্যবহার করার পদ্ধতি, নির্দেশ পরম্পরায় ইঙ্গিত, বিষয় সমূহের সংযুক্তির ব্যবস্থা, সাধারণ দৃষ্টিকোণ, ভাষা, জাতি, স্থান, কাল ইত্যাদির প্রয়োগের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্রকারের ডকুমেন্টের সঙ্গে সম্পর্কেরও অনেক কথা বলা হয়েছিল। ১৯০৪ থেকে ১৯৫০ সাল, এই সুদীর্ঘ সময়কে কেন্দ্র করেই জার্মানভাষাতে এর একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানকালে ২০টি ভাষাতে ইউ ডি সি'র সম্পূর্ণ সংস্করণ পাওয়া যায়।

## ১১ ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ঃ

১৯২১ সালের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর আনুমানিক এক লক্ষাধিক গ্রন্থাগারে, ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে, তথ্যনির্ঘণ্টী কেন্দ্রে এবং কিছু ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রন্থাগারে বিষয়বস্তু বর্গীকরণের জন্য ইউ ডি সি'র ব্যবহার চলে আসছে। ১৯৬০ সালের পর ব্রাসিলিয়ার আইনের মাধ্যমে বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারে রক্ষিত সাময়িকী পত্র/পত্রিকার প্রতিটি প্রবন্ধের বর্গীকরণ, সূচীকরণ ও সংক্ষেপণ করার কাজে ইউ ডি সি'র ব্যবহার বেড়েই চলেছে। পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী দেশগুলি এই ব্যাপারে ব্রাসিলিয়াকে অনুসরণ করে চলেছে। তাছাড়া লাটিন আমেরিকা, চীন, জাপান, রাশিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের গ্রন্থাগারে ইউ ডি সি'র ব্যবহার বেড়েই চলেছে। প্রারম্ভিক পরিচয়জ্ঞাপক [introductory brochures] পুস্তিকা এবং প্রয়োগ নির্দেশক গ্রন্থ বিভিন্ন সংস্করণে / বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

এই ধরণের নির্দেশনা ও মূলগ্রন্থের সন্ধান ছেলে তেরটি ভাষায়।

জ্ঞানভূমির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতা রেখে এই ইউ ডি সি'র নিত্যব্যবহারের উপর ১৯৬৮ সালে একটি শিক্ষামূলক সম্মেলন হয়ে গেছে। ১৯৭০ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে এবং ১৯৭১ সালে হায়েগে নতুন করে এই ধরণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিযান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি (Computerization) ইউ ডি সি'র তৃতীয়সংখ্যক কার্যক্রমে ( Scheme III ) বিবৃত হয়েছে।

## ২ ইউ ডি সি'র অপ্রতুলতা :

তাই বর্তমান গ্রন্থবিজ্ঞানীদের অন্যতম পুরোধা ডি. জে. ফসকেট্ "Comments on fundamental categories in document classification" নামক এক প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছেন যে—'সর্বত্র এই একটা অভিযোগই শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ইউ ডি সি ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগিক কর্মের ক্ষেত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে অসমর্থ হচ্ছে। তাই তাকে যথেষ্ট পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করে একটি বিশেষ নতুন ধারায় প্রবাহিত করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।'

প্রায় গত চল্লিশ বছর ধরে ইউ ডি সি অপ্রতুলতার রোগে ভুগছে। ১৯৭০ সাল থেকে এফ আই ডি / সি সি সি'র সম্মেলন ইউ ডি সি'র পুনর্বিন্যাসের সম্পর্কে সতেজ যুক্তির সমাবেশ ঘটেছে। যাতে ইউ ডি সি এবার একটি পরিবর্তিত আকারে পরিবর্ধিত হতে পারে তার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলেছিল। কিন্তু সমস্যা শুরু হল যখন ১৯৬২ সালে ঠিক হল '৪' শ্রেণীটিকে শূন্য রেখে ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের সংযুক্তি ঘটানো হবে। এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরম্পরা (Hierarchy) সংস্থাপন করা হবে। অনেকের প্রস্তাবে 'শূন্যস্থান' (Lacuna) পূর্ণ করার যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব ছিল। বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার ফলে সাময়িকভাবে ইউ ডি সি প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এখানেই জন্ম নিল নতুন এক সমস্যা। ব্যবহারকারীগণ প্রতীকচিহ্নের (Notation) পরিবর্তন করতে চাইলেন না। তাঁরা বরং বললেন তা হলে সমস্ত পদ্ধতিটারই পরিবর্তন ঘটানো হোক্। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা '৪' শ্রেণী বা ভাষাকে আমল দিতে চাইলেন না। তাঁরা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরম্পরা সম্পর্কের কথাও অস্বীকার করে বসলেন। ডি ডি সি'র সমর্থকরন আর একটি সমান্তরাল বর্গীকরণ পদ্ধতির অবস্থানকে অস্বীকার করতে চাইলেন।

## ২১ ডঃ রঙ্গনাথন ও ইউ ডি সি :

ডবলইউ সি বারউইক শেয়ার্স ( ইউ কে ) তাঁর Manual of classification গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (১৯৫৫) বলেছেন : কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির বৈশ্লেষিক (analytico) ও সংশ্লেষিক (synthetic) দিকগুলি বর্তমান যুগের বর্গীকরণ নীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর ( ডঃ রঙ্গনাথনের ) octave device পদ্ধতি ইউ ডি সি'তে ব্যবহার করার জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

২১১ গ্রন্থের শ্রেণী বিভাজনের ক্ষেত্রে ডক্টার ডুইডিসের অবদান। ডক্টার ডুইডিস প্রথম যুক্তিসঙ্গত করেছিলেন যে-ডকুমেন্ট বর্গীকরণের ক্ষেত্রে ইউ ডি সি অচল হতে বসেছে। তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন যে ইউ ডি সির সংস্করণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক বিভাজন নীতির প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ১৯৫৭ সালে ডঃ রঙ্গনাথনকে 'বর্গীকরণ পদ্ধতি ও ডকুমেন্টেশন' নামক একটি বক্তৃতাদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান। ডঃ রঙ্গনাথন তার কয়েক মাস আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রধান হিসাবে যোগদান করেছিলেন।

প্রথমে তিনি এই অযাচিত আমন্ত্রণে বিস্মিত হন। পরে ডকুমেণ্টেশন ও বিভাজন নীতি সম্পর্কে একটি বক্তৃতার খসড়া প্রস্তুত করেন। মিঃ ডুইডিন প্রবন্ধটি পাঠ করে অভিভূত হন। স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে ঐ প্রবন্ধটি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। প্রবন্ধপাঠ করে অনেকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ দেখান। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানীদের উপর তাঁর প্রবন্ধের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল।

## ৩ ডি ডি সি ও ইউ ডি সি

কিন্তু ডি ডি সি'র গতি কখনো থেমে যায় নি। প্রয়োজন মতো সংস্করণের মাধ্যমে ডিডিসি ইউডিসি থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। যদিও ইউডিসি ও ডিডিসি মূলতঃ একই ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

### সহায়িকা সারণী (Tables of auxiliaries) :

ইউডিসি সংযুক্তি করণের প্রতীকী চিহ্নরূপে দশটি সহায়িকা সারণী সরবরাহ করেছে। এর দ্বারা যে কোন ডকুমেণ্টের বর্গীকরণের কাজ পুংখানুপুংখ ভাবে করা যেতে পারে। যে কোন ধরণের ডকুমেণ্টে একের অধিক বিষয়বস্তুর আলোচনা থাকতে পারে বা একটি বিষয়ের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের সমাবেশ ঘটতে পারে। বিষয়বস্তুগুলিকে একটি বিষয়ে সমন্বিত রাখলে ডকুমেণ্টের প্রতি অবিচার করা হবে। সহায়িকা সারণীর দ্বারা বিষয়ের প্রতিটি রূপের পরিস্ফুটন ঘটানো যেতে পারে। এই দশটি সহায়িকা সারণী নিম্নে বর্ণিত হল :

| প্রকৃতি | প্রতীকী চিহ্ন |
|---|---|
| ১ সংযুক্তিকরণ ও পরিবর্ধনের জন্য | + এবং / |
| ২ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক দেখানোর জন্য | : |
| ৩ ভাষার জন্য | = |
| ৪ রূপের জন্য | (০...) |
| ৫ স্থানের জন্য | (১/৯) |
| ৬ জাতি ও জাতীয়তার জন্য | (=) |
| ৭ সময়ের জন্য | " " |
| ৮ আক্ষরিক সমন্বয়ের জন্য | A/Z |
| ৯ দুইভাগে প্রকাশের জন্য | .00 |

১০ বিশেষ সহায়িকা সারণী —1/—9, ·0 এবং ·1

১ সংযুক্তিকরণের চিহ্ন ( + ) এই চিহ্নটি দুটি বা তদোধিক পৃথক বিষয়বস্তুকে যুক্ত করে।
যেমন : ৫৩+৫২ পদার্থবিদ্যা ও জীববিজ্ঞান।

১ পরিবর্ধনকরণের চিহ্ন (/) একাধিক বিষয়বস্তু ধারাবাহিক ভাবে কোন ডকুমেণ্টে থাকলে তা দেখানোর জন্য।
যেমন : ৫৩৬/৫৩৮ —তাপবিদ্যা, তড়িৎবিদ্যা ও চুম্বকবিদ্যা।

২ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক দেখানোর চিহ্ন (:) যখন একটি বিষয় অন্য একটি বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়, তখন ঐ দুটি বিষয়কেই প্রতিফলনের জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : ৫১৮২ প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের জন্য অঙ্কশাস্ত্র।

৩ ভাষা = ডকুমেণ্টের বিষয়বস্তু যে ভাষায় লিখিত হয়েছে তা উপস্থাপিত করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন, ৫৩=২০ ইংরেজী ভাষায় লিখিত পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত একটি ডকুমেণ্ট।

৪ রূপ (০) ডকুমেণ্টের বিভিন্ন 'রূপ' এই চিহ্নের দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়।
যেমন : ৬১(০৩) চিকিৎসা বিদ্যার বিশ্বকোষ।

৫ স্থান (১/৯) এই চিহ্নের দ্বারা বিষয়ের ভৌগলিক অবস্থানের ইঙ্গিত বহন করে।
যেমন : ৩৭(৫৪০) বর্তমান ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা।

৬ জাতি ও জাতীয়তা (=) ডকুমেণ্টের মধ্যে কোন জাতি বা কোন নাগরিকের জাতীয়তা

নির্ণয় করতে হলে এই চিহ্নের ব্যবহার অপরিহার্য।

যেমন: ৭৫.০৭১ (=১'৫৯০) ভারতীয় চিত্রশিল্পী।

৭ সময় এই " " চিহ্নের উদ্দেশ্য হল বিষয়ের সময়সূচী নির্ণয় করা।

যেমন: ৫৪ "১৮" ঊনবিংশ শতাব্দীর ভ্রমণ শাস্ত্র।

৮ আক্ষরিক সমাবেশ (A/Z) বিন্যাসীকরণে একই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি ভক্যুমেন্টের স্বকীয়তা রক্ষার জন্য আভিধানিক প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

যেমন: ৯২ গান্ধী মহাত্মা গান্ধীর জীবনী।
৭৫ অ৭ অবনীন্দ্র ঠাকুরের চিত্রাবলী।

৯ দৃষ্টিকোণ ('০০): '০০ এই চিহ্নের দ্বারা ইউ ডি সি বিভাজন পদ্ধতিতে একটি বিশেষ বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার ব্যবস্থা আছে।

যেমন। ৫১.০০১'৫ অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণা।

১০ বিশেষ সারণী (—,০,') উপরিউক্ত সহায়িকা সারণী সর্বত্র প্রযোজ্য। সুতরাং তাদের সাধারণ সহায়িকা সারণী বলতে আপত্তি নেই। কিন্তু বিশেষ সারণীর ব্যবহারের জন্য —, ০ এবং ' চিহ্ন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

যেমন। ৮৯১.৪৪—২ বাংলা নাটক
৭৫ ০৭১. চিত্রশিল্পী

---

# বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ও

# ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব্ স্পেশাল লাইব্রেরীজ এ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারস (ইয়াসলিক)

সবিনয় নিবেদন,

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক কে সি হ্যারিসনকে আগামী ২২ জানুয়ারী ১৯৮১ (বৃহস্পতিবার) তারিখে সম্বর্ধনা জানানো হবে। এদিন উনি "Resource sharing—the British experience" সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন। সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা পরিষদ ভবনে অপরাহ্ণ ৬-৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক, ইয়াসলিক

৫ ১-১৯৮১

রামকৃষ্ণ সাহা
সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

## সংবাদ কণা

### বিলম্বিত বিবেক

৩৬ বছর আগে এক মহিলা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট হেস স্টেট ইউনিভার্সিটি গ্রন্থাগার থেকে গ্রীক কবিতার একটি বই নেন। সম্প্রতি দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে ডাকযোগে তিনি বইটি ফেরৎ পাঠালেন। সঙ্গে পাঠানো একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন তিনি ছাত্রী ছিলেন তখন এই বইটি তিনি আত্মসাৎ করেন। দিনে দশ সেন্ট হিসেবে ৩৬ বছর আগে ধার নেওয়া এই বইটির জন্য তিনি ১৩১৪ ডলার জরিমানা দিতে প্রস্তুত, যদিও বইটির মূল্য ছিল মাত্র ৬১ সেন্ট। গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ভদ্রমহিলাকে তাঁর সততার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন যে তাঁকে জরিমানা দিতে হবেনা।

### অথর্ববেদের পুঁথি

এতকাল কাশ্মীর থেকে প্রাপ্ত পুঁথিটিই ছিল অথর্ববেদের আলোচনার একমাত্র উপকরণ। অতি সম্প্রতি ওড়িশা থেকে অথর্ববেদের আর একটি পুঁথি পাওয়া গেছে যাতে বৈদিক শাস্ত্রের আলোচনায় নতুন আলোকপাত সম্ভব হয়েছে। প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের বৈদিক শাখার অধিবেশনে সেটাই ছিল বিশেষ আলোচনার বিষয়।

### ক্ষিতিমোহন স্মারকগ্রন্থ

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের অশীতিবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। এছাড়া আচার্য ক্ষিতিমোহনের বিভিন্ন ভাষণ সংগ্রহেরও কয়েকটি সংকলন প্রকাশেরও তোড়জোড় চলছে। এর মধ্যে রয়েছে, বৈদিক ঐতিহ্যের সম্পত্তি, বাংলার লোকসংগীতের এক সংগ্রহ যার বেশীরভাগই বাউল সংগীত। এছাড়া তাঁর সংগৃহীত জারিগানও প্রচুর। স্বরলিপিসহ সেগুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।

### সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার

"চিরন্তীব" মেল পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনা '৮০ খ্রিস্টাব্দের আগে রুশদেশ'-এর জন্য সোভিয়েত-ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার পাচ্ছেন। পুরস্কারের মূল্য দেড় হাজার টাকা।

### নেতাজী রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেতাজী রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

### আলোর ফুলকির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ

পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত শিশু রচনার সঙ্কলন 'আলোর ফুলকি'র প্রথম সংস্করণের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে পঃ বঃ সরকার 'আলোর ফুলকি'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

### ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারে যুবরাজ চার্লস

গত ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে কলিকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে একান্ত ঘরোয়া মেজাজে কাটিয়ে গেলেন ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স চার্লস।

### ভিক্টোরিয়া ওকামপো

রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগিণী আর্জেন্টিনার লেখিকা বান্ধবী ভিক্টোরিয়া ওকামপোর তোলা ছবির কিছু ছবি এবং তার সম্পর্কে কয়েকটি স্পেনীয় বই ও পত্র-পত্রিকা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে দান করা হয়েছে। শ্রীমতী ওকামপোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রীমতী মারিয়া রেণা চুরা এইগুলি বিশ্বভারতীতে দান করেন। কবি আর্জেন্টিনায় থাকাকালে ছবিগুলি তুলেছিলেন শ্রীমতী ওকামপো। প্রদত্ত বইগুলির মধ্যে রয়েছে "পূরবীর" স্পেনীয় অনুবাদ যা আর্জেন্টিনায় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া আছে ওকামপো সম্পাদিত 'সুর' পত্রিকার দুটি কপি।

### শিলালিপি পাঠের বয়স

১৯৮১ সালে ভারতবর্ষে শিলালিপি পাঠের শতো বছর হচ্ছে। প্রথম শিলালিপি পাঠোদ্ধার হয় ১৮৩৯ সালে। পাঠোদ্ধার করেন চার্লস উইলকিনসন। প্রথম যে লিপি পড়া হয়েছিল, সেটি নবম শতাব্দীর তাম্রশাসন। এটি পালরাজ দেবপাল দেবের নাগরী লিপিতে লেখা একটি ভূমিদানের দলিল। এই এই তাম্রশাসনটি বর্তমানে ব্রিটেন। ১৯৮১ সালের ১৬ই জানুয়ারী কলিকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে দেশ বিদেশের শতাধিক শিলালিপিবিদকে নিয়ে তিন দিনের সেমিনার হবে। এর মধ্যে একটি দিন নির্দিষ্ট থাকবে 'মুদ্রার অভিলেখমালা' নিয়ে আলোচনার জন্য।

সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ

---

Statement of ownership and other particulars about
GRANTHAGAR
(Form No. IV/ Rule 8 )

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Place of publication : | Calcutta |
| 2. | Periodicity of its publication ; | Monthly |
| 3. | Printers Name : | Sourendramohan. Gangopadhyay |
| | Whether citizen of India : | Indian |
| | Address : | 100/1 Bhupendra Bose Avenue<br>Calcutta—700004 |
| 4. | Publisher's Name : | Sourendramohan Gangopadhyay |
| | Whether citizen of India : | Indian |
| | Address : | 100/1 Bhupendra Bose Avenue<br>Calcutta—700004 |
| 5. | Editor's Name : | Prabir Roychowdhury |
| | whether citizen of India : | 25/2, Chakraberia Road (South) |
| | Address : | Calcutta – 700025 |
| 6. | Name and Address of the owner : | Bengal Library Association<br>C/o Central Library. University of Calcutta<br>Calcutta—700073 |

I, Sourendramohan Gangopadhyay, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated : 2.1.1981

Sd/- Sourendramohan Gangopadhyaya
Signature of publisher

## ॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

### বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা ৮০

গত ৩০।১১।১৯৮০ রবিবার বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা গ্রন্থাগারের সভাপতি ডাঃ পরেশ নাথ প্রামাণিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিপুল উদ্দীপনার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট হিতৈষী সর্বশ্রী নিমাই রায়, কমলাকান্ত রায়, হেমেন্দ্র নাথ পাল, সুবোধ কুমার রায় প্রমুখ গ্রন্থাগারের গৃহ-নির্মাণ, 'লাইব্রেরী লাইব্রেরীতে রূপান্তরের আয়োজন প্রভৃতি উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নতুন কমিটি বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিম্নলিখিতদের নিয়ে গঠিত হয়। সভাপতি - ডাঃ পরেশ নাথ প্রামাণিক, উপ-সভাপতি—সর্বশ্রী ডাঃ অঞ্জলি গুহ রায়চৌধুরী, মোজাম্মেল হোসেন মোল্লা ও শ্যামলকৃষ্ণ ব্যানার্জী, সম্পাদক — নিখিল জোয়ারদার, সহ-সম্পাদক — দেবেন্দ্র নাথ পাল, কোষাধ্যক্ষ — অনিল কুমার ভুঁইয়া, গ্রন্থাগারিক — গোবিন্দ বসু, সহ-গ্রন্থাগারিক — সুকান্ত পাল, আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক — মদনমোহন পাল' সদস্য — সর্বশ্রী আবদুল হোসেন, ভোলা নাথ পাল, সদানন্দ পাল, শ্যামনারায়ণ সাউ, সহদেব পাল ও ডাঃ সমীর পাল।

### রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, বেলুড়, হাওড়া

হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণনগরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা ৫ই অক্টোবর, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীপ্রদীপকুমার কর কর্তৃক উত্থাপিত বার্ষিক বিবরণী বিবেচিত হয়। বার্ষিক বিবরণীতে গ্রন্থাগারের অগ্রগতির বর্ণনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্ষিক সভায় আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাবও পেশ করা হয়।

### সংস্কৃতি, আমতা, হাওড়া

সম্প্রতি চাকদোতার ঐতিহ্যশালী সংস্থা "সংস্কৃতি"তে প্রখ্যাত হিন্দী ও উর্দু কথা সাহিত্যিক দুদিন ব্যেপী জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে নিমাই মান্না ও দিবাকর কয়াল। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গুণধর মান্না, অরুণ মান্না, সমীর মান্না, দিলীপ মান্না, অরুণ মান্না, সলিল মান্না প্রমুখ।

বিদ্যা-উৎসব উপলক্ষে "সংস্কৃতিতে" শিশুদের জন্য আবৃত্তি ও ছবি আঁকো প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিতার তারিখ ও সময় ঠিক হয়েছে ১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১, দুপুর ২ টায়। এছাড়া বিদ্যা উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্যাভিনয়, সাহিত্য পাঠের আসর, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন থাকছে।

### শ্রীসঙ্ঘ গ্রন্থাগার, কলিকাতা-৯

গত ২রা অক্টোবর, ১৯৮০ তারিখে শ্রীসঙ্ঘ গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৮০-৮৩ সালের জন্য গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হন। সভাপতি — এ. B. পাল; সহ-সভাপতি — অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও সুজিৎ লাহিড়ী; সম্পাদক — শান্তিনাথ বসু; সহ-সম্পাদক — অরুণ দত্ত; কোষাধ্যক্ষ — নকুল ভট্টাচার্য; কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবৃন্দ — অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ পাল, প্রসাদ কিস্কান, সন্তোষ ভট্টাচার্য ও সুধীন মিত্র।

প্রতিবেদক : অমিতাভ ঘোষ

## গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপ-সমিতি

(ক) সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স কোর্স ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফলাফল।

### প্রথম শ্রেণী (গুণানুসারে)

| রোল নং | | নাম |
|---|---|---|
| ৬৬ | — | সন্দীপ সরকার |
| ৫০ | — | মলয় দাস |
| ২৬ | — | চন্দ্রিকা বিশ্বাস |
| ৮৩ | — | সুদীপ্তা দত্ত |
| ৩ | — | অমিত মুখার্জী |
| ৮৫ | — | সুমিতা রায় |
| ৮০ | — | সুব্রত ব্যানার্জী |
| ১১ | — | অর্চনা ভট্টাচার্য |
| ৮৪ | — | সুজাতা চৌধুরী |
| ৫২ | — | মিহির ঘোষ |
| ১৪ | — | দুধাকান্তি পাইন |
| ২৫ | — | চন্দনা চক্রবর্তী |
| ৭৬ | — | শিপ্রা মজুমদার |
| ৯ | — | অপর্ণা ভট্টাচার্য |
| ৫৯ | — | প্রতিভা কুণ্ডু |
| ৬৭ | — | শান্তনু কোলে |
| ৮৬ | — | সুশান্ত মুখার্জী |
| ৬০ | — | প্রমিতা রায় |
| ২২ | — | বিদ্যুলোনল চক্রবর্তী |
| ৪৮ | — | মধুমন্তী দত্ত |
| ১৮ | — | ভবানী ব্যানার্জী |
| ২৯ | — | দীপা রায়চৌধুরী |
| ৬৪ | — | সাধন বসু |
| ৭৮ | — | সোমা বসু |

### দ্বিতীয় শ্রেণী ( রোল নং অনুযায়ী )

| রোল নং | | নাম |
|---|---|---|
| ১ | — | অচিন্ত্যলনন মন্ডল |
| ২ | — | অলোকা ব্যানার্জী |
| ৩ | — | অমলরঞ্জন রায় |
| ৪ | — | অমরকুমার সাহা |
| ৬ | — | অনিন্দিতা দাস |
| ৭ | — | অঞ্জনকুমার রায় |
| ৮ | — | অনুপম সরকার |
| ১০ | — | অরবিন্দকুমার মাইতি |
| ১৩ | — | অরুণা দে |
| ১৫ | — | অশোককুমার রায় (কর্মকার) |
| ১৬ | — | আসিতকুমার মুখার্জী |
| ১৭ | — | বেবী দাস |
| ১৯ | — | বিভাংশুকুমার দত্ত |
| ২০ | — | বিদ্যুৎবরণ প্রতিহার |
| ২১ | — | বিপ্লবকুমার দত্ত |
| ২৭ | — | চিত্রা ঘোষ |
| ২৮ | — | দেবনাথ চক্রবর্তী |
| ৩০ | — | দীপক মজুমদার |
| ৩১ | — | দীপককুমার মিত্র |
| ৩২ | — | দীপঙ্কর ঘোষ |
| ৩৩ | — | ডালি দালাল |
| ৩৪ | — | সুবীপদ ব্যানার্জী |
| ৩৭ | — | গোপা রায় |
| ৩৮ | — | গৌরাঙ্গ কর্মকার |
| ৩৯ | — | ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য |
| ৪০ | — | কাকলি দাসগুপ্ত |
| ৪১ | — | কাকলি রায় |

দ্বিতীয় শ্রেণী ( রোল নং অনুযায়ী )

| রোল নং | | নাম |
|---|---|---|
| ৪। | — | কালিপ্রসাদ মুখার্জী |
| ৪৩ | — | কালিপদ দেবনাথ |
| ৪৪ | — | কমলাকান্ত সাহা |
| ৪৫ | — | কৃষ্ণা দত্ত |
| ৪৬ | — | কুন্তলকুমার দত্ত |
| ৪৭ | — | লিপিকা রায় |
| ৪৯ | — | মৈত্রেয়ী দেব |
| ৫০ | — | মিতা রায় |
| ৫৫ | — | নমিতা চক্রবর্তী |
| ৫৬ | — | নীলিমা সরকার |
| ৫৭ | — | পতিতপাবন দত্ত |
| ৬১ | — | প্রশান্তকুমার কোলে |
| ৬২ | — | রত্না দাস |
| ৬৩ | — | রঞ্জিতকুমার মিত্র |
| ৬৫ | — | সহদেবন |
| ৬৯ | — | শর্মিলা দাস |
| ৭০ | — | সৌমেন্দু ব্যানার্জী |
| ৭১ | — | শম্পা মিত্র |
| ৭৩ | — | শিবপ্রসাদ ঘোষ |
| ৭৪ | — | শিবানী সেন |
| ৭৭ | — | শিল্পা দাস |
| ৮১ | — | সুব্রতা বিশ্বাস |
| ৮২ | — | সুদেষ্ণা মুখার্জী |
| ৮৭ | — | সুশান্ত সাহা |
| ৮৮ | — | স্বপন চক্রবর্তী |
| ৯০ | — | স্বপনকুমার সেন |
| ৯১ | — | স্বাতী রায় মুখার্জী |
| ৯২ | — | তনুশ্রী কুণ্ডু |
| ৯৩ | — | ই. এইচ. নবকুমার সিং |
| ১৬এন | — | শ্যামলী ব্যানার্জী |
| ১৭এন | — | সন্ধ্যা ভট্টাচার্য |

দ্বিতীয় শ্রেণী ( রোল নং অনুযায়ী )

| রোল নং | | নাম |
|---|---|---|
| ১০০ | — | বন্দনা অধিকারী |
| ১০১ | — | দেবাশিস দাসশর্মা |

## (খ) সপ্তাহান্তিক সার্টিফিকেট কোর্স

পরিষদ পরিচালিত সপ্তাহান্তিক কোর্স ( উইক এণ্ড কোর্স ) ১৯শে ডিসেম্বর শুরু করা হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছাত্র সহযোগ উপ-সমিতির পক্ষ থেকে নবাগত ছাত্রদের অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা

গত ২রা নভেম্বর, ১৯৮০ তারিখে বেলা ২টার চুঁচুড়ার হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী।

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ডেপুটেশনে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের অসৌজন্যমূলক আচরণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার পক্ষ থেকে বিগত ২৮-১১-৮০ তারিখে জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের কাছে একটি গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই গণ ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নের যে সব কর্মসূচী নিয়েছেন তা ত্বরান্বিত করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই উদ্দেশ্যে জেলা সমাজ শিক্ষা

আধিকারিকের কাছে ১৭-১১-৮০ তারিখে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে একটি চিঠি দেওয়া হয়। জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক তার উত্তরে একটি চিঠি লিখে জানান "As I will be otherwise engaged in Calcutta on 28 11.80 it will not be possible for me to receive your deputation on that date" ঐদিনের গণডেপুটেশন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ে গেলে দেখা যায় তিনি তার কার্যালয়ে শুধু উপস্থিত আছেন তা নয়, ঐ ডেপুটেশনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ২০।১১ সশস্ত্র হোমগার্ডবাহিনী পুলিশকে আনিয়েছেন। শান্তিপূর্ণ ডেপুটেশনের পক্ষ থেকে যখন জানতে চাওয়া হয় যে তিনি কেন পুলিশ ডেকে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বিধাহীন নীতির বিরুদ্ধাচরণ করছেন, তখন তিনি তার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছুদিন যাবৎ যখনই কোন সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ে যান তখনই তার কাছে জানতে চাওয়া হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ আছে কিনা। গণডেপুটেশনের পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তা হল।

১) সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত এই জেলার ৩টি Town Library ও ৭৩টি Rural Library অনতিবিলম্বে স্থাপন করতে হবে।

২) Non-sponsored সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য মঞ্জুরীকৃত টাকা অনতিবিলম্বে উপযুক্ত গ্রন্থাগারগুলিতে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) Sponsored Library গুলির জন্য সরকারী আদেশনামার অনুলিপি গ্রন্থাগারগুলোকে সরকারীভাবে জানাতে হবে।

৪) Journals ও Periodicals-এর জন্য নির্দিষ্ট অর্থ যথাযথভাবে গ্রন্থাগারগুলিতে বণ্টন করতে হবে।

৫) D. A. C. S. E -এর সভা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অবশ্যই আহ্বান করতে হবে।

৬) রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন কর্তৃক দেয় সমস্ত পুস্তক যথাযথভাবে সময়মতো গ্রন্থাগারগুলোতে বণ্টন করতে হবে।

৭) জলপাইগুড়ি দেশবন্ধু ষতীন্দ্রদাস Sub-Divisional Library-তে অনতিবিলম্বে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে।

---

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

### সার্টিফিকেট কোর্সের গ্রীষ্মকালীন পাঠক্রমে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

ন্যূনতম যোগ্যতা—উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল (যা এস. এফ. ও ৫ বৎসরের সংযোজন পূর্ণসময়ের কাজের অভিজ্ঞতা।

ফর্ম দেওয়া ও নেওয়া হবে যথাক্রমে ২৭শে জানুয়ারী ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত—বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পরিষদ কার্যালয়ে। ডাকে নিতে হলে ২টা পোঃ আ Secretary, Bengal Library Associationর নামে এবং ৩৫ পয়সা ডাকটিকিটসহ নিজ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাতে হবে।

মঙ্গল প্রসাদ সিংহ
সচিব, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান [illegible]

১০-১-৮০

## ॥ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংবাদ ॥

### গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বৃত্তি

সম্প্রতি রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ সংবাদপত্রের এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানিয়েছেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য রাজ্য সরকার বৃত্তি দেবেন। কিন্তু তিন বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যারা স্নাতক হয়েছেন তাদের এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। অন্যান্য বিষয়ের মতো গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও দুইশত টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে। এই প্রথম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

### রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (সরকারী সংস্থা) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করবেন। বর্তমানে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান) এবং অন্যান্য তিনটি সংস্থায় (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, রহড়া রেলা গ্রন্থাগার, কালিংপং জনতা কলেজ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বন্দোবস্ত আছে। এই সব শিক্ষণকেন্দ্রে বাংলা ভাষায় শিক্ষণ ও পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের উপর পাঠ্য পুস্তকের যথেষ্ট অভাব আছে। রাজ্য পুস্তক পর্ষদ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্যদের নিয়ে একটি বিষয় কমিটি গঠন করেছেন।

### ইনসডক কোর্সের স্বীকৃতি

No. F. 18-21 79 —
Government of India
Ministry of Education & Culture
(Dept. of Education)
New Delhi, dated the 23rd September 1980

**Office Memorandum**

on the recommendation of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India have decided to recognise the Associateship in information Science (awarded by the Council of Scientific and Industrial Research) after completion of the training course in Documentation and Reprography offered by the India National Scientific Documentation centre, New Delhi, as equivalent to the Master's degree for recruitment to superior posts under the Central Government where specialisation in information Science and Documentation is required.

*(M: S. Srinivasan)*
Director (Tech.)

# আপনার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায় ?

সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে ছেলেমেয়েদের স্কুলের টাকা জোগাড় করার সমস্যাতেও তো আপনি চিন্তিত ছিলেন। এখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আপনি অন্তত নিশ্চিন্ত। টানাপোড়েন সরকারেরও। টাকা নেই সামর্থ্য সীমিত। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছে। এই কারণেই যাতে অল্প বিত্তবান পরিবারের অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হোন। আমরা এটিও নজর রাখছি যাতে শিক্ষকরা মাস পয়লায় মাইনে পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সমস্যা এখনও আছে অনেক। তবু আমরা চাই শিক্ষার আঙিনায় জনসাধারণের প্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ ১৩৩৯ / ৮০

Annual Price Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd NO. WB/CC - 145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 30 : No. 8

Nov.-Dec. 1980

# GRANTHAGAR

*( The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal )*

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

CALCUTTA UNIVERSITY

*Published by :* Soumendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

*Printed by :* Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press
23, Dixon Lane, Calcutta—700014

*Editor :* Prabir Roychaudhury

*If undelivered please return to*
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

30 JAN 1981

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৯ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | পৌষ, ১৩৮৭

UNIVERSITY

## সূচী


সম্পাদকীয় ১৯৩

বর্ধমান জেলায় সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন—শুভেন্দুকুমার সরকার ১৯৬

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে ব্র্যাডফোর্ড-এর ক্যাটারিং তত্ত্বের প্রয়োগ—অমিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ২০০

বাংলা গ্রন্থপঞ্জী : আলোচনা—সত্যব্রত ঘোষাল ২০৫

গ্রন্থাগার দিবস ২০৪

গ্রন্থাগার সংবাদ ২১১

পরিষদ কথা ২১৪

সংবাদ কণা ২১৭

রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংবাদ ২২১

Circulars ২২২

## ॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

"গ্রন্থাগার"

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

| কোন্ পৃষ্ঠার কতটা | সাধারণ সংখ্যা (টাকা) | বিশেষ সংখ্যা (টাকা) |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট | — ৩০০ | — ৪০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট | ২৫০ | — ৩৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | — ১২৫ | — ২০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ | — ২০০ | — ৩০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ | — ১০০ | — ১৫০ |
| ¼ পৃষ্ঠা : ঐ | — ৫০ | — ১০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৯ × ১৮ সি. এম,
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৯

ফোন : ৪৪-৮৩৪৩



## ॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০
মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—২·০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার - গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য—৪·০০

বাণী বসু (সম্পাঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০
১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৮২। মূল্য—৫·০০ [ বাঁধানো ১০·০০ ]
খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—১.৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৯

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৯ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | পৌষ ১৩৮৭

# সম্পাদকীয়

## গ্রন্থাগার দিবসের আত্মজিজ্ঞাসা

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হল। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে প্রতি বছর এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরা ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালন করে আসছেন।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও পরিষদের পক্ষ থেকে প্রচারপত্র ও বিবৃতি মারফৎ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে বিগত বছরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনের কর্মসূচী ও তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থাগার দিবসের প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রন্থাগার আন্দোলনের বহুমুখী কর্মধারার সাফল্য-অসাফল্যের মূল্যায়ন করে, সমালোচনা-আত্ম-সমালোচনার আলোকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার কর্মসূচী গ্রহণ করা।

এই বছরের গ্রন্থাগার দিবস নানা কারণে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইদিনে কলিকাতা মহানগরীর গ্রন্থপিপাসু মানুষের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু। আমরা আশা করব অচিরেই এই গ্রন্থাগার নিজস্ব ভবনে সম্প্রসারিত হয়ে এই মহানগরীর প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে। এই বছর গ্রন্থাগার দিবসের আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাংলা ক্রয়লভ্য গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ। এই গ্রন্থপঞ্জীর কিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি হয়ত থাকতে পারে, তা সত্ত্বেও বাংলা ক্রয়লভ্য গ্রন্থ নির্বাচনে এই সহায়ক গ্রন্থটি সর্বত্র আদৃত হবে। শুধু বাংলা ভাষার নয়, কোন ভারতীয় ভাষার এই ধরনের ক্রয়লভ্য গ্রন্থের তালিকা এর পূর্বে কখনো প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থাগার দিবসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রাজ্য সরকার, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের যৌথ

উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলার উদ্বোধন। এই সব ঘটনা গ্রন্থাগার আন্দোলনের নূতন প্রবাহের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজকের দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনে রাজ্য সরকারও অংশীদার। বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে এই আন্দোলনের সম্প্রসারণ ঘটছে এটা নিশ্চয়ই আমার কথা।

গ্রন্থাগার বিষয়ের একটি উদ্দেশ্য হল সমালোচনা আত্মসমালোচনার নিরিখে আন্দোলনের কর্মধারার মূল্যায়ন করা। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি প্রথমেই চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আসে তা হল আমরা কি জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছি? অনেকে বলবেন এই ধরনের জনমুখী ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে কিছু আনুষঙ্গিক প্রতিবন্ধকতা, যথা, অর্থ, কর্মী, স্থান, ও পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি, যদিও সমাধানের কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সীমিত ক্ষমতা ও পরিধির মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব তা কি আমরা করতে পারছি? যাহোক্‌ সরকার সহানুভূতির সঙ্গে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছেন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধতির অনুধাবন বৃদ্ধি পাচ্ছে, গ্রন্থাগার পরিচালনার কর্মীদের ভূমিকা স্বীকৃত হচ্ছে—এ সবই বাস্তব ঘটনা। কিন্তু এই সব উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে কতটুকু এগোতে পেরেছি?

এখানে যে কথাটা বিশেষভাবে বোঝা দরকার তা হল সংখ্যাগত বা পরিমাণগত বৃদ্ধি আর গুণগত পরিবর্তন এক কথা নয়। গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি বা গ্রন্থাগারের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি নিশ্চয়ই জরুরী। কিন্তু সেই সুযোগ ও সম্ভাবনা জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে কতটা পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে? আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা এখনো পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যদিও এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক ব্যয়ভার গরীব মানুষও জোগায়। জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলতে এখনো আমাদের ধ্যান-ধারণা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দরিদ্র, অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষ এখনো জানেন না যে গ্রন্থাগার তাদের জীবনে কি ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে শুধু পাঠ্য সামগ্রীর সরবরাহ নয় তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও গ্রন্থাগারকে সরবরাহ করতে হবে। নিরক্ষর মানুষকে পড়ে শুনাতে হবে বই ও পত্র-পত্রিকা, সরবরাহ করতে হবে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই ধরণের কাজ সংগঠিত হলে গরীব ও নিরক্ষর মানুষ গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট হবে যা পরিণামে তাদের সাক্ষরতা অর্জনে উৎসাহিত করবে। কিন্তু আমাদের ভাবনা-চিন্তার মধ্যে যদি এই বিষয়গুলি না আসা হয় তাহলে কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে?

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। গ্রন্থাগার আন্দোলনের আজ সম্প্রসারণ ঘটছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দিয়েছে, এই সবই সত্য ঘটনা। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে তার কতটুকু প্রতিফলন ঘটেছে? বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মীর আজো গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই। যে বিরাট কর্ম উদ্যোগ শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে অনেকেই উদাসীন। পরিষদের সদস্য তালিকার মধ্যে অনেক গ্রন্থাগার কর্মীর নাম দেখতে পাওয়া যায় না। বেতন ও পদ-মর্যাদা নিয়ে অনেকের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই ক্ষোভ আছে। সেই ক্ষোভের কারণ দূর করার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করাও প্রয়োজন। কিন্তু পরিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সেই সব সমস্যার কি সমাধান সম্ভব? একটা কথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমৃদ্ধতি ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে আন্দোলন তার সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার

প্রশ্নটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার আন্দোলনে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের নৈতিক সমর্থন প্রয়োজন, অপর দিকে সাধারণ মানুষকে ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দেয় অনেক কিছুই আছে। অধিকার ও দাবী আদায়ের আন্দোলনের সঙ্গে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ এরই সঙ্গে নিতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের আশা ও সমাজের প্রত্যাশা এর মধ্যে সুসমন্বয় প্রয়োজন। গ্রন্থাগার দিবসে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার কষ্টিপাথরে এই উপলব্ধিগুলি যদি আমাদের মধ্যে আসে তাহলেই গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন সার্থক হবে।

## ৩৭ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

স্থান : বোলপুর সাধারণ গ্রন্থাগার, বীরভূম

( শহর গ্রন্থাগার )

তারিখ : ১৭—১৯শে এপ্রিল, ১৯৮১

### আলোচ্য বিষয় :—

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চাহিদা নির্ধারণ.

(খ) গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ।

(গ) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের ও কর্মীদের সমস্যা।

### প্রবন্ধাদি লেখার নিয়মাবলী—

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়ের উপর প্রবন্ধ সাদা ফুলস্কেপ কাগজের ৪ পৃষ্ঠার মধ্যে ( ১ পৃষ্ঠায় লেখা হবে ) লিখতে হবে।

(খ) তৃতীয় বিষয়ের উপর প্রবন্ধ কোন একটি বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগারের (যথা, স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগীয়, বিশেষ, সাধারণ গ্রন্থাগার, বা সাধারণ গ্রন্থাগারের অধীনে গ্রামীণ, শহর বা জেলা গ্রন্থাগার ইত্যাদি ) সামগ্রিক সমস্যা বা বিশেষ কোন সমস্যা বা কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য ও সমাধান সাদা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে।

(গ) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ের উপর প্রবন্ধাদি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, ৪ঠা মার্চ ১৯৮১

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব

# বর্ধমান জেলায় সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

শুভেন্দুকুমার সরকার

জনগণের জ্ঞান ও চেতনার বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। তাই বামফ্রন্ট সরকার নূতন নূতন গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। ৩৬ দফা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবেও গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু ও সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন এবং সেজন্য সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করেছেন। ১৯৭৯ সালে প্রণীত গ্রন্থাগার আইন গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটি সুফলের পথে চলেছে। ১৯৭৮-৭৯ থেকে গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে ব্যয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন খাতে প্রভূত অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল। এর ফলে পাঠাগারের বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ১০ থেকে ২০ শতাংশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচুর আর্থিক সংস্থান হওয়ার দরুণ ১৯৭৯-৮০ সালে ১০০০ নূতন গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও ৫৩টি শহর বা মহকুমা গ্রন্থাগারের জন্য অনুদান পাওয়া গিয়েছে।

১৯৭৭-৭৮ পর্যন্ত বর্ধমানের মত বড় জেলায় মোট সরকার অনুমোদিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০টি। গ্রন্থাগারগুলির বিন্যাসও কোন বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় হয় নি। কোন কোন এলাকায় ৪টি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল আবার কোন এলাকায় একটিও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় নি। নিম্নোক্ত তালিকা এরই দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা যায়।

| শহর/ব্লকের নাম— | গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান |
|---|---|
| বর্ধমান শহর | উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার |
| আসানসোল শহর | আসানসোল জেলা গ্রন্থাগার |
| কালনা শহর | কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার |
| কাটোয়া শহর | কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগার |
| দুর্গাপুর শহর | দুর্গাপুর মহকুমা গ্রন্থাগার |
| রাণীগঞ্জ শহর | রাণীগঞ্জ শহর গ্রন্থাগার |
| মেমারি ১নং | ১) কলানবগ্রাম আঞ্চলিক গ্রন্থাগার |
| | ২) রসুলপুর স্বামীজী গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ৩) মেমারী মিলন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| কাটোয়া ১নং | ১) শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| মঙ্গলকোট | ১) নূতনহাট মিলন পাঠাগার |
| | ২) বনকাপাশি সাধারণ পাঠাগার |
| | ৩) মাকিগ্রাম সাধারণ পাঠাগার |
| কালনা— ২নং | ১) অকালপৌস নবেন্দু পাঠাগার |
| | ২) যোহারকুলী গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ৩) মাতীশ্বর ভোলানাথ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ৪) বৈদ্যপুর লক্ষ্মীকান্ত গ্রন্থাগার |
| পূর্বস্থলী— ২নং | ১) পাটুলী পল্লীমঙ্গল গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| মন্তেশ্বর | ১) মন্তেশ্বর রামরতন গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) কাটসিহি ত্রিপাণী গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| কালনা— ১নং | ১) সীধলন বান্ধব গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) ধাত্রীগ্রাম সাধারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| পূর্বস্থলী — ১নং | ১) নসরতপুর বান্ধব গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| কাটোয়া ২নং | ১) সিংহী কালীরাম দাস গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| কেতুগ্রাম ১নং | ১) কাঁসরা জ্ঞান দাস গ্রামীণ গ্রন্থাগার |

| শহর/ব্লকের নাম— | গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান |
|---|---|
| কেতুগ্রাম ২নং | ১) বাদোয়াণ পল্লীউন্নয়ন গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| বর্ধমান | ১) পদ্মশ্রী বিদ্যুৎ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) সোনাপলাশী গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| কেয়াড়ী ২নং | ১) খাঁরগ্রাম কামিনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| জামালপুর | ১) আড়গ্রাম মাখন লাল গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) পর্ষভপুর সর্বসাধারণ গ্রন্থাগার |
| | ৩) আজাপুর সাধারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ৪) চকদিঘী ইউনিয়ন গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| ভাতার | ১) বেনেপাল প্রগতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) নাসীগ্রাম জরাহিম গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ৩) বামুনাড়া হিরণ্ময়ী গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| আউসগ্রাম ১নং | ১) গুসকরা গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) বিশ্বগ্রাম কিশোর গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| আউসগ্রাম ২নং | ১) রামনগর সাহিত্যিকী গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) অমরাগড় জিলানী গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| গলসী ২নং | ১) গলসী উন্নয়ন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) সাটীনদী যাদবেন্দ্র গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| রায়না ১নং | ১) রায়নগর সবুজ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| রায়না ২নং | ১) উচালন পাঠাগার গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ২) বামুনা কবিকঙ্কন গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| খণ্ডঘোষ | ১) কুমীরকোলা গোরাঙ্গমোহন গ্রন্থাগার |
| | ২) কেশপুর শিক্ষাসংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ৩) মুইথারা কিশোর সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| কাঁকসা | ১) সোপালপুর মিত্তালী গ্রন্থাগার |
| | ২) বিহারপুর নেতাজী ক্লাব গ্রন্থাগার |
| কাঁকসা দুর্গাপুর | ১) নাচন রমানাথ স্মৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| গলসী ১নং | ১) মানকর পল্লীমঙ্গল গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| অণ্ডাল | ১) কুমারডিহি উন্নয়ন সংঘ গ্রন্থাগার |

| শহর/ব্লকের নাম— | গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান |
|---|---|
| অণ্ডাল | ২) বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাগার |
| আসুরিয়া ১নং | ১) চুরুলিয়া নজরুল একাডেমী গ্রন্থাগার |
| আসুরিয়া ২নং | ১) চিচড়াঁড়া রবীন্দ্র গ্রন্থাগার |
| | ২) বাহাদুরপুর কামিনীবালা গ্রন্থাগার |
| সালানপুর | ১) এখোর ক্লাব এন্ড লাইব্রেরী গ্রন্থাগার |
| আসানসোল ব্লক— | নাই |
| ধরাবণী ব্লক— | ঐ |
| হিরাপুর ব্লক— | ঐ |
| রাণীগঞ্জ ব্লক— | ঐ |

১৯৭৯-১৯৮০ সালে মোট ১০০৮টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে বর্ধমান জেলার ভাগে ছিল মোট ৮৫টি গ্রন্থাগার। এছাড়া আর ও ৭টি নূতন গ্রন্থাগারের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৭৮-৭৯ সালে উপরোক্ত মোট ৯২টি নূতন গ্রন্থাগারের নির্বাচন পর্ব সমাধানের দায়িত্ব ছিল জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের। জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ নূতন গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্লকের জনসংখ্যা ও সেই ব্লকের মোট সরকার অনুমোদিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যাও বিচার করেছিলেন। গ্রন্থাগার-গুলির স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতি সমূহ ও ব্লক কমিটি সমূহেরও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে গ্রন্থাগার নির্বাচন ও অনুমোদনের কাজ সহজতর হয়েছিল। বর্ধমান জেলার উপরে বর্ণিত সরকার অনুমোদিত ৯২টি নূতন গ্রন্থাগারের তালিকা নিম্নে উপস্থাপিত হল।

| শহর/ব্লকের নাম | গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান |
|---|---|
| দাইহাট শহর | দাইহাট জিতেন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার |
| বর্ধমান ব্লক | ১। জোতরাম বাণী মন্দির গ্রন্থাগার |
| | ২। বাণী মন্দির, হাট গোবিন্দপুর |
| | ৩। কুমুদেন উন্নয়ন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার |
| | ৪। অর্ধেন্দু স্মৃতি সংঘ, সিমলাল |

| ব্লকের নাম — | গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান |
|---|---|
| মেমারী— ১নং | ১। দেবীপুর ইউথ ক্লাব |
| | ২। বাসরীলা বঙ্কিম পাঠাগার |
| মেমারী— ২নং | ১। বেগুটে মিলন সংঘ |
| | ২। যোহার বাণী লাইব্রেরী |
| | ৩। বাণী মন্দির, সাতসেইয়া |
| জামালপুর | ১। জামালপুর সাধারণ পাঠাগার |
| | ২। মিলন তীর্থ পাঠাগার, জৌগ্রাম |
| | ৩। হৈবতপুর পল্লীমঙ্গল পাঠাগার |
| | ৪। নবগ্রাম ঘরনা নবচেতনা পাঠাগার |
| ভাতার | ১। ভাদ্রাগড়া ক্লাব ও পাঠাগার |
| | ২। আঁরা যুব সমিতি |
| | ৩। একরার স্বামী বিবেকানন্দ লাইব্রেরী |
| আউসগ্রাম — ১নং | ১। আউসগ্রাম তরুণ সংঘ |
| | ২। হাটকৃতী নগর গ্রাম্য পাঠাগার |
| আউসগ্রাম — ২নং | ১। ভেদিয়া মিলন সংঘ |
| | ২। অমরপুর নবযোর সংঘ লাইব্রেরী |
| | ৩। সোন্নাই ভারতী সংঘ |
| গলসী — ২নং | ১। অহীভূষণ স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার |
| | ২। কৈতারা বাণী মন্দির |
| রায়না— ১নং | ১। রায়বাটী সিদ্ধেশ্বরী যুব সংঘ |
| | ২। সিহারা জনকল্যাণ পাঠাগার |
| | ৩। নন্দুমোহনপুর নেতাজী সংঘ |
| রায়না — ২নং | ১। রাজেকুমারপুর সুভাষ পাঠাগার |
| | ২। বড়বৈনান সাধারণ পাঠাগার |
| খণ্ডঘোষ | ১। চান্দ্রাম তরুণ সংঘ পাঠাগার |
| | ২। আজাদপুর শহীদ স্মৃতি সংঘ |
| ফরিদপুর | ১। বিবেকানন্দ পাঠাগার, বালিজুরী |
| | ২। রূপগ্রাম মিলন সমিতি |
| | ৩। জামবন্ধা লাইব্রেরী |
| অণ্ডাল | ১। নবভারতী সংঘ লাইব্রেরী, উখরা |
| | ২। কেঁদারা মিত্রালী সংঘ পাঠাগার |
| | ৩। অণ্ডাল ক্লাব প্রদীপ পাঠচক্র |
| গলসী-১নং | ১। সুভাষ পাঠাগার, বুদবুদে |

| ব্লকের নাম — | গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান |
|---|---|
| গলসী ২নং | ২। কোরকোনা তরুণ সংঘ |
| | ৩। প্রগতি সংঘ ও পাঠাগার, সন্দোলপুরে |
| | ৪। গোলীগ্রাম বাণী মন্দির লাইব্রেরী |
| কাঁকসা | ১। রামপুর ভাণ্ডাল পল্লী উন্নয়ন সমিতি |
| | ২। শহীদ সুকুমার লাইব্রেরী, কুলজিয়া |
| | ৩। মিত্র সংঘ লাইব্রেরী, পানাগড় বাজার |
| রাণীগঞ্জ | ১। অভিযান সংঘ, বরাকপুর |
| | ২। জিরাট মিলন মন্দির |
| | ৩। শিরাবশোল স্পোর্টস এণ্ড কাল-চারাল এসোসিয়েশন |
| আসানসোল | ১। আসানসোল সুভাষ লাইব্রেরী |
| | ২। বিবেকানন্দ পাঠাগার, বড় খেমো |
| | ৩। সবুজম পাঠাগার, মহীশিলা কলোনী |
| | ৪। কাজা সাধারণ পাঠাগার |
| হীরাপুর | ১। রামমোহন স্মৃতি গ্রন্থাগার, সুভাষ পল্লী |
| | ২। তরুণ সংঘ, সান্তা |
| | ৩। আমবাগান সাধারণ পাঠাগার |
| সালানপুর | ১। ফুলবেরিয়া রবীন্দ্র সংঘ |
| | ২। হরীসাদি পল্লীমঙ্গল সমিতি |
| কুলটী | ১। সোদপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি লাইব্রেরী |
| | ২। বেঙ্গলীয়া পাবলিক লাইব্রেরী |
| জামুরীয়া ১নং | ১। নেতাজী সংঘ, জামুরীয়া |
| | ২। মণ্ডলপুর সাংস্কৃতিক পরিষদ |
| | ৩। চিত্তরঞ্জন পাঠাগার, শ্রীপুর |
| জামুরীয়া ২নং | ১। অঞ্জনী সমিতি, হিজলগড়া |
| | ২। কমলা স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার, বসন্তকুলটী |
| বারাবনী | ১। বিবেকানন্দ সংঘ লাইব্রেরী, দোমহানী বাজার |
| | ২। জনকল্যাণ সমিতি, বালিয়াপুর |
| | ৩। পানুরিয়া সাধারণ পাঠাগার |
| কালনা ১নং | ১। বাগদাপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী |

| শহর/ব্লকের নাম— | গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান |
|---|---|
| কালনা ১নং | ২। দেশবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার, কৃষ্ণদেবপুর |
| | ৩। কাঁকুড়িয়া দেশবন্ধু পাঠাগার |
| কালনা ২নং | ১। সরস্বতী পাঠাগার, সাতগেছিয়া |
| | ২। পল্লীমঙ্গলকেন্দ্র, আনুখাল |
| মনতেশ্বর | ১। কুলটি মিলন পাঠাগার |
| | ২। ভাগড়া ভারতসঙ্ঘ ক্লাব |
| | ৩। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, শিপলন |
| পূর্বস্থলী ১নং | ১। শ্রীরামপুর তরুণ সঙ্ঘ |
| | ২। নাদনঘাট সাধনী স্মৃতি সঙ্ঘ |
| | ৩। সবুজ সঙ্ঘ লাইব্রেরী, জাহাজঘর |
| পূর্বস্থলী ২নং | ১। চুপী অভিজন কুটির অক্ষর গ্রন্থাগার |
| | ২। উখরা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার |
| কাটোয়া ১নং | ১। সুখপুরে রামকৃষ্ণ পাঠাগার |
| | ২। কৈথান সুকান্ত স্মৃতি পাঠাগার |
| কাটোয়া ২নং | ১। চান্ডুলী সরস্বতী লাইব্রেরী |
| | ২। মাকালতোর অগ্রণী সঙ্ঘ |
| | ৩। রবীন্দ্র পাঠাগার, যাওড়া |
| কেতুগ্রাম ১নং | ১। রাজাকরদুজা স্মৃতি পাঠাগার, কাঁঠারী |
| | ২। চাকতা মিলন চক্র |
| | ৩। ধাত্রীশ্রী সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী |
| কেতুগ্রাম ২নং | ১। মৌগ্রাম বীণাপানি গ্রন্থাগার |
| | ২। গোরাঙ্গপাড়া সবুজ সঙ্ঘ |
| | ৩। কেতুগ্রাম কিশোর সঙ্ঘ |
| মঙ্গলকোট | ১। শিক্ষকদের স্মৃতি পাঠাগার, কৈচোর |
| | ২। প্রগতি সঙ্ঘ, জয়গ্রাম |
| | ৩। কাশেমনগর বিদ্যার্থী |

বিগত ২৭ শে জুন বর্ধমান জেলা পরিষদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপরে উল্লেখিত ১২টি গ্রন্থাগার গুলির জন্য বরাদ্দীকৃত এককালীন অনুদান বাবদ প্রাপ্য ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা গ্রন্থাগারগুলির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুদানের চেকগুলি তুলে দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী পার্থ দে মহাশয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী মহবুব জাহেদী মহাশয় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক শ্রী তুষার কান্তি দাস মহাশয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যগণ, বিধান সভার সদস্যদের কয়েকজন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপার্থ দে তাঁর ভাষণে বলেন বর্তমানের গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে জনস্বার্থে। জনগণ যেন গ্রন্থাগারগুলির উপর আস্থা রাখতে পারেন এবং গ্রন্থাগার থেকে উপকৃত হতে পারেন, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জেলা শাসক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন কেবল মাত্র সরকারী অনুদান নিয়ে গ্রন্থাগারগুলি টিকে থাকতে পারে না। গ্রন্থাগারগুলির জন্য চাই নিজস্ব পরিবেশ। সভাধিপতি শ্রী মহবুব জাহেদী বলেন গ্রন্থাগারগুলিকে মানুষের চেতনা বিকাশের হাতিয়ার করতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা ও জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের সভ্য শ্রী অরবিন্দ কোনারও উক্ত সভায় ভাষণ দেন। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রী সুব্রতেন্দু সরকার।

# পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে ব্র্যাডফোর্ড এর স্ক্যাটারিং তত্ত্বের প্রয়োগ

অমিত কুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী কালে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রন্থ প্রকাশনার হার বিশেষ ভাবে বর্ধিত হতে দেখা যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার গুলিতে পুস্তক পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থের ব্যাপক ভাবে ব্যবহার ইত্যাদিও লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় পরিমাণগত দিক থেকে এবং কিছুটা পরিমাণে গুণগত দিক থেকেও গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলাফল পাওয়া গেল তখন স্বাভাবিক ভাবেই এগুলির সাধারণীকরণের (generalisation) মধ্য দিয়ে কিছু স্থূল সূত্র সৃষ্টির চেষ্টা হতে থাকল। এই পদ্ধতির প্রয়োগ প্রতিটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে, সুতরাং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানও এর বাইরে হতে পারে না। আমরা জানি দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ চালিয়ে কেপ্লারের তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিখ্যাত তিনটি সূত্র উদ্ভাবন করেন। এই ভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার জন্ম হল; বর্তমানে যার নাম লিব্রামেট্রি (Librametry) বা বিবলিওমেট্রিক্স (Bibliometrics)। এর সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় পুস্তক ও অন্যান্য কমিউনিকেশন মাধ্যম এর উপর গণিত, বিশেষ করে পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রয়োগ।

এ পর্যন্ত Bibliometrics এর উপর যতটুকু কাজ হয়েছে তার মধ্যে কোন একটি বিষয়ের উপর লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের বিভিন্ন সাময়িকীতে ছড়িয়ে পড়া (distribution) সংক্রান্ত ব্র্যাডফোর্ডের স্ক্যাটারিং তত্ত্ব আজও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তত্ত্বটির সূত্রীকরণের পর থেকেই এর উপর গবেষণার কাজ চলতে থাকে এবং বিভিন্ন গাণিতিক আকারে একে প্রকাশ করা হয়। কালক্রমে এমন ভাবে এটির প্রয়োগ হতে থাকে যা সম্ভবতঃ স্বয়ং ব্র্যাডফোর্ডেরও কল্পনার বাইরে ছিল। বিবলিওমেট্রিক্স এর আলোচনায় তাই ব্র্যাডফোর্ডের স্ক্যাটারিং তত্ত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ব্র্যাডফোর্ডের স্ক্যাটারিং তত্ত্ব আলোচনার আগে ব্র্যাডফোর্ড সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্যামুয়েল ক্লিমেন্ট ব্র্যাডফোর্ড ১৮৭৮ সালের ১০ই জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি লন্ডনে শিক্ষালাভ করেন এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে 'ডরেট্' ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর পুরো কর্মজীবন তিনি কাটান সাউথ কেনসিংটনের বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে। ১৯২১ থেকে ১৯৩৮ এই দীর্ঘ সময় তিনি ছিলেন ঐ গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়তার সাথে সাথে তিনি হেনরী লফটেন ও পল অটলেটের ইউনিভার্সাল ডেসিমাল ক্লাসিফিকেশন বা UDC-র প্রতি আকৃষ্ট হন। সারা জীবনে তিনি ছিলেন UDC র একজন উৎসাহী প্রচারক। ১৮৯৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বৃটিশ সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফির। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থ ও তার subject Index এবং abstract প্রকাশনা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা যার দ্বারা সর্বাপেক্ষা কার্যকরীভাবে এবং অর্থ-

নৈতিক দিক থেকেও উপযুক্ত একটি বিস্তারিত Subject Index এবং সন্নিহিত abstract সংগঠিত করা যায়। ব্র্যাডফোর্ড দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ৪০ এর দশকের abstracting ও indexing সাময়িকী-গুলি ছিল অসম্পূর্ণ; সুতরাং প্রতিটি গ্রন্থকে abstracting অন্ততপক্ষে Indexing Service এর অন্তর্ভুক্ত করা একটি অতি জরুরী কাজ। ব্র্যাডফোর্ড বিশ্বাস করতেন যে ১০০ বছর আগেও একজন পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে যেমন তার বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অবহিত থাকা সম্ভব ছিল আজ আর তা সম্ভব নয়, একটি চালু Abstracting Service ছাড়া। তাই প্রতিটি গ্রন্থকে abstracting বা indexing Service এর অন্তর্ভুক্ত করা এত প্রয়োজনীয়।

ব্র্যাডফোর্ড এর সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে সঠিক প্রমাণিত হল যখন স্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষার্ধে ডাচ্ পেটেন্ট অফিসের ডাইরেক্টর ডক্টর এ্যালাইন প্রিন্স ঘোষণা করলেন যে যারা ভাবে যে তারা নূতন কিছু আবিষ্কার করেছে তাদের ৯৬ শতাংশই জানে না যে তাদের কাজ ইতিমধ্যেই অন্য কোথাও হয়ে গেছে। বৃটিশ সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফির ডাইরেক্টর হিসাবে ব্র্যাডফোর্ড ডক্টর প্রিন্সের ঐ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা চালানর সিদ্ধান্ত নিলেন। গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে সাউথ কেনসিংটনের বিজ্ঞান গ্রন্থাগারটি উপযুক্ত বলে বিবেচা হল।

প্রাত্যহিক পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেল প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মাত্র ৫০ শতাংশ বিভিন্ন abstracting বা indexing Service এর অন্তর্ভুক্ত হয়। অনাদৃত কারণ হিসাবে বলা হল abstracting প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র নিজস্ব বিষয়ের উপরের সাময়িকীগুলিই বেছে নেয় তাই অন্য বিষয়ের সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অতীব প্রয়োজনীয় হলেও তা abstracting বা indexing Service এর আওতা থেকে বাদ পড়ে যায়। এক কথায় বলতে গেলে মূল সমস্যা হল কোন একটি বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় প্রবন্ধাদির বিভিন্ন ধরনের চালু গ্রন্থে ছড়িয়ে পড়া (Scattering)।

এখন দেখা যাক কি পরিমাণে কোন বিষয়ের উপরের প্রবন্ধাদি অন্যান্য বিষয়ের সাময়িকীতে ছড়িয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় হর্দপিণ্ডের কার্যকলাপ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল 'Proceedings of Physical Society' অথবা genetics এর উপর একটি প্রবন্ধ দেখা গেল কৃষিবিদ্যা সংক্রান্ত একটি সাময়িকীতে। পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেল এই distribution কিছু সূত্র মেনে চলে যা ব্র্যাডফোর্ড এর মতে তত্ত্বগতভাবে বা হাতে কলমে পরীক্ষা করে বার করা যায়।

বিজ্ঞানের ঐক্য সংক্রান্ত নীতি (Principle of unity of Science) অনুযায়ী প্রতিটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ই পরস্পরের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং কোন একটি বিশেষ বিষয়ের সাময়িকী অনেক সময় এমন প্রবন্ধ প্রকাশ করে যা অন্য বিষয়ের দৃষ্টিকোন থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধাদি শুধুমাত্র তার নিজস্ব বিষয় সংক্রান্ত সাময়িকীতেই প্রকাশিত হবে না, অন্য বিষয়ের সাময়িকীতেও ছড়িয়ে থাকবে। স্বিতীয় স্তরের সাময়িকীগুলি সংখ্যায় ক্রমশই বাড়বে যতই আমরা বিশেষ বিষয় থেকে দূরে সরে যাব এবং এই সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকীগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের সংখ্যাও কমতে থাকবে।

সর্বদাই এমন কিছু সাময়িকী পাওয়া যাবে যার বিষয়গুলি বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রচুর সংখ্যায় এমন সাময়িকী যার বিষয়গুলি বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে ক্ষীণ সম্পর্কযুক্ত। স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাময়িকীগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের সংখ্যা স্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা বেশি হবে। এখন বিশেষ বিষয় ও তার পরবর্তী বহুতর বিষয়ের সাময়িকীগুলিকে (যার মধ্যে প্রয়ো-

জনীয় প্রবন্ধের সংখ্যা হবে সর্বাধিক) কেন্দ্রীয় অংশ (nucleus) নাম দেওয়া গেল। এইভাবে উৎপাদনশীলতার ক্রমিক মান অনুযায়ী সমস্ত সাময়িকীগুলিকে বিভিন্ন জোন বা এলাকায় ভাগ করে দেওয়া যায়। এখানে উৎপাদনশীলতার অর্থ বিশেষ বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের সংখ্যা। এতে দেখা যাবে উৎপাদনশীলতা যত কমবে সাময়িকীর সংখ্যা তত বাড়বে।

এখন ধরা যাক কোন একটি বিষয়ের কেন্দ্রীয় অংশে যত সাময়িকী আছে তাদের সর্বমোট প্রবন্ধের সংখ্যা $= m$। আরও ধরা যাক কেন্দ্রীয় অংশের পরবর্তী ক্রমিক জোনগুলিতে সাময়িকীর সংখ্যা যথাক্রমে $p_1, p_2, p_3 \cdots \cdots$ জোনগুলিতে সাময়িকী পিছু গড় প্রবন্ধের সংখ্যা ধরা যাক $r_1, r_2, r_3 \cdots$

অতএব $r = \frac{m}{p}$ $r_1 = \frac{m}{p_1}$ $r_2 = \frac{m}{p_2}$ $\cdots \cdots$

সুতরাং $p < p_1 < p_2 \cdots \cdots$

এখন জোনগুলিকে এমন ভাবে নির্বাচন করা হল যে

$$pr = p_1 r_1 = p_2 r_2 \cdots \cdots \cdots = m$$

সুতরাং

$$\frac{p_1}{p} = \frac{r}{r_1} = n_1 \text{ (ধরি)}$$

এবং $$\frac{p_2}{p_1} = \frac{r_1}{r_2} = n_2 \text{ (ধরি)}$$

যখন $n_1$ ও $n_2$ পরস্পর সমক ও 1 অপেক্ষা অধিক

অতএব $p_1 = n_1 p$

$p_2 = n_2 p_1$

$= n_1 n_2 p$

এখন $n_1$ ও $n_2$ পৃথক হওয়ার কোন কারণ আমাদের জানা নেই এবং সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য ও সরলতম অনুমান হল তারা পরস্পর সমান। সুতরাং সম্ভাব্য সরলতম ক্ষেত্রে আমরা পাই

$$p : p_1 : p_2 = 1 : n : n^2$$

এটিই হল ব্র্যাডফোর্ড এর সূত্রের গাণিতিক আকার। ব্র্যাডফোর্ড লুব্রিকেশন ও জিওফিজিক্স এই দুই বিষয়ের উপর পরীক্ষা চালিয়েও এই সূত্রেই উপনীত হন।

ধরি $n = 45$ সেক্ষেত্রে

ব্র্যাডফোর্ডের সূত্র অনুযায়ী কোন বিষয়ে যদি ২৫৮টি সাময়িকী পাওয়া যায় সেগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যাবে।

৮টি সাময়িকী নিয়ে হবে কেন্দ্রীয় অংশ যাদের উৎপাদনশীলতা হবে সর্বোচ্চ। এর পর $৮ \times ৫ = ৪০$টি সাময়িকী নিয়ে হবে পরবর্তী জোন যাদের উৎপাদনশীলতা হবে মধ্যম এবং $৫^2 \times ৮ = ২০০$ সাময়িকী নিয়ে হবে তৃতীয় জোন যার উৎপাদনশীলতা হবে নিম্ন। প্রতি জোন থেকে প্রবন্ধের সংখ্যা হবে সমান।

এই ভাবে ব্র্যাডফোর্ডের সূত্রের নানাবিধ প্রয়োগ হতে পারে। যাই হোক ব্র্যাডফোর্ডের সূত্র থেকে আমরা অন্তত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে সাময়িকীগুলিকে বিষয় অনুযায়ী abstract বা index করলে তা সর্বদাই হবে অসম্পূর্ণ। তাই index বা abstract করতে হবে Source অনুযায়ী।

# বাংলা গ্রন্থপঞ্জী : আলোচনা

সত্যব্রত ঘোষাল

বাংলা গ্রন্থপঞ্জী / ক্রয়লভ্য বাংলা গ্রন্থের বিবরণাত্মক তালিকা / সম্পাদক / সুনীলকুমার রায় / রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার / শিক্ষা অধিকার / পশ্চিমবঙ্গ সরকার / ১৯৮০ / মূল্য / ত্রিশ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকার আসীন হওয়ার পর থেকেই তুলনামূলক ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য সরকারী আনুকূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমেই এই সরকার এ রাজ্যের গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 'রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি' গঠন করেছিলেন—যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সুগঠিত রূপ দেওয়া। পরবর্তীকালে এরই ফল হিসাবে এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে; ১৯৭৯-৮০ সালে ১০০০টি গ্রামীণ ও ৬৩টি শহর গ্রন্থাগারের সরকারী মঞ্জুরি পাওয়া গেছে; সব ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগারেই আর্থিক অনুদান বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে; রাজ্যের আগামী দিনের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য একটি সুক্ষম পাঠ্যতালিকা প্রস্তুতির, জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের একটি সম্মিলিত আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সমস্ত কিছুর পরেও এ রাজ্যের বর্তমান গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের সুবিধার জন্য 'রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি' প্রস্তাবিত 'ক্রয়লভ্য বাংলা গ্রন্থপঞ্জী' প্রকাশনার আর্থিক দায়িত্বও সরকার বহন করেছেন—বর্তমান প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জীটি এরই ফলশ্রুতি।

বাংলা বইয়ের জগতে দীর্ঘদিন ধরে 'ক্রয়লভ্য গ্রন্থপঞ্জীর' অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল—সেই হিসেবে 'রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির' চিন্তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। কারণ বাংলা ভাষায় গ্রন্থনির্বাচন সহায়ক প্রকাশনার কোন অস্তিত্ব নেই। পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং বিশেষ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার [ দেশ, অনুষ্টুপ ] তালিকা ছাড়া কোন মাধ্যম নেই। প্রকাশকদের প্রকাশিত পুস্তক তালিকাও নিয়মিত ও সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরে না। গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনার উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি—গ্রন্থপরিক্রমা, গ্রন্থবার্তা, সাম্প্রত—এখন আর প্রকাশিত হয় না। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাও এক সময়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় প্রকাশিত বইয়ের আংশিক তালিকা প্রকাশ করতেন, বর্তমানে এর প্রকাশও বন্ধ হয়েছে। এই প্রতিকূল অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়মিত গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের ঘোষণা প্রশংসার্হ। স্বাভাবিকভাবেই এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

বাংলার গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশনা দুরূহ কাজ—সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের প্রচেষ্টা নগণ্য। ষাটের দশকে (১৯৬২) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেছিলেন—গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমাদর পেয়েছিল। এই গ্রন্থপঞ্জীটিও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে—এ হিসেবে সংকলকরা প্রশংসার দাবী করতে পারেন। কিন্তু প্রকাশনাটিতে বেশ কিছু ভুল থেকে গেছে এর প্রতি সংকলকদের আগামী দিনে সচেতনতা আশা করি।

প্রথমতঃ ক্রয়লভ্য গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থের ক্রয়লভ্যতা প্রাথমিকভাবে বিবেচ্য। কিন্তু এমন অনেক গ্রন্থের এই বইয়ে মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যা অনেক আগেই বাজারে নিঃশেষিত হয়েছে। যেমন :-

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / বাংলা গ্রন্থবর্গীকরণ পৃঃ ২ ; ১

প্রদীপচন্দ্র বসু / গ্রন্থকার নামা / পৃঃ ২ ; ১

মীনেন্দ্রনাথ বসু ... / লাইব্রেরী সংরক্ষণ / পৃঃ ২ ; ১

দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বইয়ের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয়নি।

এ সমস্ত অসম্পূর্ণতা সব সময়েই হতে পারে, কিন্তু এমন অনেক ভুল চোখে পড়ে যা বুদ্ধিকুশলী গ্রন্থাগারিক বা রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা হানি করে।

প্রথমতঃ প্রত্যেকটি সংলেখের সাথে বিষয় শিরোনামের একটি সম্পর্ক আছে। কিন্তু বিষয় নির্বাচনের ভুল সাধারণ উপন্যাসকে কখন আইন, কখন অপরাধ বিজ্ঞান আবার কখন মনোবিজ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়াছে। যেমন ;

চিরঞ্জীব সেন/ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা/আইন /পৃঃ ৩০ ; ২

চিরঞ্জীব সেন / কালো টাকা চোরা পথ / অপরাধ বিজ্ঞান / পৃঃ ৩১ ; ২

অপরাধ বিজ্ঞান বিষয় শিরোনামের অনেক বই উপন্যাস।

নিগূঢ়ানন্দ / হারেম থেকে বলছি / নারী সমাজ / পৃঃ ৩৬ ; ২

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য / প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য / উপন্যাস ও গল্প / পৃঃ ৮১ ; ১

দীপক চন্দ্র / ইন্দ্রস্থপ্রস্থে কৃষ্ণ / বাংলা উপন্যাস ও গল্প ; পৃঃ ১৫৬ ; ২

প্রতি নন্দী / ননীদা নট আউট / ফুটবল / পৃঃ ৯৬ ; ১

এই রকম ভুল পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে। আরো মারাত্মক ভুল সংকলকরা সৃষ্টি করেন যখন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না—'আল প্রত্যাশা' সরাসরি বর্তমান সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নামে অন্তর্ভুক্ত হয়।

তৃতীয়তঃ গ্রন্থপঞ্জীতে সূচীকরণের কাজে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না—যেমন ধর্মপুস্তকের ক্ষেত্রে কোথাও Uniform Heading ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও বিশেষ গ্রন্থের সম্পাদক অথবা অনুবাদকের নামে সূচীকরণ করা হয়েছে ; চতুর্থতঃ বাংলা ভাষায় আকর গ্রন্থের সংখ্যা কম - এই হিসেবে বিষয় শিরোনামার নীচে আকর গ্রন্থকে সঠিক ভাবে উপস্থিত করলে গ্রন্থাগারিক ও পাঠকের সুবিধা হত, আবার ভুল বিষয় শিরোনামের ক্ষতি অনেক। যেমন ;

ভবতোষ দত্ত / বাংলা ভাষায় অর্থনীতি / বইয়ের শতবার্ষিকী / অর্থশাস্ত্রঃ গ্রন্থপঞ্জী / পৃঃ ২৬ ; ১

মূলতঃ বইটি গ্রন্থপঞ্জী নয় ; শতাধিক বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত অর্থনীতি সম্বন্ধীয় তিনটি বাংলা পাঠ্য বইয়ের পর্যালোচনা।

আবার, আকর গ্রন্থরূপে নির্দিষ্ট করা হয়নি এরকম গ্রন্থ ;

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সংকলক / পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষা / পদার্থ বিদ্যা / পৃঃ ৪৩ ; ২

অমরনাথ রায় / রসায়নভারতী / রসায়নশাস্ত্র সাধারণ গ্রন্থ / পৃঃ ৪৪ ; ১

চতুর্থতঃ বাংলা গ্রন্থপঞ্জীতে 'বাংলা আকাদেমী'র অনেক বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে — এ বাংলার গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও পাঠককুল এই সমস্ত বই সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হলেও ক্রয়লভ্যতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে। কারণ ভারতে বাংলাদেশের বইয়ের [ বিশেষতঃ আকাদেমীর ] কোন ব্যবসা গড়ে ওঠেনি—এ প্রশ্নটি সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ। সেই হিসেবে এই ধরণের বইয়ের অন্তর্ভুক্তি বাঞ্ছনীয় নয়।

গ্রন্থাগার দিবসে কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

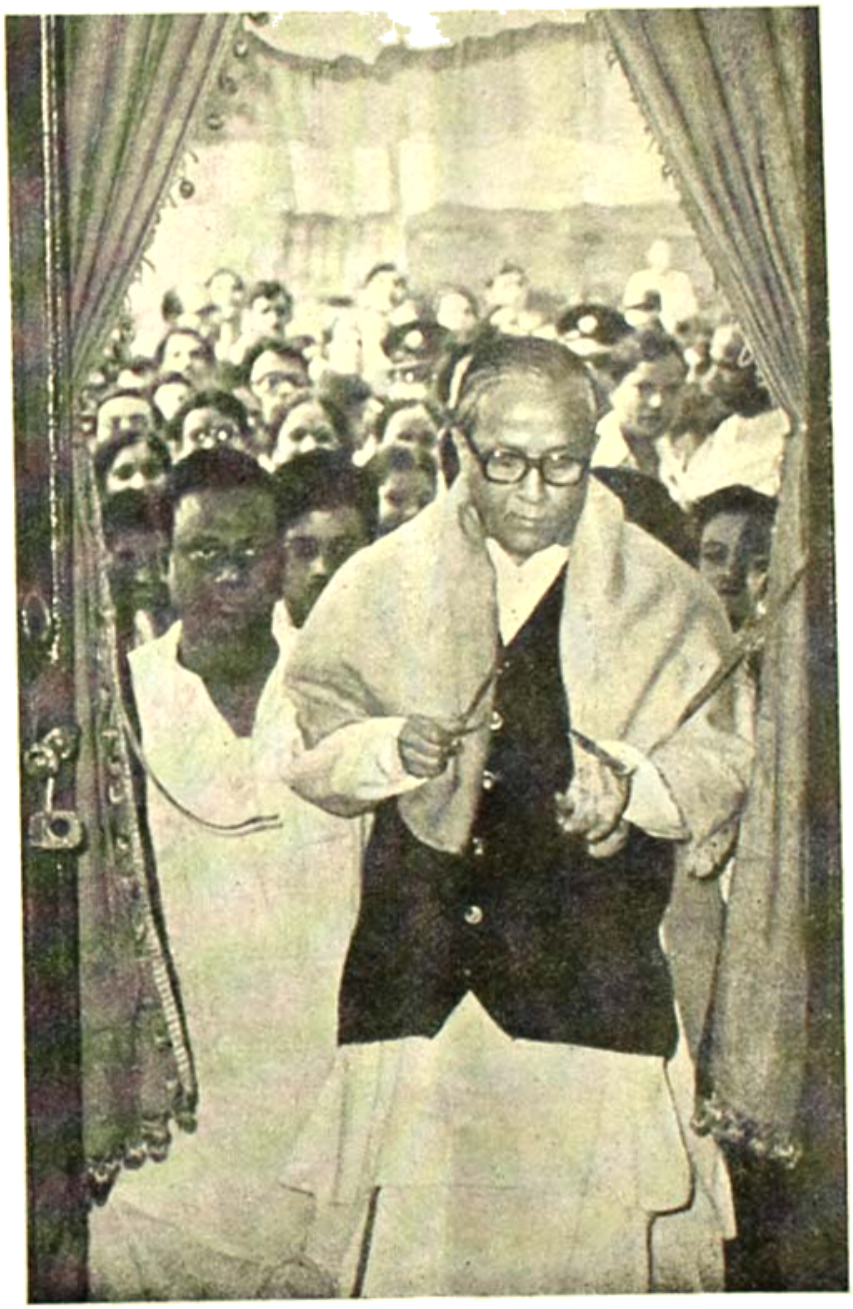

গ্রন্থাগার দিবসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় মিছিল

ফটো ঃ অরুণ রায়

# গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

## (ক) গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির সদস্য শ্রীসৈয়দ শাহেদুল্লা, এম. পি। সভায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী তরুণ রায়, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষে শ্রী আশিস নিয়োগী এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মী-দের পক্ষ থেকে শ্রী দীপেন রাহা। সভার সভাপতি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে না রেখে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ও জনগনের মধ্যে সম্প্রসারণের কথা বলেন। সভার শেষে একটি মিছিল রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত গ্রন্থমেলা প্রাঙ্গণে যায়। মিছিলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্মী সমিতির সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেন। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

### গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও এশিয়াটিক সোসাইটি কর্মী সমিতির সহযোগিতায় ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮০ গ্রন্থাগার দিবসে অনুষ্ঠিত এই জনসভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে—

১ পঃ বঙ্গের গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণ, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ, প্রতিটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রবর্তন, কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের উদ্বোধন, বাংলা ক্রয়লভ্য গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য বর্ধিত হারে আর্থিক অনুদান প্রদান, প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণের জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

২ সঙ্গে সঙ্গে এই সভা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে জনমুখী করার জন্য নিম্নলিখিত দাবী-গুলি রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করছে :

(ক) আপামর জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারকে নিঃশুল্ক করা হোক।

(খ) প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোর বিভাগের প্রবর্তন করা হোক।

(গ) প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক।

(ঘ) কলেজ, পলিটেকনিক প্রভৃতি শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির জন্য যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক।

(ঙ) শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক।

(চ) বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথার্থ বেতন ও পদমর্যাদা দেওয়া হোক।

গ্রন্থাগার দিবসে আহুত এই জনসভা মনে করে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদান থাকা উচিত। এই সভা তাই দাবী করছে যে প্রতিটি রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নের যে আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করবেন সেই অনুপাতে আর্থিক অনুদান কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজ্য সরকারকে দেওয়া হোক।

খ) রাজ্য সরকারের কর্মসূচী

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের উদ্বোধন, বাংলা ক্রয়লভ্য গ্রন্থপঞ্জীর প্রকাশ এবং পঃ বঃ গ্রন্থমেলার উদ্বোধন উপলক্ষে রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে পার্কসার্কাস ময়দানে সকাল ১০ ঘটিকায় একটি অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে পি ১২ বরণা রোডে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। পার্ক-সার্কাস ময়দানে গ্রন্থমেলা ও বাংলা ক্রয়লভ্য গ্রন্থ পঞ্জীর উদ্বোধন ও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু। গ্রন্থমেলাটি রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পঃ বঃ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা সংগঠিত করেন। সহযোগিতা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বসু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার এক ভয়াবহ ব্যবস্থা বিরাজ করছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষাকে অরাজকতামুক্ত করেছে। শুধু তাই নয় বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে গরীব মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। পুরোপুরি সফল হতে না পারলেও শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের উল্লেখ করে তিনি বলেন নগর গ্রন্থাগারের অভাব জনসাধারণ বহুদিন ধরে উপলব্ধি করছিলেন। ২ বছর আগেই এই গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও স্থানাভাবে এর আগে এ কাজ সম্পন্ন করা যায় নি। নগর গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হওয়ায় তিনি আনন্দিত কিন্তু এর উপযুক্ত স্থান এখনও পাওয়া যায় নি। তিনি আরও বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশ্য শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্ত ধরণের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, এই হিসেবে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কলিকাতা নগর গ্রন্থাগার।

তিনি বলেন মানুষের গ্রন্থাগারে যাওয়ার অভ্যাস তৈরী করতে হবে। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এখানে যে বই মেলার আয়োজন হয়েছে, আমরা ব্যবস্থা করেছি যাতে গ্রন্থাগারগুলি এই মেলা থেকে বই কিনতে পারেন। চাহিদা অনুযায়ী বই মিললে গ্রন্থাগারে আরও বেশি মানুষ যাবেন। গ্রন্থাগার স্থাপন করতে গিয়ে আমাদের গ্রন্থাগার কর্মীদেরও কথা চিন্তা করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীরাও যদি সমস্ত স্তরের মানুষের সাথে পরামর্শ করে চলেন তাহলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আরও সাফল্যমণ্ডিত হবে।

শ্রী বসু বাংলা ক্রয়লভ্য গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে বলেন, এই গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের উদ্দেশ্য জ্ঞানের ভাণ্ডার সাধারণ মানুষের মধ্যে খুলে দেওয়া। সরকার আরও আশা করেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করা যাবে। গ্রন্থাগার আগের তুলনায় এখন অনেক বেড়েছে, আশা করা যায় আরও বাড়বে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করার জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর সঙ্গে চাই গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতা, যাতে আরও সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারে আনা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু গ্রন্থাগার দিবসে আহ্বান জানান, শিক্ষার আলো সকলের কাছে পৌঁছে দিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে।

এর পরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে জয়লভ্য বাংলা গ্রন্থপঞ্জী বিতরণ করেন শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে। পশ্চিমবঙ্গের উক্ত শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থ মেলার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলিকে এই বই মেলা থেকে বই কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিশুদের এবং সদ্য অক্ষরজ্ঞান প্রাপ্তদের জন্য প্রচুর পরিমাণে পুস্তক প্রকাশ করা দরকার বলে তিনি মনে করেন। বামফ্রন্ট সরকার রবীন্দ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশের সাথে সাথে সুলভ মূল্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলী, রমেশ চন্দ্র দত্ত রচনাবলী প্রকাশে উদ্যোগ নিয়েছেন বলে তিনি জানান।

শ্রী ঘোষ আরও বলেন, গত ৩ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ১,০০০ নতুন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, পূর্বে ছিল মাত্র ১১০০। কেন্দ্রীয় সরকার এই বৎসর থেকে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে, তথাপি রাজ্য সরকার নিজ প্রচেষ্টায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খুলবে। প্রকাশনের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে এলে কাজটা সাফল্য লাভ করবে। তিনি আরও জানান শিশুদের জন্য বিভিন্ন রচনা যেগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন সেগুলো একত্র করার।

পৌরমন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মসূচী যে অগ্রসর হচ্ছে তা এই নগর গ্রন্থাগারের উদ্বোধন প্রমাণ করল। আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শুধুমাত্র শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না, গ্রামে ও ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনানুযায়ী সরকার ইতিমধ্যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১১০০ নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন করেছে, ১৯৮০-৮১ সালে আরও ৫৫০টি গ্রন্থাগার খোলার পরিকল্পনা আছে।

শ্রী শূর আরও জানান, নগর গ্রন্থাগারের জন্য কেন্দ্রস্থলে জায়গা দেওয়ার জন্য বার বার তাকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু কলকাতার মত জায়গায় এই অনুরোধ রাখা কষ্টসাধ্য। তাই আপাততঃ লেডী-ব্রাবোর্ন কলেজের কর্তৃপক্ষের সহায়তায় তাদের একটি হোস্টেলে গ্রন্থাগারের স্থান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে হিন্দ সিনেমার সামনে নগর গ্রন্থাগারকে নিয়ে যাবার জন্য সরকার চেষ্টা করবেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আবদুল বারি শিক্ষক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নয়। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছাবার আগেই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে দেন। এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি উৎসাহদানমূলক কর্মসূচী বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীসুনীল বসু গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৫ সালে এইদিনে প্রথম সভাপতিরূপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্বোধন করেছিলেন। গ্রন্থাগার স্থাপনে বামফ্রন্ট সরকারের আনুপাতিক সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, পূর্বতন সরকারের আমলে যেখানে মাত্র ৭৫০টি নতুন পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল, সে জায়গায় ১৯৭৯-৮০ সালে ১০৬৩টি নতুন পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬৩টি শহরে। ১৯৮০-৮১ সালে ৫০০টি নতুন পাঠাগার এবং ৫০টি শহর পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। ৭৯-৮০ সালে এ বাবদ ব্যয় ধার্য হয়েছিল ২ কোটি ৪৬ লাখ টাকা, ৮০-৮১তে এই ব্যয় বরাদ্দ ধার্য হয়েছে ৪ কোটি

১০ লক্ষ টাকা।

তিনি আরও বলেন যে আজকের দিন আরও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে বাংলা ভাষায় ক্রয়লভ্য গ্রন্থপঞ্জীর উদ্বোধন, ভারতীয় ভাষার এই ধরণের প্রথম গ্রন্থপঞ্জী। এতদিন প্রকাশকদের নানাবিধ সমস্যা থাকায় তাঁরা ভাল ধরণের পুস্তক প্রকাশনে বিরত ছিলেন। তিনি অনুরোধ করেন বামফ্রন্ট সরকারের নীতি অনুযায়ী প্রকাশকরা অবক্ষয় সাহিত্য প্রকাশনে বিরত থেকে গঠনমূলক সাহিত্য প্রকাশনে নিজেদের যেন নিয়োজিত করেন।

এরপর সভার সভাপতি রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে এই মর্ম আশা প্রকাশ করেন যে প্রকাশক সংস্থা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সহযোগিতায় এই গ্রন্থমেলা সাফল্য লাভ করবে। বামফ্রন্ট সরকারের এই সমস্ত কর্মসূচী সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি অংশ।

রাজ্যের উপশিক্ষা অধিকর্তা সুশীল গুপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার অনুষ্ঠান কর্মসূচী পরিচালনা করেন কলিকাতা জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক শ্রী সুকুমার ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমলা গার্লস স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি, আহ্বায়ক, সদস্যবৃন্দ, বিশিষ্ট নাগরিক শিক্ষাবিদ, জননেতা, গ্রন্থাগার কর্মী, ছাত্র-ছাত্রী প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মীসহ বহু মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থমেলায় ৯০টি স্টলে তিন শতাধিক প্রকাশক অংশগ্রহণ করেন। গ্রন্থমেলা ২০ শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত চলে। গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন জেলার গ্রন্থাগার কর্মীরা প্রায় দশলক্ষ টাকার গ্রন্থের অর্ডার দেন। গ্রন্থমেলায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে একটি স্টল দেওয়া হয়। বাংলা বইয়ের এতবড় গ্রন্থমেলা এর আগে কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি।

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাশ

---

## ॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আগামী ৬ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই বিষয়ে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পরিষদে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অনুপকুমার সরকার
সম্পাদক
ছাত্র সহযোগ উপসমিতি

## ॥ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা ॥

### আলিপুরদুয়ার মহকুমা গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি

২০শে ডিসেম্বর '৮০ আলিপুরদুয়ার মহকুমা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয় এবং গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক প্রদর্শনী ও আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ৫০ বৎসরের পূর্বের বাংলা পুস্তক, বিভিন্ন রাজ্যের সংবাদপত্র, গ্রন্থাগারের সাম্প্রতিক সংগ্রহ ও বিভিন্ন পোস্টার স্থান পেয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে ১৩০৪ থেকে ১৩৩৭ এর মধ্যে প্রকাশিত ১১৫টি দুর্লভ গ্রন্থ ছিল। প্রদর্শনীটি সর্বসাধারণের জন্য চারদিন উন্মুক্ত ছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কবি জগন্নাথ বিশ্বাস। পূর্ণ মৈত্রের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ওপরে ছবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলোচনা সভায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন শীল, অনুপম তালুকদার ও অধ্যাপক নিহাররঞ্জন লাহিড়ী। সভায় সাতটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (১) সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিকে নিঃশুল্ক করতে হবে। (২) শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার চাই। (৩) প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার চালু করতে হবে। (৪) গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। (৫) গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে (৬) উত্তরবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স গ্রীষ্মকালীনের সাথে শীতকালীন করতে হবে। (৭) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী কোর্স চালু করতে হবে।

### বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

কান্দীতে গত ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বলরাম রায়চৌধুরী।

### শোভারাণী মেমোরিয়াল কলেজ, হাওড়া

হাওড়ার শোভারাণী মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে উক্ত কলেজে গ্রন্থাগারিক শ্রী সুশীল অধিকারীর সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ছিল এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

### সংস্কৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, চাকপোতা, হাওড়া

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে প্রগতি সঙ্ঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাম্প্রতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আশাতীত সরকারী সাহায্য পাওয়ার জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠক

শ্রীনিমাই মান্না। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বসুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীগুণধর মাজী ও অন্যান্যরা।

### জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্দ্ধমান।

২০শে ডিসেম্বর ৮০ জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে বলেন গ্রাম বাংলায় গ্রন্থাগার স্থাপন করলেই হবে না — একে পাঠাগার করে তোলা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব এবং আগামী দিনে শিক্ষা সম্প্রসারণের কেন্দ্র হিসেবে এগুলি কাজ করবে। এই সভায় পরিষদের দাবীগুলি পূরণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ দেব। বক্তব্য রাখেন শ্রী বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়।

### মাতঙ্গিনী পাঠাগার, কৃষ্ণগঞ্জ, হোগলা। মেদিনীপুর

২০শে ডিসেম্বর ৮০ মাতঙ্গিনী পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়।

### তরুণ সংঘ জন গ্রন্থাগার, বিশ্বাস, মেদিনীপুর।

২০শে ডিসেম্বর ৮০ তরুণ সংঘ জন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভা হয়। এই সভায় গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা হয়। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতায় এই গ্রন্থাগার সরকারী অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রী অনাদি বরণ সী। বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী ললিতমোহন সামন্ত।

### প্রগতি সঙ্ঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, মালদহ।

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে প্রগতি সঙ্ঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাম্প্রতিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আশাতীত সরকারী সাহায্য পাওয়ার জন্য বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানান হয়। এরই সাথে পরিষদ প্রস্তাবিত দাবীগুলির সুবিবেচনার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

### বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম দিনাজপুর শাখা।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইসলামপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গনে গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ইসলামপুর মহকুমা সমাহর্তা শ্রীদিলীপ চৌধুরী। পরিষদের বিভিন্ন দাবীর সমর্থনে উপস্থিত বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন এবং বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানান হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রেমবিহারী ঠাকুর। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী খগেন্দ্রনাথ সিংহ, এম. এল. এ., সৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ, রথীন্দ্র নারায়ণ বসু এবং সমীর দত্ত।

প্রতিবেদক : শ্রীসত্যব্রত ঘোষাল

## ॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

### মানকর পল্লীমঙ্গল গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বর্দ্ধমান

মানকর পল্লীমঙ্গল গ্রামীণ গ্রন্থাগারের তেত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী যতীন্দ্রনাথ দাহাতো এবং মন্মথ চট্টোপাধ্যায়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুবীর কুমার চক্রবর্তী, মহম্মদ সিদ্দিকি, হরিসাধন ভট্টাচার্য এবং বিমল কুমার বিশ্বাস।

### মাতঙ্গিনী পাঠাগার, কৃষ্ণগঞ্জ, মেদিনীপুর

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ তারিখে মাতঙ্গিনী পাঠাগারে শহীদ দিবস ও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। বিভিন্ন বক্তা মাতঙ্গিনী হাজরা ও অন্যান্য শহীদদের জীবনী ও কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বিরূপাক্ষ সামন্ত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী হরিবর মন্ডল ও জহরলাল বেরা।

### খাজুটি কোরাদেরিয়া গ্রন্থাগার, বাগনান, হাওড়া

খাজুটি কোরাদেরিয়া গ্রন্থাগারের সাধারণ সভা ২৮শে অক্টোবর ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিগত দিনের কার্যাবলীর পর্যালোচনার সাথে আগামী দিনে এই গ্রন্থাগারকে আদর্শ গ্রন্থাগারের কাজে পরিণত করার কাজে সকলে অঙ্গীকার বদ্ধ হন।

### পাঠাপুস্তক গ্রন্থাগার, রামরাজাতলা, হাওড়া

গত ৫ঠা জানুয়ারী ১৯৮০ রবিবার বেলা ৩-৩০ মিনিটে পাঠাগারের চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠান গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন শ্রীজগদীশ মন্ডল এবং সম্পাদকের বিবৃতি পেশ করেন শ্রীনেপালকান্তি ভট্টাচার্য। সভায় বিভিন্ন বক্তা পাঠাগারের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৯৮১ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়ঃ—সভাপতিঃ—শ্রীদীপক কুমার ভট্টাচার্য, সহঃ সভাপতিঃ—শ্রীনির্মল কুমার পাল, সম্পাদকঃ—শ্রীনেপালকান্তি ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য আটজন সদস্য।

### গোপাল ভাদুড়ী স্মৃতি সংঘ, বেলঘরিয়া

বেলঘরিয়ার দেশপ্রিয়নগরে গত ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ তারিখে গোপাল ভাদুড়ী স্মৃতি গ্রন্থাগারের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের মুখ্য সম্পাদক অরুণ রায়, এবং প্রবীর দে ও শুভঙ্কর দাশগুপ্ত।

### বনগ্রাম মহকুমা গ্রন্থাগার, ২৪ পরগণা

(ক) বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড টাউন হল কার্যকরী কমিটির নির্বাচন ৫ঠা জানুয়ারী, ১৯৮১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্বাচিত হনঃ দাতা বিভাগে—ডঃ সুশান্ত সরকার ও শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র; সাধারণ বিভাগে—সর্বশ্রীবিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত, অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, গুণজিৎ ভূষণ মিত্র, পারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ বসু এবং বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(খ) গত ৩১শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চব্বিশ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে এবং বনগ্রাম মহকুমার গ্রন্থাগারগুলির সহযোগিতায় বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড টাউন হল প্রাঙ্গণে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার সেমিনার ও দীনবন্ধু মিত্রের দেড়শততম বর্ষ জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেন যে, গ্রন্থাগার শিক্ষার উন্নতির প্রকৃষ্ট মাধ্যম। সভ্যতা সংস্কৃতির পাঠকেন্দ্র হিসাবে পাঠক বা ছাত্র / ছাত্রী-দের সংযোগ সাধনের প্রসার ঘটাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। এর জন্য গ্রন্থাগার কর্মী-দের সুযোগ-সুবিধার দিকেও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে। কারণ তাঁদের বাদ দিয়ে কখনও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ঘটানো যায় না।

প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্য তথা উপদেষ্টা অধীর চক্রবর্তী বলেন, বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেসী সরকার যা পারেন নি, বামফ্রন্ট সরকার মাত্র ৩০ মাসের মধ্যে তা করেছেন। আগে একটা গ্রাম্য লাই-ব্রেরী বছরে ছয়শত টাকা অনুদান পেত—এখন সেখানে চার হাজার টাকা পাচ্ছে। শহর লাইব্রেরীকে বছরে তিন হাজার টাকার পরিবর্তে বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে সাড়ে দশ হাজার টাকা। এককালীন অনুদানগুলিও প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন যত বেশী সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবে, ততই দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে বলে উল্লেখ করেন। চব্বিশ পরগণা জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক সুকুমার ভট্টাচার্য মানুষের জীবনে বইয়ের প্রভাব এবং গ্রন্থাগারিকের সাথে বইয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করেন। অনু-ষ্ঠানের সভাপতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা বলেন—আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সাধারণ মানুষের গ্রন্থা-গার সম্পর্কে আগ্রহ জাগ্রত করা। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বিধান সভা সদস্য রণজিৎ মিত্র উত্তর চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান।

এরপর 'চব্বিশ পরগণা জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা' শীর্ষক সেমিনার পরিচালনা করেন রামকৃষ্ণ সাহা। সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন অনিল কুমার চ্যাটার্জী, গোপাল চন্দ্র সাধু, নিরঞ্জন বিশ্বাস, শ্যামল দত্ত, সুভাষ রায়, গৌরদাস ঘোষ, ক্ষিতিশ চন্দ্র গুহ রায়, সুভাষ মালাকার, দুলাল ভট্টাচার্য, সুভাষ দাস, রঞ্জন লাল দে, কল্পিনী সাহা প্রভৃতিরা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চব্বিশ পরগণা জেলা শাখার সম্পাদক প্রবীর দে সেমিনারে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবী ভাষণ দেন।

গ্রন্থাগার সেমিনারের পর দীনবন্ধু মিত্রের দেড়-শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠান সুরু হয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শাখা বনগ্রাম সুকান্ত শিল্পী সংস্থা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। সু-সাহিত্যিক বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য এবং সামাজিক জীবন ধারার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন নীলদর্পন নাটকের ক্ষেত্রে তিনি জগৎ বিখ্যাত হলেও তাঁর অন্যান্য রচনাগুলোও নিছক উপেক্ষার ব্যাপার নয়। দীনবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনায় অংশ নেন রাষ্ট্রমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস, তথা উপদেষ্টা অধীর চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, সমাজশিক্ষা আধিকারিক সুকুমার ভট্টাচার্য, রণজিৎ মিত্র এম এল এ প্রমুখেরা। দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম-ভিটে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন এবং দীনবন্ধু মিত্র স্মারক-ডাকটিকিট প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন

করেন গোপাল চন্দ্র সাধু। প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রাজ্য তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের সৌজন্যে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবার পর লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক 'নীলদর্পণ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'স্মরণিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সত্যব্রত সেন, রণজিৎ মিত্র, অনিল চ্যাটার্জী, বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত, গোপাল চন্দ্র সাধু, রতন সাধু ও সুনীল দত্ত এতে বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন।

---


সংগ্রহ করে রাখার মত

# সাহিত্য সংসদের বই

- **সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান**
  প্রায় সাড়ে-তিন হাজার উল্লেখ্য বাঙালীর জীবনচরিত। [৪০.০০]
- **বাংলা ভাষার অভিধান**
  জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। [১০০.০০]
- **বৈষ্ণব পদাবলী**
  সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ। সংশোধিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। [৭৫.০০]
- **ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য**
  ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত। [৩০.০০]
- **বঙ্কিম রচনাবলী**
  সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪টি) [২৫.০০]। দ্বিতীয় খণ্ডে সাহিত্য-অংশ [যন্ত্রস্থ]
- **মধুসূদন রচনাবলী**
  ইংরেজি-সহ সমগ্র রচনা একখণ্ডে [২৪.০০]
- **শিরিশ রচনাবলী**
  সমগ্র রচনা পাঁচখণ্ডে [প্রতি খণ্ড ২৫.০০]
- **তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ**
  সমগ্র গল্প (প্রায় ২০০) তিন খণ্ডে। [প্রতি খণ্ড ৪০.০০]

**সাহিত্য সংসদ**

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-৯

## ॥ পরিষদ কথা ॥

### বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সম্প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর স্মারকলিপি মারফৎ বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে—

(ক) পেনসড গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত বেতন দান, পেনসন ও গ্রাচুইটি প্রথার প্রবর্তন, সার্ভিস রুলের প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে উপ-শিক্ষা আধিকারিক (সমাজশিক্ষা) এবং উপ-সচিব (সমাজশিক্ষা) এর নিকট।

(খ) রাধিকা লাইব্রেরী (নাথুয়া, জলপাইগুড়ি) গ্রন্থাগারিকের বেতন-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য উপ-শিক্ষা আধিকারিকের (সমাজশিক্ষা) নিকট।

(গ) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিকের বেতনক্রম কমিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট।

(ঘ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত গণ ডেপুটেশনের সঙ্গে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক কর্তৃক অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে জেলা শাসকের নিকট।

(ঙ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাটুটে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা সম্পর্কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট।

(চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ-ইস্ট এশিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে ডকুমেন্টেশন অফিসার পদে অযোগ্যকুশলী নিয়োগের প্রতিবাদে উপাচার্যের নিকট।

### বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, শিক্ষণ উপসমিতি

১৯৮০ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের সমাবর্তন উৎসব ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৮১, তারিখে অপরাহ্ণে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তন উৎসবে অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ ও দীক্ষান্ত ভাষণ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শিক্ষণ বিভাগের পরিচালক শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী। সার্টিফিকেট কোর্স সম্পর্কে রিপোর্ট রাখেন শিক্ষণ উপসমিতির সচিব শ্রী মঙ্গল প্রসাদ সিংহ। সার্টিফিকেট কোর্সের বিগত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য শ্রী সন্দীপ সরকারকে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় পদক দেওয়া হয়। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ১৩৮৬ সালে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষকে হিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক দেওয়া হয়। উপাচার্য মহাশয় তাঁর দীক্ষান্ত ভাষণে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং মানব সমাজের সেবায় এই বৃত্তির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

### শ্রী ও শ্রীমতী কে সি হ্যারিসনের সম্বর্ধনা ও বক্তৃতা

বিগত ২২শে জানুয়ারী ১৯৮১ তারিখে পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক শ্রীকে, সি, হ্যারিসন ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কে, সি, হ্যারিসনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী। শ্রীহ্যারি-

সনকে পরিচয় করিয়ে দেন ইয়াসলিকের সচিব শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীহ্যারিসন ব্রিটিশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন এবং রিসোর্স সেন্টার সম্পর্কে নিজ দেশের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীডি জি কাপুর। শ্রীহ্যারিসন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ব্রিটেনের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং বিদ্যানগরে অবস্থিত ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

## পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, নদীয়া শাখা

পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির নদীয়া জেলা শাখার দশম সম্মেলন ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিগত বর্ষের বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। সম্মেলনে নূতন কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়।

## পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, হাওড়া শাখা

(ক) পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে মহিয়াড়ী বান্ধব সমিতি গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ (১) কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রদান (২) পে কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করা (৩) গ্রন্থাগার আইনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ (৪) গ্রন্থাগার কর্মীদের অবসরকালীন পেনসন প্রথা চালু করা ও (৫) পুস্তক নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের স্বাধীনতা দেওয়া। সভায় পরবর্তী বৎসরের জন্য শ্রীআদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরীকে সভাপতি এবং শ্রীঅশোক কুমার দাসকে সম্পাদক করে ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে জেলা কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(খ) উক্ত সংস্থার হাওড়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮১ তারিখে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের কাছে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আধিকারিক দাবীগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং সম্ভব সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, পুরুলিয়া শাখা

পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পুরুলিয়া শাখার বার্ষিক সভা ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ তারিখের প্রাতে ও অপরাহ্নে পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়, এম,এল,এ, জেলা সভাধিপতি শ্রীশচীন বানার্জী; জেলার বিশিষ্ট জননেতা শ্রীনকুল মাহাতো, শ্রীনিখিল মুখার্জী এবং পরিষদের কর্ম-সচিব শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা বক্তব্য রাখেন। উক্ত সম্মেলনে পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে সর্বশ্রী সুশান্ত হাজরা এবং বিশ্বনাথ কোলে এবং কর্মচারী সমিতির জেলা শাখার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে সর্বশ্রী মহাদেব মুখোপাধ্যায়, এম. এল. এ এবং প্রণত মুখোপাধ্যায়।

## পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, বীরভূম শাখা

পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির বীরভূম জেলা শাখার অষ্টম সম্মেলন ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৮১ তারিখে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীব্রজ মুখার্জী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বীরভূম জেলা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রীঅরুণ

চৌধুরী। সম্মেলনে বার্ষিক কার্য বিবরণী পেশ করেন জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীতরুণ রায়। সম্মেলনে ১৯৮০ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবও পেশ করা হয়। সম্মেলনে ১১জন সদস্য নিয়ে জেলা শাখার একটি কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়।

### পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, হুগলী জেলা শাখা

পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, হুগলী জেলা শাখার একাদশ সম্মেলন ১লা জানুয়ারী ১৯৮১ তারিখে মাহেশ টাউন লাইব্রেরী (শ্রীরামপুর) হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি শ্রীঅনিল দত্ত। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা শ্রীঅজিত বাগ। জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য বার্ষিক কার্য বিবরণী পেশ করেন। সম্মেলনে বার্ষিক কার্য বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। সম্মেলনে ১৩জন সদস্যকে নিয়ে নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

### বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জলপাইগুড়ি শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ২রা আগষ্ট ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমেন নাথ নন্দী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী কোর্স এবং পরিষদের একটি সার্টিফিকেট কোর্স জলপাইগুড়িতে চালু করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে ১৯৮০-৮১ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হন। সভাপতি—শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরী সহকারী সভাপতি —সর্বশ্রী সুনীল কুমার চক্রবর্তী এবং অসিত বরণ ভট্টাচার্য, সম্পাদক —শ্রীকল্যাণ দে, সহকারী সম্পাদক—শ্রীদিলীপ কুমার মুখোটী, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিনয় কুমার দে, সভ্যগণ—সর্বশ্রী সুকুমার চক্রবর্তী, নির্মল কুমার, মধুসূদন রায়, নীতিশ চন্দ্র বসু এবং রমা গুহ।

---

## ॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

পরিষদের সদস্যদের এই মর্মে জানানো যাইতেছে যে যাঁরা এখনও ১৯৮০-৮১ সালের চাঁদা দেননি তাঁদের কাছে মার্চ মাসের পর "গ্রন্থাগার" পাঠানো সম্ভব নয়। সুতরাং সেই সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করা হইতেছে তাঁরা যেন অবিলম্বে ১৯৮০-৮১ সালের চাঁদা মিটিয়ে দেন।

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব।

# সংবাদ কণা

## হরিয়ানায় নয়পদ গ্রন্থাগারিক

হরিয়ানার কাটারপুরী অঞ্চলে নয়পদ গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনে এমন এক অধ্যায় সংযোজিত হ'তে চলেছে যার ফলে হরিয়ানার গ্রামীণ জনগণের পাঠোভ্যাসের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করবে। প্রথমে দুটি ব্লকের কুড়িটি গ্রাম নিয়ে গুরগাঁও জেলা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-মূলকভাবে এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। একজন গ্রন্থাগার কর্মী সপ্তাহে একদিন একটি নির্দিষ্ট গ্রামে হাজির হবেন গ্রামবাসীদের আগ্রহ আছে এমন কিছু বই নিয়ে। বই বহনের জন্যে তাঁকে দেওয়া হবে সাইকেল ও ক্যানভাসের ব্যাগ। গ্রামে পৌঁছে তিনি তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করবেন বাঁশি বাজিয়ে এবং গ্রামের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি গ্রামবাসীদের মধ্যে বই দেওয়া ও ফেরৎ নেওয়ার কাজ করবেন। এই কর্মসূচীকে আপাতত গুরগাঁও পৌর গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

## পর্বতারোহীদের পত্রিকা

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাইম্বারস্ অ্যান্ড এক্সপ্লোরারস্ ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে 'অভিযাত্রী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ক্লাবের বিভিন্ন অভিযান ও পর্বতারোহণের প্রাথমিক বিবরণ।

## অপরাধীদের ডাইরেক্টরী

দিল্লি পুলিসের অপরাধ শাখা তিন হাজার অপরাধীদের তালিকা সম্বলিত ৫০২ পৃষ্ঠার একটি ডাইরেক্টরী তৈরি করেছেন। এ-ধরণের ডাইরেক্টরী ভারতে এই প্রথম। বর্ণানুক্রমিক এই ডাইরেক্টরীতে ১৯৬৬ সালের পর থেকে অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তার করা অপরাধীদের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

## রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন কলিকতার লবণ হ্রদে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করেছেন।

ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্তের বিবৃতি থেকে জানা যায়, ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগার-সংগঠন ও সেবার বিভিন্ন বিষয়ে ন'টি বক্তৃতার আয়োজন করেছেন। ফাউণ্ডেশন দেশের সকল স্তরের গ্রন্থাগারগুলির উপর একটি সমীক্ষা করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

## মারাঠি দৈনিকের শতবর্ষ

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যপূর্ণ মারাঠি দৈনিক 'কেশরী' গত ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮১ তারিখে শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। আর কোন মারাঠি দৈনিক এই গৌরব অর্জনে সক্ষম হয়নি।

## কলকাতায় পিটার মেয়ার

পেলমুইন বুকস্ প্রকাশন সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা পিটার মেয়ার জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এসেছিলেন কলকাতায়। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া অবাক করেছে তাঁকে। তিনি বলেন, 'অনেক ঘুরেছি, কিন্তু এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি।

সর্বত্র বই, এমনকি ফুটপাথেও। আমার মনে হয়, কলকাতা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গ্রন্থসচেতন নগরগুলির অন্যতম।

## তিনজন লেখক সম্মানিত

ভারতীয় ভাষা পরিষদ গত ১৯৭৭-৭৮ সালে বাঙলা, কানাড়া ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে যথাক্রমে, প্রয়াত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'চিত্রকর', ডঃ রামবিলাস শর্মার 'মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী ও হিন্দী নবজাগরণ' ও ডা সিন্দারা পুরোধিকের 'বচনোদ্যান' গ্রন্থগুলিকে পুরস্কৃত করেছেন।

## বিদ্যাসাগর পুরস্কার, ১৯৭৯

গদ্য ও শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে ১৯৭৯ সালের বিদ্যাসাগর পুরস্কার লাভ করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায় ও লীলা মজুমদার। ১৯৪১ সাল থেকে গদ্য ও শিশুসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের ভিত্তিতেই পঃ বঃ সরকারের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সাহিত্যের উভয় শাখায় পুরস্কার প্রদান এবারেই প্রথম। ১৯৭৭ সালের এই পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রয়াত শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু।

## জাতীয় সংহতি পুরস্কার, ১৯৮০

প্রখ্যাত হিন্দী লেখক শ্রী বিষ্ণু প্রভাকর (১৯১২ -) ১৯৮০ সালের জাতীয় সংহতি পুরস্কার লাভ করেছেন। এই পুরস্কারের জন্যে গঠিত নির্বাচক-মণ্ডলীর সভাপতি প্রাক্তন রেলমন্ত্রী ত্রিপাঠী বলেন, জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এই লেখকের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। লেখকের কয়েকটি গ্রন্থ : আধি আউর অন্ত (গল্প সংকলন); নবপ্রভাত, ডক্টর, স্বাধীনতাকে সংগ্রাম (নাটক); ঢলতি রাত, স্বপ্নময়ী (উপন্যাস,; সরদার বল্লভভাই প্যাটেল (জীবনী), আওয়ারা মসীহা (শরৎচন্দ্রের জীবনী)

## জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, ১৯৭৯

প্রখ্যাত অসমীয়া লেখক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (১৯২৪ —) তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের জন্য ১৯৭৯ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেছেন। লেখকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

উপন্যাস : রাজপথে রিঙিয়াই (১৯৫৫), আই (১৯৬০), সাতসরী (১৯৬৩), শাতঘী (১৯৬৫), ইয়ারু ইগম (১৯৬৭), নস্তচন্দ্র (১৯৬৮), মৃত্যুঞ্জয় (১৯৭০), চিনাকি সঁতি (১৯৭১), কবর আরু ফুল (১৯৭২) ভ্রমণ : সীমাই আমনি করে (১৯৭৫) জীবনী : শ্রীঅরবিন্দ (১৯৭৩)। এ ছাড়া তিনি কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন।

## ব্রিটেনে সর্বাধিক বিক্রীত বই

লন্ডন নিউ স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৮০ সালে বৃটেনের সর্বাধিক বিক্রীত বাঁধাই বই (৫২০,০০০ কপি) "দি গিনিজ বুক অব রেকর্ডস"। সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস (২৪০,০০০ কপি) জন লে ক্যারের গোয়েন্দা কাহিনী "স্মিলেজ লিপল"। উপন্যাস নয় এমন বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (১৩৮,০০০ কপি) বিক্রি হয়েছে আর্থার সি ক্লার্কের "মিষ্টিরিয়াস ওয়ার্ল্ড"। সবচেয়ে সফল শিশু সাহিত্যিক হলেন প্রিন্স চার্লস। তাঁর গল্পগ্রন্থ "দি ওল্ডম্যান অব লোচনগর" বিক্রি হয়েছে ১৪০,০০০ কপি।

## শিশু লেখক

ব্রাজিলের ৬ বছরের শিশু লুসিয়ানো হ্রেন্ডরি দা ক্রুজ লিখিত একটি বই সমস্ত বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে। বইটিতে রয়েছে ডাকাত দলের ব্রাজিলের একটি শহর দখলের রোমাঞ্চকর কাহিনী। ক্রুজের মা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, চার বছর বয়স থেকেই সে গল্প লিখে আসছে।

## ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্বাচন

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিগত নির্বাচনে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীপি বি মল্লাসা এবং প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীতিয়কা।

## কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সম্পর্কে সুপারিশ

ইউ-জি-সি'র কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত স্থায়ী উপসমিতি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিচালন নীতি ও মান বিষয়ের খসড়া অনুমোদন করেছে। মূল খসড়াটি রচনা করেন উপ-সমিতির পক্ষে শ্রীগিরিজা কুমার।

অনুমোদিত খসড়াটি নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করছে :—

১. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা
২. পাঠকদের বিভিন্ন প্রকার সেবাদান
৩. গ্রন্থাগারের সম্পদ
৪. অর্থ
৫. গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের যোগ্যতা
৬. কর্মীর সংখ্যা ও বিন্যাস
৭. গ্রন্থাগার প্রশাসন
৮. কারিগরী কার্যাবলী ( Technical process )
৯. স্থান সংক্রান্ত সমস্যা ( Physical facilities )
১০. নীতি-মান প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশ-বলী

[ Source ; I L A Bulletin, V. 16, No. 3—4 ; July—Dec ; 1980. P. 183-186 ]

## কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে সুপারিশ

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষক পদমর্যাদা অনুমোদন করেছে এবং যে সকল নির্দেশনামা জারি করেছে তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল :—

(১) কলেজ গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান।

(২) কলেজ গ্রন্থাগারিকরা কলেজ পরিচালক সমিতিতে শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতে পারবেন।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বোর্ড অফ স্টাডিসের সমতুল বোর্ড অফ লাইব্রেরীয়ানস চালু করা হবে এবং তার নির্বাচিত চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে একাডেমিক কাউন্সিলের সভ্য হবেন।

(৪) কলেজ গ্রন্থাগারিকরা সেনেটে ভোট দিতে এবং ভোট প্রার্থী হতে পারেন। ...ইত্যাদি।

[ I A L Bulletin, V. 16, No.3-4 ; July-Dec, 1980. P. 186-187 ]

## তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা শিবির

UNISIST কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার সমস্ত গ্রন্থাগারিক ও তথ্য পরিসেবক-দের জন্য "তথ্য ব্যবহার", সম্পর্কে দুই সপ্তাহের এক শিক্ষা শিবির বিগত ১০-২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ INSDOC এবং UNESCO এর যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছে। এই শিবিরে বাংলাদেশ, বর্মা, ভারত, ইরাণ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা থেকে মোট ১৮ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

[ I L A Bulletin v. 16 No.3-4, July-Dec 1980 P.195 196 ]

## মহারাষ্ট্রের গ্রন্থাগারিকের নূতন বেতনক্রম

দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র বেতন কমিশনার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকদের নিম্নরূপ বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে।—

### যোগ্যতা

১। S.S.C+সার্টিফিকেট-গ্রাবিঃ

২। স্নাতক+ডিগ্রী / ডিপ্লোমা-গ্রাবিঃ

৩। এর উর্ধ্বে যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা

### বেতন

গ্রেড ৬, টাঃ ২৯০-৪৬৫-৫১৫টাঃ

গ্রেড ৮, টাঃ ২৬৫-১৩০-৭৩৫ টাঃ

গ্রেড ১০, টাঃ ৫০০-৯০০ টা

[ I L A Bulletin, V. 16, No.3-4, July, Dec 1980 ]

## ইউনেস্কো আঞ্চলিক সেমিনার

বিগত ২০-২৪ শে জানুয়ারী, করাচীতে (পাকিস্তান) 'জাতীয় ভাষায় প্রকাশনা' বিষয়ের উপর ইউনেস্কোর এক আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনার নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আলোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে ঃ—

১) পুস্তক প্রকাশনার বিষয়ে ঃ

ক. নূতন পুস্তক প্রকাশনা

খ. পুস্তক প্রকাশে উৎসাহদান

গ. পুস্তক বিতরণ ও বিক্রয় ব্যবস্থা

২) ভাষা সংক্রান্ত নীতি ঃ—

৩) পুস্তক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল

৪) শিল্প পুস্তক প্রকাশ এবং গঠন

৫) অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান

৬) আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা ঃ

ক. পারস্পরিক সহযোগিতা

খ. বৃত্তিমূলক পরিষদগুলির ভূমিকা

গ. ইউনেস্কোর ভূমিকা

ঘ. সরকারের ভূমিকা

## বিয়োগপঞ্জী : ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

গত ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। প্রয়াত সেনশাস্ত্রী ছিলেন একজন দার্শনিক এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ বঙ্কিম—দর্শনের দিগ্‌দর্শন (১৯০৯), সঞ্জয়নী (১৯৪৭), ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য (১৯৫৯), ভারত জিজ্ঞাসা (১৯৫৭), উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, ২য় সং (১৯৫৮), বৈষ্ণব সাহিত্য (১৯৬২), শাক্ত পদাবলী (১৯৬?)

সংকলক : দেবনারায়ণ চক্রবর্তী
ও
পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

# রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংবাদ

## গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে রাজ্য ভিত্তিক সেমিনার

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির আহ্বানে সার্টিফিকেট স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য একটি আলোচনাচক্র ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা চক্রে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, কলিকাতা, যাদবপুর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, রহড়া ও কাশিপুর শিক্ষকেন্দ্রের শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনাচক্র পরিচালনা করেন বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। আলোচনাচক্র উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পর্ষদের সভাপতি ডঃ এস. দাশগুপ্ত। ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। আলোচনাচক্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন উপ-শিক্ষা অধিকর্তা (সমাজ শিক্ষা) এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পর্ষদের আহ্বায়ক ডঃ সুনীল কুমার গুপ্ত। আলোচনাচক্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের পরিচালনা ব্যবস্থা ও পাঠক্রম সম্পর্কে সর্বশ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী ও ফণিভূষণ রায় প্রণীত একটি প্রবন্ধ পেশ করা হয়। আলোচনায় বিভিন্ন শিক্ষকেন্দ্রের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন এবং শিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালন ব্যবস্থা, ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিয়োগ পদ্ধতি, ছাত্রদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্রের আর্থিক ব্যয়-ভার প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। উক্ত প্রবন্ধে পাঠক্রমের যে সুপারিশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কিছু আলোচনা হয় এবং স্থির হয় যে এই আলোচনার অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ মতামত লিখিত ভাবে পেশ করবেন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের এই ধরণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এর আগে কোন আলোচনাচক্রে দেখা যায়নি।

এই আলোচনাচক্রের সূত্র ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের একটি সভা ১১ শে জানুয়ারী তারিখে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সার্টিফিকেট কোর্সের যে পাঠক্রমের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া। উক্ত আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী ও ফণিভূষণ রায় তাঁদের আলোচ্য প্রবন্ধে যে পাঠক্রমের সুপারিশ করেছেন তা আলোচনার মাধ্যমে কিছু সংশোধন সহকারে গৃহীত হয়। উক্ত আলোচনাচক্রের সুপারিশগুলি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি ও রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে।

## হুগলী জেলায় নতুন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠান

১৯৭৯-৮০ সালে হুগলী জেলায় নূতন ৫৮টি

গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ৮টি শহর গ্রন্থাগার স্থাপন উপলক্ষে ১৬ই জানুয়ারী চুঁচুড়াতে হুগলীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে একটি অনুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হুগলী জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিবপ্রসাদ মুখার্জী। উক্ত অনুষ্ঠানে এই গ্রন্থাগার-গুলির বিভিন্ন খরচের জন্য মোট পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার টাকার চেক অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। সভায় বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতির সদস্য বিশিষ্ট জননেতা সৈয়দ শাহেদুল্লাহ এবং শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ বলেন যে, গ্রন্থাগার সংস্কৃতির পীঠস্থান। একে রক্ষা করা এবং আরো নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন দরকার। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত গ্রাম বাংলার মানুষ তাদের ব্যবহারিক জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে পুঁথিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে পারবেন। এই জিনিষ ঘটাতে পারলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সার্থক হয়ে উঠবে। অধ্যাপক পার্থ দে বলেন যে জনগণের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-শহরে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রচেষ্টা করে যাবেন তারই অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। লোকসভা সদস্য রূপচাঁদ পাল সভায় বক্তৃতা করেন।

---

## State Govt. Circular regarding appointment of Administrators In Sponsored Libraries

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Education Department, S E. Branch

No. 737—Edn(SE) 5L—34/80 Calcutta, the 24th October, 80.

From : Shri R. Chowdhury,
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.
and to the DSEOS.

The undersigned is directed to say that the guidelines for appointment of Administrators of newly sanctioned Rural/Primary unit Libraries and Town/Sub-Divisional Libraries were laid down in this Deptt's memo no. 652—Edn(SE) dated 4.9.80. In the light of the working since the issue of the above Govt. order the matter has been reconsidered and the Governor has now been pleased to direct with a view to facilitating smooth management of these Libraries and in partial modification of the above Govt. order Administrators shall be appointed by the respective District Social Education Officers for all categories Libraries. All such appointments shall, however, be made solely on the recommendation of the District Advisory Councils of Social Education of respective districts, from amongst the Extension Officers and Lady Extension Officer of Social Education, members of Sishkha Sthayee Samity of Panchayet Samity; Teachers, members of the District Advisory Councils of Social Education, members of all levels of Panchayets; memebrs of Local Bodies, Block Development Committees and Notified Area Authorities.

Sd/ - R. Choudhury
Deputy Secretary.

## State Govt. Circular regarding T. A./D. A. to non-official members of S L P C / D A C S E

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**

Education Department, S. E. Branch.

No. 808-Edn(SE)
10M ; 23.80

Calcutta, the 10th December, 1980

From : Shri R. Chowdhury,
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal

To : The Pay and Accounts Officer,
Calcutta Pay & Accounts Office,
81/2/2, Phears Lane, Calcutta-700012

Sub : Sanction of conveyance allowance, Travelling allowance to the members of both District Advisory Councils of Social Education and the State Library Planning Committee and to the members of the Sub-Committees formed thereunder.

In supersession of the Govt. Order No. 780-Edn(SE) dated the 20th November, 1980, the undersigned is directed, by order of the Governor to say that the Governor is pleased to order in relaxation of normal rules that the non-official members of both the District Councils of Social Education and State Library Planning Committee constituted by the Govt. and the non-official members of other Sub-Committees formed from time to time who are the residents of the place of meeting will be entitled to a conveyance allowance of Rs. 15/- (Rupees fifteen) only for each day of the meeting.

The Governor is also pleased to order that the non-official members of the District Advisory Councils, Social Education whose places of residence are different from the places of meetings called by the State Library Planning Committee will be entitled to draw T.A./D A. as per normal rules. However the non-official members of the District Advisory Councils, Social Education, whose places of residence and the places of meetings of the State Library Planning Committee are the same, will be entitled to draw conveyance allowance of Rs. 15/- (Rupees fifteen) for each of the meeting.

Similarly the Governor is further pleased to order that the non-official members of the State Library Planning Committee, whose places of residence are different from the places of meetings called by the District Advisory Council, Social Education will be entitled to draw T.A./D A. as per normal rules. However, the non-official members of the State Library Planning Committee, whose places of residence are the places of meetings called by the District Advisory Council, Social Education, are the same, will be entitled to draw conveyance allowance of Rs. 15/- (Rupees fifteen) for each day of the meeting.

Other non-official members of the District Advisory Councils of Social Education and the State Library Planning Committee and other non-official members of the Sub-Committees framed out of them will be entitled to draw T.A./D.A. as per normal rules.

The Deputy Director of Public Instruction (Social Education), West Bengal is hereby authorised to draw and disburse the conveyance allowance/Travelling allowance/Daily allowance as sanctioned above in respect of non-official members of the State Library Planning Committee for attending meetings called by the State Library Planning Committee or by the District Advisory Council, Social Education.

The District Social Education Officer concerned is hereby authorised to draw and disburse the conveyance allowance/Travelling allowance/Daily allowance in respect of all non-official members of the District Advisory Council, Social Education for attending meetings called by District Advisory Council, Social Education or by the State Library Planning Committee.

The charge will proceed towards the head "H-General—V— Other Expenditure—State Plan (Annual Plan) –Development and Expansion of Library Services—Grants-in-aid/-Contributions in the current year's" 277—Education (excluding Sports and Youth Welfare budget.

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. Group P 5024 dated 8.11.80 and takes effect from 1.4.80.

Sd/- R. Chowdhury
Deputy Secretary.

## Calcutta University Circular regarding election to the Senate

**Name of the Constituency**—Librarians of the University and affiliated colleges—One representative to the Senate

**Last date of enrollment**—27th February, 1981 by 5 P. M.

**How to enrol**—Librarians of the University and affiliated colleges will have to enrol their names by filling specimen copy of the form and those are to be submitted to the Registrar, Calcutta University by 27th February, 1981 by 5 P. M. through the Heads of the Institution/University

**Where forms will be available**—Forms are available from the Principals of the Colleges (sent on 9.1.1981—Vide C. U. Letter no. Met/Election/131)

## State Govt. Circular regarding recognised Certificate Courses

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
EDUCATION DIRECTORATE

Memo No. 839 (16)/SO/E. DATE : The 1st Oct. 1980

From : The Director of Public Instruction,
WEST BENGAL.

To : The District Social Education Officer,

Sub : Recognised Degree & Certificates for appointment to the post of Librarian/Library Assistant in different types of Sponsored Libraries.

With reference to the subject noted above the undersigned has to state that since sometime past it has been felt that the authorities competent to select/appoint the Librarians of sponsored Libraries be clearly apprised of the approved Degree and Certificates required as essential professional qualifications for the posts of Librarians of District, Town/Sub-Divisional and Rural/Primary Libraries and Library Assistants of District and Sub-Divisional/Town Libraries.

In view of the above situation the undersigned has to request him that while writing to Employment Exchanges, for sending names for selection and appointment of personnel for Library set up/adopted on sponsored basis, he should state clearly the requisite qualifications of Library Science as follows :—

"Degrees, Diploma and Master Degrees conferred by different Indian Universities, Certificates in Librarianship/Library Science conferred by the Bengal Library Association, Calcutta, Librarianship Training Centre of Rahara, Ramkrishna Mission Boys' Home and Librarianship Training Centre attached to Peoples' (Janata) College, Kalimpong and Certificates in Librarianship/Library Science Training of six months' duration conferred by the Training Centres recognised by the other State Governments may be accepted as approved qualification for the purpose of appointment to the posts concerned.

Sd/— S. K. Gupta
for Director of public Instruction
West Bengal

## Circular regarding recruitment of staff in Govt. sponsored Libraries.

No. 73 Edn ( SE ) / 5-L73,80 Dated Calcutta, the 11th February, '81

From ; Shri R. Choudhury,
Deputy Secretary to the Govt. of west Bengal, Education Department.

To The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sir,

I am directed to say that the question of recruitment to the various posts under different categories of sponsored libraries in the State has been under consideration of the Government for sometime past. The Goverument has been pleased to decide that the method of recruitment as indicated below should be strictly followed in making recruitment to the said posts :—

**Qualifications :**

a) For Librarian of Rural Library / Primary Unit Library and for Library Assistant of Subdivisional / Town Library the candidates should have passed School Final and posseas Certificate in Library Science

b) For Librarian of Town / Subdivisional Library the candidates should be Graduate and possess Bachelor's degree in Library Science ( B. Lib Sc ) of any recognised university.

Certificate in Library Science means certificate obtained from any of the following institutions :— i) Bengal Library Association ( ii ) Training Centre attached to District Library, Ramkrishna Mission Boys Home, Rahara, ( iii ) Training Centre attached to Janata College, Kalimpong. ( iv ) Any other equivalent training recognised by the State Government.

District Social Education Officers should approach all the Employment Exchanges in the concerned district for obtaining list of professionally qualified candidates

Central / Regional Employment exchanges should also be approached for obtaining list of professionally qualified candidates.

In respect of cycle peons of Rural Library / Primary Unit Library the qualification should be class VIII standard and the following procedure should be followed for appointment to this post :—

Concerned Managing Committee / Administrator of the Library may select persons for the post of cycle peon. Reference to Employment Exchange, as indicated above, be made in obtaining names of candidates, with prior approval of the District Advisory Council of the Social Education,

All selections and approval for appointment of staff in sponsored Libraries must be made by the concerned District Advisory Council for Social Education.

Yours faithfully,
Sd/— R. Choudhury
Deputy Secretary.

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত

# পশ্চিমবঙ্গ

( বাংলা সাপ্তাহিক )
প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা 0 বার্ষিক সডাক—১০ টাকা

●

# পশ্চিম বংগাল

( হিন্দি পাক্ষিক )
প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা 0 বার্ষিক সডাক—৫ টাকা

●

# ওয়েষ্ট বেঙ্গল

( ইংরাজী পাক্ষিক )
প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা 0 বার্ষিক সডাক—৫ টাকা

●

এ ছাড়া, সাঁওতালি পাক্ষিক 'পহিম বাংলা'
এবং উর্দু পাক্ষিক 'মগরেবী বংগাল'
পত্রিকা দুটিতেও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়।

●

বিজ্ঞাপনের হার ও অন্যান্য শর্তাদির জন্য
নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :-
বিজনেস ম্যানেজার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

# আপনার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায় ?

সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে ছেলেমেয়েদের স্কুলের টাকা জোগাড় করার সমস্যাতেও তো আপনি চিন্তিত ছিলেন। এখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আপনি অন্তত নিশ্চিন্ত। টানাপোড়েন সরকারেরও। টাকা নেই সামর্থ্য সীমিত। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছে। এই কারণেই যাতে অল্প বিত্তবান পরিবারের অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হোন। আমরা এটিও নজর রাখছি যাতে শিক্ষকরা মাস পয়লায় মাইনে পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সমস্যা এখনও আছে অনেক। তবু আমরা চাই শিক্ষার আঙিনায় জনসাধারণের প্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ১৪০৪৯ / ৮০

Annual Price Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 30 : No. 9

Dec.-Jan, 1980-81

# GRANTHAGAR

*( The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal )*

9 MAR 1981

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

CENTRAL LIBRARY

*Published by :* Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

*Printed by :* Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press
23, Dixon Lane, Calcutta—700014

*Editor :* Prabir Roychaudhury

*If undelivered please return to*
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.